মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস (Mercurius Solubilis.)

আমাদের হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য তত্ত্বে মার্কিউরিয়াস বলিলে মার্কিউরিয়াস সলই বুঝাইয়া থাকে এবং পারদের অধিকাংশ লক্ষণই প্রধানতঃ মার্কিউরিয়াস সল ও মার্কিউরিয়াস ভাইভাস এই দুইটি ঔষধের সিদ্ধান্তকরণ হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না যদিও ডাক্তার এলেন Encyclopaedia of Drug Pathogenises গ্রন্থে মার্কিউরিয়াস সল এবং মার্কিউরিয়াস ভাইভাসের লক্ষণাবলি পৃথকভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

মার্কিউরিয়াস ভাইভাস ইহা বিশুদ্ধ পারা, ইহাকে ইংরাজীতে Quick silver বলা হয়। ধাতু পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ এবং প্ল্যাটিনাম ব্যতীত এত অধিক ভারি দ্রব্য আর কিছুই নাই। ব্যারোমেটার (Barometer) থার্ম্মিটার (Thermometer) ইত্যাদি যন্ত্র এবং আর্সি প্রস্তুতে ইহা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস (mercurius solubilis) ইহা ঠিক বিশুদ্ধ পারা নয়, ইহা মহাত্মা হ্যানিমানের নিজের আবিষ্কৃত। আজও পর্য্যন্ত জার্ম্মানিতে তাঁহার নাম সংযুক্ত অর্থাৎ (Mercurius solubilis Hahnemann) নামে ইহা প্রচলিত হইয়া থাকে। ইহাতে এমোনিয়া (ammonia) এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ নাইট্রিক এসিডের (nitric acid) মিশ্রণ রহিয়াছে কিন্তু মার্কিউরিয়াস সলের প্রুভিংই সর্ব্ববাদী সম্মত সম্পূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট এবং ইহা মার্কিউরিয়াস ভাইভাস অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

পারার নাম শুনিলেই লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে বাস্তবিকই ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণও আছে তাহা পর পর দেখাইতে চেষ্টা করিব কিন্তু

এই স্থানে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই প্রকার আতঙ্কের সঞ্চার কতকগুলি দায়ীত্বহীন ডাক্তারগণই রোগী এবং জনসাধারণের মনে উৎপন্ন করিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই প্রকার আতঙ্কের কিছুমাত্র কারণ হইতে পারে না। কারণ আমরা যে পরিমাণ মাত্রায় ইহা ব্যবহার করি ভ্রান্তি বশতঃ সেবন করাইলেও এবং পরিমাণ অধিক হইয়া গেলেও রোগের এবং রোগীর পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতি জনক হয় না।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। সর্ব্বপ্রকার অস্থি রোগে যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

২। গ্রন্থি স্ফীতি পূঁজ যুক্ত অথবা পূঁজ শূন্য।

৩। প্রত্যেক রোগের সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ তাহাতে রোগের কোন উপশম হয় না, বরং রোগ বৃদ্ধি হয়। (প্রচুর ঘর্ম্মে রোগের উপশম হয়—নেট্রামমিউর, সোরিনাম)।

৪। শ্বাস প্রশ্বাস এবং শরীর দুর্গন্ধযুক্ত (সোরিনাম)।

৫। সর্দ্দি—তরল জলবৎ এবং ক্ষয়কারক। নাসারন্ধ্র ক্ষত হয় এবং নাসিকার অস্থি প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে। পীতাভ সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ সদৃশস্রাব নির্গত হয়, রাত্রিতে এবং স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়।

৬। দন্তশূল—অত্যন্ত ভীষণ হয়। স্যাঁৎসেতে ঋতুতে, সন্ধ্যায়, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়।

৭। লালস্রাব—প্রচুর হয়। দুর্গন্ধযুক্ত তাম্রধাতু পদার্থ স্বাদযুক্ত (Fetid, coppery, metallic-tasting)।

৮। জিহ্বা—বৃহৎ, থলথলে এবং দন্তের ছাপযুক্ত, (large flabby, shows imprint of teeth—Chelli, Rhus, Podo,)

৯। পিপাসা—অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে অথচ জিহ্বা সিক্ত। প্রচুর লালা স্রাবযুক্ত (শুষ্ক জিহ্বা অথচ পিপাসা থাকে না—পালসেটিলা)।

১০। কর্ণমূল, তালুমূল ইত্যাদি প্রদাহসহ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব।

১১। আমাশয়—মল হড়হড়ে, রক্তযুক্ত, ঘোর সবুজ ফেনা ফেনা (stool slimy, bloody) এবং মল ত্যগান্তে ভীষণ কুন্থন হয় (great tenesmus during and after stool, not relieved by stool)। সকল সময় শূল যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে।

১২। শ্বেত প্রদর—ক্ষয়কারক জ্বালা যুক্ত, অত্যন্ত চুলকায়, স্থান হাজিয়া যায়। সর্ব্বদা রাত্রিতে এবং প্রস্রাবের স্পর্শে বৃদ্ধি হয়।

১৩। স্তন—প্রত্যেক মাসিক ঋতু স্রাব কালীন যন্ত্রণা যুক্ত হয় (কোনায়াম)। মাসিক ঋতুর পরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয়।

১৪। কাশি—শুষ্ক এবং অত্যন্ত কষ্টজনক সমুদায় শরীর ঝাঁকাইয়া তোলে। রাত্রিতে এবং শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে সম্পূর্ণ অক্ষম।

১৫। ক্ষত—জিহ্বা, গলদেশে, গণ্ডস্থলের অভ্যন্তর ইত্যাদি স্থানে অধিক হয় এবং সঙ্গে প্রচুর লালাস্রাব বর্ত্তমান থাকে। ক্ষত অসমান, দেখিতে অপরিষ্কার চর্ব্বি সদৃশ শ্বেত পদার্থে আবৃত এবং ধারগুলি কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত।

উপদংশ ক্ষত—গোলাকৃতি, মুখ গহ্বর এবং গলদেশের পশ্চাদ্দেশে, লিঙ্গে এবং অন্যান্য স্থানেও প্রকাশ পাইতে পারে। ক্ষতের ধার পরিষ্কার, সমান এবং তাম্রবর্ণ যুক্ত।

সাধারণ লক্ষণ।

১। দন্তের অগ্রভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় গোড়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে (অগ্রভাগ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, গোড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়— মেজিরিয়াম)।

২। যে পরিমাণ জলপান করে তদপেক্ষা অধিক প্রস্রাব ত্যাগ হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়।

৩। রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হয়, তাহাতে কাপড় দাগ হইয়া যায়।

৪। প্রাতঃকালীন বমন, প্রচুর লালা স্রাব হয় বালিশ ভিজিয়া যায়।

৫। দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নলোব (lower lobe) আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা তদ পার্শ্বের পশ্চাতে ভিতরে ভিতরে বিস্তারিত হয় (চেলিডোনিয়াম, কেলিকার্ব্ব)।

৬। রোগী অত্যন্ত অস্থির। সমুদায় বিষয় উদাসীন। সন্দিগ্ধ চিত্ত এবং দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

মার্কিউরিয়াস রোগী।—আপনারা সকলেই থার্ম্মমিটার দেখিয়াছেন এবং সময় সময় জ্বরের উত্তাপ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহারও করিয়াছেন। অতি সামান্য উত্তাপ পাইলেই মধ্যস্থ পারা উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, আবার সামান্য ঠাণ্ডা পাইলে ত্বরিত বেগে নিম্নে চলিয়া আইসে অর্থাৎ গরম এবং ঠাণ্ডায় ইহা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। মার্কিউরিয়াস রোগীও ঠিক সেই প্রকারের, গরমও সহ্য করিতে পারে না, আবার ঠাণ্ডাও সহ্য করিতে পারে না, উভয়েতেই শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট উপস্থিত হয়। রোগের প্রবল অবস্থাতে রোগী শয্যাগত থাকিয়া বিছানাতে শুইয়াও উপশম পায় না কারণ শয্যার উত্তাপে রোগ বৃদ্ধি হয় (worse from the warmth of the bed) আবার গাত্রাচ্ছাদন ফেলিয়া দিলেও শান্তি হয় না কারণ শরীর শীতল হইলেও কষ্ট হয় অর্থাৎ ঠাণ্ডা এবং গরম কোনটাই সহ্য হয় না, নিজেকে আরামে রাখা মার্কিউরিয়াস রোগীর পক্ষে বড়ই কষ্টজনক ব্যাপার। ইহা ব্যতীত মার্কিউরিয়াস সল রোগীর পরিচয় নিম্ন লক্ষণ সমূহে অনেকটা পরিষ্কাররূপ বুঝিতে পারিবে।

১। রোগী অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (Offensive patient) শ্বাস প্রশ্বাস, মলমূত্র, ঘর্ম্ম, মুখের গন্ধ ইত্যাদি সমুদায়ই অত্যন্ত বদগন্ধ, ঘরে প্রবেশ করিলেই টের পাওয়া যায়, ঘরময় দুর্গন্ধে পুর্ণ হইয়া থাকে ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

২। সমুদায় লক্ষণের বৃদ্ধি রাত্রিতে (worse at night)। অস্থি বেদনা, সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা, প্রদাহ ইত্যাদি সমুদয়াই রাত্রিতে অধিক হয়, দিনের বেলা বরং কিঞ্চিৎ কম থাকে। মার্কিউরিয়াসের

অস্থি বেদনা একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ বিশেষভাবে যে স্থানের অস্থির চর্ম্ম পাতলা। (যেমন জঙ্ঘার সম্মুখাংশ (Shin bones)।

৩। গ্রন্থির (gland) প্রদাহ এবং স্ফীতি—কর্ণের পার্শ্বের (Parotids) জিহ্বার নিম্নদেশের (Sub lingual), গ্রীবা প্রদেশের, কুচকির বগলের অর্থাৎ সমুদায় গ্রন্থি সমূহই আক্রান্ত হয় এক কথায় ইহাকে গ্রন্থিপ্রদাহের (glandular) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যাইতে পারে।

৪। ক্ষতপ্রমুখীন—সর্ব্বত্রই ক্ষত হয়। গলদেশ, নাসিকা, মুখবিবর ইত্যাদি সমুদায় স্থানে সাদা চর্ব্বির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট (white lardaceous base) ক্ষত হয়। সাদা চর্ব্বির ন্যায় পর্দ্দা যুক্ত ক্ষতই ইহার বিশেষত্ব। ক্ষতের আর একটি বিশেষ লক্ষণ যে ক্ষতগুলি পূঁজ প্রমুখীন (tendency to formation of pus) এবং মার্কিউরিয়াস সলের পূঁজ পীত আভাযুক্ত সবুজ (Yellow green)।

৫। রোগী ঘর্ম্মশীল—ঘর্ম্মে রোগের উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি হয়।

৬। কম্পন—সমুদায় শরীরময় কম্পন হয়। এতদ হেতুই ইহা সকম্প পক্ষাঘাতের (paralysis agitan) একটি উপযুক্ত ঔষধ। হস্ত কাঁপিতে থাকে কোন জিনিষ উত্তোলন করিতে কিংবা হস্ত দ্বারা আহারাদি করিতে পারে না। এই প্রকার কম্পন হস্ত এবং পদে অধিক প্রকাশ থাকে। পক্ষাঘাতের সহিত কম্পন লক্ষণে মার্কিরিয়াসের সমগুণ ঔষধ আর্জেণ্টামনাই, ফস্‌ফরাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, সিকেলিকরের বিষয় চিন্তা করিবে।

উপরে যে কয়েকটি পরিচায়ক লক্ষণ দিলাম তাহার বিষয় বিস্তারিতভাবে যথা স্থানে আলোচনা করিব।

পারদের অপব্যবহারের বিষঘ্ন ঔষধ সমূহ।

পারার অপব্যবহার হইলে কি প্রকার ভয়াভয় লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা সকলেই অল্প বিস্তর অবগত আছেন। সেই পারার অপব্যবহার নষ্ট করিবার নিমিত্ত আমাদিগের হোমিওপ্যাথিকে হিপার, চায়না, নাইট্রিক এসিড, ডাল্কামারা, কেলি হাইড্রো, অরাম মেটালিকাম. এসাফিটিডা, ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া, ল্যাকেসিস্, আইওডিন, মেজিরিয়াম, ষ্টিলিঞ্জিয়া ইত্যাদি ঔষধ পারদের বিষঘ্ন (antedote) বলিয়া পরিচিত। পারা জনিত শরীরের দোষ সংশোধনার্থে লক্ষণানুযায়ী ইহারা প্রয়োগ হইয়া থাকে।

হেপার সালফার—ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পারার বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হয় এবং হেপার পারার অপব্যবহার হেতু উদ্ভুত মানসিক উদ্বিগ্নতা, শারীরিক গ্লানি, আত্মহত্যা চিন্তা, অস্থি বেদনা, মুখ ক্ষত এবং পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার হয়। অধিকাংশ চিকিৎসকগণের মতে হেপার এবং নাইট্রিক এসিড হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পারার বিষঘ্ন ঔষধ।

নাইট্রিক এসিড—যখন নিম্নটিস্থসমূহ (lower tissue) যেমন অস্থি আবরক, অস্থি, fibrous tissue ইত্যাদি বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয় তখন ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিত। রোগীর অস্থি বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, জঙ্ঘার সম্মুখাংশ (shin bones) স্যাঁৎসেতে ঋতুতে কনকন করে। গলার ক্ষত বিশেষভাবে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন পারার দোষ সংযুক্ত থাকে সেই অবস্থায় নাইট্রিক এসিড উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চায়না—পারার অপব্যবহার হেতু প্রচুর লালা স্রাবের পুরাতন অবস্থায় (chronic stage) ইহা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

ডালকামারা—পারার অপব্যবহার হেতু লালা স্রাবের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ যখন স্যাঁৎসেতে এবং বর্ষা ঋতুতে বৃদ্ধি হয়।

কেলিহাইড্রোডিকাম—(পটাসিয়াম আইওডাইড) ইহা একটি পারার উত্তম বিষঘ্ন ঔষধ। হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক উভয় চিকিৎসকগণই ইহা অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। নাইট্রিক এসিডের ন্যায় যখন

উপদংশের সহিত পারার দোষ সংযুক্ত থাকে, যখন অস্থি আবরক, অস্থি গ্রন্থি এবং নিম্ন টিস্যুসমূহ আক্রান্ত হয়। যখন নাসিকা হইতে তরল জলবৎ ক্ষয়কারক (acrid) স্রাব নিস্থত হয় এবং স্রাবে উর্দ্ধ ওষ্ঠ হাঁজিয়া ঘা হইয়া যায় এই প্রকার অবস্থায় ইহা একটি বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ। উপদংশের সহিত পারার অপব্যবহার থাকিলে অর্থাৎ যখন শরীরে উভয় দোষই প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারা যায় সেই অবস্থায় ইহাকে কেহ কেহ একমাত্র ঔষধ বলিয়া থাকেন।

যাহাদিগের সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয় তাহাদিগের পারার দোষ আছে জানিতে পারিলে ক্যালি হাইড্রোডিকাম তাহাদের প্রতি উত্তম কার্য্য করে এবং তাহাদিগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু উষ্ণ বোধ হয় ছল ছল করে এবং ফুলিয়া উঠে। গণ্ডযুগলের উভয় পার্শ্বে কিংবা এক পার্শ্বে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, নাসিকা সাঁটিয়া ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলবৎ তরল প্রচুর সর্দ্দি নিস্থত হয়। সর্দ্দি উষ্ণ এবং ক্ষয়কারক। নাসিক হাজিয়া যায় ও ইহার সহিত গলাভ্যন্তরে প্রদাহও থাকে। এই প্রকার লক্ষণ যুক্ত সর্দ্দির কেলিহাইড্রোডিকাম একটী অমোঘ ঔষধ। ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিবে।

কেলি ক্লোরিকাম—ইহাও পারার একটি উত্তম বিষঘ্ন ঔষধ বিশেষতঃ যখন পারার অপব্যবহার হেতু দাঁতের মাড়ি শিথিল ও কোমল হয় এবং অল্পতেই রক্ত নিঃস্থত হয়, মুখে এবং গলায় সাদা সাদা ক্ষত দেখা দেয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

অরাম মেটালিকাম—এই ঔষধটীর কার্য্য অত্যন্ত গভীর। বিশেষভাবে যখন মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয় এবং রোগী সদা সর্ব্বদা আত্মহত্যার বিষয় চিন্তা করে, তখন ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ব্যতীত ইহাতে অস্থি— হইয়া পচিয়া যাইবার উপক্রম হয় বিশেষতঃ টাকরা, নাসিকা ইত্যাদি স্থানের অস্থিই অধিক আক্রান্ত হয় এবং ধ্বংস হইয়া খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। সর্ব্বদা রোগী হতাশ, নিরুৎসাহ এবং আত্মহত্যায় চিন্তাযুক্ত। শেষোক্ত লক্ষণটী এই ঔষধের বিশেষ বিশেষত্ব।

এসাফিটিডা—পারার অপব্যবহার হেতু অস্থি রোগে ইহা অধিক প্রয়োগ হয়। ইহার বিশেষত্ব যে আক্রান্ত অস্থির চারিপার্শ্ব অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় যদি tibiaতে (পদদ্বয়ের বৃহৎ অস্থিদ্বয়) ক্ষত হয় তাহা হইলে তাহার নিকটবর্ত্তী

চারি পার্শ্বের স্থান এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে সামান্য কাপড়ের স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না। প্রদাহিত স্থানের কিছুদূর পর্য্যন্ত টিসু সমূহ অস্থিতে শক্তভাবে লাগিয়া থাকে। (Tissues are firmly adherent to the bone for some little distance around the inflamed portion) ইহা ব্যতীত এসাফিটিডা পারার দোষ হেতু Iritis এও প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখানেও চক্ষুর চারিপার্শ্বের অস্থি অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। এসাফিটিডার বিশেষত্ব হইতেছে যে আক্রান্ত স্থান এবং তৎ নিকটস্থ স্থান সমূহের অত্যন্ত স্পর্শাধিক্যতা।

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—ইহাও একটি পারার বিষঘ্ন ঔষধ। ইহা সাধারণতঃ পারার দোষে শরীর অত্যন্ত দূষিত এবং নষ্ট হইলে ব্যবহার হয়। রোগীর স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত হয়। মুখের ভিতর এবং গলদেশে পারার লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পায় দাঁতের মাড়ি শিথিল হয়, জিহ্বায় ঘা দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্থি বেদনা উপস্থিত হয় অর্থাৎ পারায় শরীর অত্যন্ত অধিক দূষিত এবং জর্জ্জরিত হইলেই ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে।

ল্যাকেসিস—যদিও পারার ইহা একটী বিশেষ বিষঘ্ন ঔষধ নয় তথাপি সময় সময় ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে, যখন পারার দোষ শরীরের ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে।

আইওডিন—যখন পারার অপব্যবহার হেতু গ্রন্থিসমূহ (Glands) আক্রান্ত হয় তখন ইহার বিষয় চিন্তা করিবে।

মেজিরিয়াম—পারার দোষে স্নায়বীয় বিধান (nervous system) আক্রান্ত হয় এবং তদহেতু স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ পায়, এই প্রকার অবস্থায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা মুখমণ্ডলে, চক্ষুতে কিংবা শরীরের অন্য স্থানে হইতে পারে।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—পারার দোষ হেতু স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায় এবং অস্থি আবরক প্রদাহ ও তৎ সহিত অস্থিতে গুল্ম প্রকাশ পায় (nodes on the bones) পারা শরীরের কোন স্থানকে আক্রমণ করিতে ত্রুটী করে না। ইহা শরীরের সর্ব্বত্রই এমন কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টিসু সমূহের ভিতরেও প্রবেশ করে। একবার যাহার শরীরে পারা প্রবেশ করিয়াছে সময় থাকিতে প্রতিকারের যদি কোন

চেষ্টা না করা হয় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। পারা যে প্রকার শরীরের প্রত্যেক টিসুতে প্রবেশ করে সেই প্রকার ইহাকে শরীরের প্রায় প্রত্যেক নিষ্ক্রমণ প্রণালী দিয়া বহির্গতও করা যাইতে পারে। ঘর্ম্ম, মলমূত্র, পিত্ত, লালাস্রাব ইত্যাদির সহিত বহির্গত হয়। গর্ভাবস্থায় কিম্বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে মাতা যদি পারদ সেবন করে তাহার ফলাফল জরায়ু মধ্যস্থ সন্তানের মধ্যেও প্রকাশ হয়। উপরে পারার যে সমুদয় বিষঘ্ন ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহা পারার বিষাক্তের তরুণ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। পুরাতন অবস্থায় পারার দোষ সমূলে উৎপাটন করা অত্যন্ত কঠিন এবং যখন পারার সহিত অন্য কোন দোষ যেমন উপদংশ, গণ্ডমালা (Scrofula) ইত্যাদি যদি সংযুক্ত থাকে তাহা হইলে তাহা আরোগ্য করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—পারার দ্বারা বিষাক্ত হইলে কি কি লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই তাহাই এক্ষণে বলিতেছি—শ্বাস প্রশ্বাসে বমনোদ্রেকজনক একপ্রকার গন্ধ এবং মুখে ধাতু দ্রব্যের স্বাদ হয়। রোগী নিজেকে নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল বোধ করে ও প্রায়ই পাকস্থলীর গোলযোগে ভোগে। সামান্য কারণেই ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়। চক্ষুর চারিধার কালিমাযুক্ত এবং মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে বর্ণ হয়। ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ এবং রক্ত রঞ্জিত হয়। রোগী মস্তকে বিশেষভাবে কপালে এবং নাসিকার মূলদেশের নিম্নে উষ্ণ বোধ করে। শয্যায় শয়নে শরীর উষ্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের যন্ত্রণা এবং কনকনানি বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমশঃই মুখ বিবরে ক্ষত প্রকাশ পায়, মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহ স্ফীত হইয়া উঠে এবং স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা অধিক লালবর্ণ হয়। লালাস্রাবী গ্রন্থিসমূহ (Salivary glands) হইতে প্রচুর লালাস্রাব হইতে থাকে, সময় সময় লালাতে মুখ ভরিয়া উঠে। প্রথম প্রথম নিঃসৃত লালা সম্পূর্ণ দোষ শূন্য থাকে। যতই দিন যাইতে থাকে বরং লালাস্রাব অধিক হইতে থাকে। গ্রন্থিসমূহের অত্যধিক কার্য্যবশতঃ নিসৃত লালা দূষিত হইয়া আইসে এবং দুর্গন্ধ প্রাপ্ত হইতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃই অধিক হইতে অধিকতর দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দাঁতের মাড়ী ফুলিয়া উঠে এবং শিথিল হয় (Gums are swollen spongy, some what bleeding) কখন কখন দন্তের নিম্নে মাড়িতে ঘোর লালবর্ণ রেখা প্রকাশ পায়। এইরূপে ধীরে ধীরে মাড়িতে

ক্ষত আরম্ভ হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হইতে থাকে। জিহ্বা ফুলিয়া উঠে এবং দন্তের চাপে ছাপ পড়ে ও সর্ব্বদা সিক্ত অথচ তৃষ্ণার্ত্ত (tongue is swollen, flabby, takes the imprint of teeth—Ars, Chelid, Podo, Stramonium) গ্রন্থিসমূহও আক্রান্ত হয়, প্যারোটিড এবং সারভাইকাল (Parotid and Cervical) গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, এই প্রকার অবস্থায় মুখগহ্বর পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় (steno's duct) অত্যন্ত প্রদাহিত এবং ক্ষতযুক্ত হয়। এতদ গ্রন্থিগুলির সহিত অন্যান্য গ্রন্থিসমূহও অল্প বিস্তর আক্রান্ত হয়। পারার দ্বারা বিষাক্ত যকৃৎও অত্যন্ত অধিকরূপে আক্রান্ত হয়, এবং তদহেতু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কথায় কথায় যকৃতের রোগে (Calomel) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইদানীং অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন যে, পারা পিত্ত নিঃসরণ বৃদ্ধি করে না, কাজে কাজেই নিশ্চেষ্ট যকৃতের (torpid liver) উপর ইহার কোন উপকারিতা নাই। ইহা হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পারার যকৃতের উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে তদহেতু পারা ন্যাবা রোগের একটী মহৌষধ বলিয়া পরিচিত। ইহা ব্যতীত পারা যকৃতের প্রদাহ এবং স্ফোটকেও প্রায়ই প্রয়োগ হইয়া থাকে। পারার ক্রিয়া বয়স এবং শারীরিক ধাতুর উপর নির্ভর করে, কারণ দেখা যায় কতক লোকের অতি সামান্য মাত্রা পারাতেই প্রচুর লালা নিঃসরণ হয় অর্থাৎ মুখ আইসে আবার কাহারও অধিক মাত্রায়ও কিছুই হয় না। শিশুদিগকে মুখ আনয়ন করা যত কঠিন প্রৌঢ়দিগকে তত কঠিন নয়, আর একটি কথা এইস্থলে স্মরণ রাখিবে যে Scrofula ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিরা সচরাচর পারা দ্বারা অত্যন্ত গভীররূপে এবং সহজে আক্রান্ত হয়।

পারদের রক্তের উপর ক্রিয়া—উপরে যাহা লিখিয়াছি, পারদ দ্বারা বিষাক্ত হইলে রক্তেতে কি পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার বিষয় বিশেষ কিছুই উল্লেখ করি নাই। রক্তের পরিবর্ত্তন বিলম্বে প্রকাশ পায়, কাজে কাজেই ইহাকে পারার গৌণক্রিয়া বলা হইয়া থাকে। রক্ত নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হয়, Albumen এবং fibrin নামক উপাদান সমূহ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তদস্থলে কতক চর্ব্বি সদৃশ দূষিত বস্তু স্থান পায় এতদ কারণবশতঃ রোগীর শরীর ক্রমশঃই ক্ষয় এবং শীর্ণ হইতে থাকে। রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ এবং consistence ক্ষীণ হয় চর্ম্ম ফ্যাকাসে বর্ণ হয় অর্থাৎ রক্ত স্বল্পতার সমুদয় লক্ষণ—হৃদস্পন্দন,

শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট ইত্যাদি প্রকাশ পাইতে থাকে। তৎপর বিলেপী জ্বর (Hectic fever) অস্থি আবরক ও অস্থি বেদনা সমুদয় আসিয়া উপস্থিত হয়। চর্ম্ম কটা বর্ণ হয়, পরে ক্ষত দেখা দেয়, এবং এবম্প্রকার ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না, অত্যন্ত ভোগায়। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, উষ্ণ বোধ করে, প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ ঘর্ম্মেতে রোগী কিছুমাত্র উপশম পায় না। এইরূপে ক্রমশঃ সমুদয় স্নায়বিক বিধান আক্রান্ত হয় এবং ইহাতে দুই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হয়। একস্থানে স্থিরভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। আর্সেনিক রোগীর ন্যায় একবার এখানে একবার ওখানে করিতে থাকে এবং রাত্রিতেই এই লক্ষণসমূহ অত্যন্ত প্রবল হয়। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খেঁচুনি হয় ইহাকে Mercurial tremor বলে, ইহা সাধারণতঃ যাহারা পারদের খনিতে কিম্বা water gildingএর কার্য্য করে তাহাদিগের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। খেঁচুনি এবম্প্রকার হয় যে দেখিলে মনে হয় তাণ্ডব রোগে (Chorea) আক্রান্ত হইয়াছে কিম্বা কেবল হস্তদ্বয় কাঁপিতে থাকে। ক্রমশঃ এই কম্পন সমুদয় শরীরময় বিস্তারিত হইয়া পড়ে। রোগী চেষ্টা করিলেও হস্তের কাঁপুনি রোধ করিতে পারে না। এই প্রকার অবস্থা অবশেষে পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইচ্ছানুযায়ী সঞ্চালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়।

মানসিক লক্ষণ—মেধাশক্তি অত্যন্ত হ্রাস হয়, দেখিলে জড়বুদ্ধি ভাবাপন্ন, নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সকল করিতে থাকে, হয়তঃ ঘরের কোণে একাকী বসিয়া খড়কুটা লইয়া খেলা করিতে থাকে স্মরণ শক্তি এত অধিক নষ্ট হইয়া যায় যে অতি সামান্য বিষয় মনে রাখিতে পারে না। অত্যন্ত সন্ধিগ্ধচিত্ত. সকলেরই প্রতি অবিশ্বাস, কোন প্রকার ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না, নিজেকে অত্যন্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এমন কি শেষে নিজের মল মূত্র পর্য্যন্ত খাইতে আরম্ভ করে। এবম্বিধ উন্মাদ রোগসদৃশ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়।

উপরের লিখিত মুখ্য এবং গৌণ লক্ষণসমূহ মুখের ক্ষত এবং লালা স্রাব (stomatitis and salivation) প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই প্রায়ই দেখা দেয়। মার্কিউরিয়াসে মুখে ক্ষত এবং লালাস্রাব প্রকাশ দেখিতে পাইলেই জানিতে হইবে সর্ব্ব শরীর পারায় সম্পূর্ণরূপ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে (The saturation

of system is complete) এই উপসর্গ দুইটিই পারার বিষাক্তের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

মুখগহ্বরের প্রদাহ (stomatitis)—মার্কিউরিয়াসের মুখগহ্বরের প্রদাহ বিষয়ে (stomatitis) ডাক্তার জর্জ্জ উড কি বলিয়াছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। "The First phenomenon presented is often white appearance of the lower gums, soon afterwards, the gums are seen to be somewhat swollen, rising up between the teeth and reddened at their ages. At the same time they are somewhat tender to the touch. A metallic taste as of a copper in the mouth is also among the first symptom প্রথমতঃ মুখের নীচের মাড়ি সাদা ভাব ধারণ করে, অতি শীঘ্রই কয়েক দিনের মধ্যেই লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং স্পর্শাধিক্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে মুখের স্বাদ ও খারাপ হয়, ধাতু পদার্থ তাম্রের ন্যায় হয়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াই মুখ-ক্ষতের দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেয়। মাড়ি, জিহ্বা, গণ্ডযুগল, গলদেশ এবং গলদেশের গ্রন্থি সমুদায় প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়, গলাধঃকরণে রোগী কষ্ট বোধ করে, দাঁতে ব্যথা হয়, লালাস্রাব হইতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, the gums, tongue, cheeks, fauces one and all, swell and become painful, deglutition is painful, the teeth if carious begin to ache, the tongue is somewhat furred and indented by the teeth at its edges, the saliva is discharged copiously, the salivary glands swell, breath is very offensive রোগ যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে এবং প্রতিকারের কোন প্রকার চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে পরিণাম কি হয় তাহাই বলিতেছি। মুখগহ্বরের ভিতর এবং বাহিরে সমুদয় অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, জিহ্বা ফুলিয়া ভারি হইয়া মুখ হইতে বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে, ভীষণ দুর্গন্ধ হয়, গলদেশ এবং কর্ণমূলের গ্রন্থি সমুদয় বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়, রোগী মুখ হাঁ অথবা গলাধঃকরণ করিতে পারে না, মুখ হইতে লালা ক্রমাগত গড়াইয়া পড়িতে থাকে। মুখ ময় ঘা হয়, দাঁতগুলি শিথিল হইয়া আইসে এমন কি শেষে কোমল স্থান সমূহ গলিত ক্ষত অবস্থায় পরিণত হয়। The swelling internal and external increases,

the tongue some times projects from the mouth, in the consequence of its greatly increased bulk, extremely offensive to the smell, the parotid and submaxillary gland becomes much enlarged and painful, the patient cannot open his jaws, swallows with great difficulty and pain and is wholly unable to articulate, the saliva streams from the mouth, the odour of the breath is very fetid, some times scents the whole apartment, ulceration of the gums, cheeks, and tongue takes place, with occasionally copious and exhausting haemorrhages the teeth bocomes loose and falls out even gangrene of the soft parts, necrosis sometimes occur.

ডাক্তার জর্জ্জউড যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর অধিক আর কিছুই বলিবার নাই কিন্তু এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, Aphthae এবং stomatitisএ যেন ভ্রম না হয়। Aphthaeকে বাঙ্গালায় জাড়ীক্ষত বলা হয়, ইহা সচরাচর শিশুদিগেরই অধিক হয়। ক্ষতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা সাদা হয় বোরাক্সই ইহার প্রকৃত ঔষধ। Stomatitisএ মুখ গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং বিশেষভাবে দাঁতের মাড়ী অধিক আক্রান্ত হয়, মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়, প্রচুর লালা স্রাব হইতে থাকে, মাড়ীগুলি ফুলিয়া উঠে। অল্প অল্প রক্ত নিসৃত হয়, ইত্যাদি এইরূপ অবস্থার মারকিউরিয়াস এবং নাটিক এসিড অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মার্কিউরিয়াসের জিহ্বা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জিহ্বা বৃহৎ ভারি এবং দন্তের ছাপে পূর্ণ (large, flabby, shows imprint of teeth) এবং জিহ্বা সকল সময় লালাতে সিক্ত থাকে, তথাপি রোগী জল তৃষ্ণা বোধ করে (শুষ্ক জিহ্বা জল তৃষ্ণা থাকে না—পালসেটিলা) মুখের ক্ষত সহ লালাস্রাব এবং দুর্গন্ধ বর্ত্তমান থাকিলে মার্কিউরিয়াস সলকেই প্রাধান্য দিবে।

নাইট্রিক এসিড—ইহাতেও মুখ হইতে প্রচুর লালা নিসৃত হয় কিন্তু নিসৃত লালা অত্যন্ত ক্ষতকারক (acrid) ইহার স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায় এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল সকল চিড়িয়া যায় ও পেরেক বিদ্ধবৎ খোঁচানি

যন্ত্রণা হয়। রোগীর পারদের দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং হিপার সালফার এইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে।

কেলিক্লোরিকাম—অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধের এক গ্রেণ এক পাইন্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুলি করিতে এবং তদসহিত ৬ × চূর্ণ প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিতে হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—রক্তস্রাবে ও মার্কিউরিয়াস সলের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রায়ই নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে বিশেষতঃ যখন রক্ত জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ খণ্ডের ন্যায় (icicles) নাসিকাতে ঝুলিতে থাকে, সেই অবস্থায় ইহা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। গণ্ডমালা (scrofulous) ধাতুগ্রস্থ শিশু অথবা ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম বালকদিগেরও যাহাদিগের এইরূপ সময়ে অধিক রক্তাধিক্যের সম্ভাবনা হয়, এবম্বিধ রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট অবস্থায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে,—বেলেডোনা, হেমামেলিস এবং ইরিজারন প্রয়োগ সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ না হইলে এবং উজ্জল লালবর্ণ রক্ত ছরছর করিয়া পড়িতে থাকিলে মার্কিউরিয়াস ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতের আক্রমণও নিবারণ হয়।

রক্তস্রাব—জরায়ু এবং ঋতুস্রাবেও যখন রক্তস্রাব প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ হয় এবং তৎসহিত যদি কোন প্রকার গ্রন্থির স্ফীতি (Glandular swelling) গলক্ষত (Sore throat) বর্ত্তমান থাকে—মার্কিউরিয়াসই তাহার অতি উৎকৃষ্ট এবং নিশ্চিত ঔষধ। ঋতুস্রাবকালীন জরায়ু এবং ডিম্বাশয়েও যন্ত্রণা হয়। এই ঔষধে একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে গর্ভ সঞ্চার না হওয়া সত্ত্বেও মাসিক সময়ে স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয় এবং ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধ আইসে (milk in the breast of the non—pregnant woman at the menstrual period, milk in the breast instead of the menstrual flow) একবার ডাক্তার কেন্ট এইরূপ একটি ১৬ বৎসর বয়স্ক যুবকের বুকে দুগ্ধ সঞ্চার দেখিয়া একটু

ধাঁধাঁয় পড়িয়াছিলেন। তিনি তাহাকে মার্কিউরিয়াস সল দ্বারা আরোগ্য করেন।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)—নিউমোনিয়াতেও মার্কিউরিয়াস সল ব্যবহার হয়, যখন দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে (icteriod symptom) ন্যাবা রোগের ন্যায় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। চর্ম্ম হলদে এবং দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্ন অংশে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় ও রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নাংশ অধিক আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা বক্ষঃস্থলের ভিতরে ভিতরে গিয়া পশ্চাতে অর্থাৎ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় (stitches thro gh to back)। নিউমোনিয়ায় ফুসফুসে পূঁজ সঞ্চার হইলেও মার্কিউরিয়াস সল ব্যবহার হইতে পারে।

প্রদাহ এবং পূঁজোৎপাদন—প্রদাহে পূঁজোৎপাদন অবস্থায় মার্কিউরিয়াস সল একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে কোন স্থানেই প্রদাহ হউক না কেন পূঁজ সঞ্চারিত হইয়াছে জানিতে পারিলে মার্কিউরিয়াস সলের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। বেলেডোনা, মার্কিউরিয়াস, হেপার, সাইলিসিয়া, সালফার এবং ল্যাকেসিস ইহাদিগকে প্রদাহ এবং পূজোৎপাদনের প্রধান ঔষধ বলা যাইতে পারে। অবস্থা বিশেষে ব্যবহার হইয়া থাকে। বেলেডোনা সচরাচর পূঁজ সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্ব অবস্থার অর্থাৎ প্রদাহের প্রারম্ভে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তালুমূল প্রদাহে (tonsilitis) যতক্ষণ পর্য্যন্ত গলদেশ প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত লালবর্ণ থাকে ততক্ষণই বেলেডোনা নির্ব্বাচিত হইতে পারে কিন্তু পূঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা দেখিলেই অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে চিড়িকমারা যন্ত্রণার সহিত শীত শীত ভাব বর্ত্তমান থাকিলে পূঁজের সঞ্চার হইয়াছে জানিতে হইবে। তখন আর বেলেডোনার উপর নির্ভর না করিয়া হেপার সলফার উচ্চক্রম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সময় মত ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে পূঁজ সঞ্চার বৃদ্ধি হয় না এবং প্রদাহও হ্রাস হইয়া যায় যেহেতু হেপারের উচ্চক্রমে ফোড়া বসিয়া যায় এবং নিম্নক্রমে পাকিয়া যায়। কিন্তু অধিক পূঁজ সঞ্চার হইয়াছে অর্থাৎ ফোড়া ভালরূপ পাকিয়া গিয়াছে জানিতে পারিলে হেপার সালফার প্রয়োগে সময় নষ্ট না করিয়া এইরূপ স্থলে মার্কিউরিয়াস সল নিম্নক্রম দেওয়াই কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারা ফোড়া ফাটাইয়া পূঁজ নিঃসরণ করাইয়া দেয় (Mercurius

is suited to more advanced state when pus has formed and you wish it to evacuate)। মার্কিউরিয়াসে পূঁজোৎপত্তি নিবারণ করে না বরং পূঁজোৎপত্তির সাহায্য করে (Mercuricus dces not prevent the formation of pus but rather favours it—Kent) আঙ্গুল হাড়ায় যদি নিম্নক্রম মার্কিউরিয়াস সল দেওয়া হয় তবে শীঘ্রই পূঁজোৎপাদন হয়। যদি প্রদাহের প্রারম্ভে মার্কিউরিয়াস সল নিম্নক্রম প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে ফোড়া বসাইবার চেষ্টা সমুদয়ই বৃথা হইয়া যায়। (If you give it too scon, you will spoil the case if given in low (weak) potencies hastens rather than abort suppuration—Kent) যাহাতে প্রথমে ফোড়া বসিয়া যায় তাহার চেষ্টা করাই উচিত, এই সম্বন্ধে মার্কিউরিয়াস ভাইভাস উচ্চক্রম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে ফোড়া বসিয়া না গিয়া যদি পাকিয়া যায় তাহা হইলে হেপার, সাইলিসিয়া ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবে। পূঁজোৎপাদন শীঘ্র না হইয়া ফোড়া শক্ত হইয়া গেলে ব্যারাইটা কার্ব্ব এবং কার্ব্ব এনামেলিস তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শেষোক্তটিকে অনেকে মহৌষধ বলিয়া থাকেন। মার্কিউরিয়াসেও নিম্নক্রমে পূঁজোৎপত্তি হয়, উচ্চক্রমে বসিয়া যায়। শীঘ্র শীঘ্র পূঁজোৎপত্তি করিতে হইলে এই ঔষধ সমূহের (হেপার, মার্কিউরিয়াস) নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হেপার সলফারের ফোড়ার এতদ বিষয়ে বিশেষত্ব—অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হস্ত দিতেই দেয় না। অনেক সময় আমরা দেখিয়াছি হেপার সালফারে শীঘ্র পূঁজোৎপত্তি না হইলে মার্কিউরিয়াস সলে বেশ ফল পাওয়া যায়। এই স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখি মার্কিউরিয়াস সলের ফোড়ায় গরম উত্তাপ দিলে অস্বস্থি বোধ হয় (হেপার সালফারে আরাম পায়) যখন পূঁজ অনবরতই স্রাব হইতে থাকে এবং ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় সাইলিসিয়াই উৎকৃষ্ঠ ঔষধ, আবার কখন কখন দেখা যায় সাইলিসিয়াতে কাজ হইলাও হইতেছে না উপকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে এইরূপ অবস্থায় ২।১ মাত্রা সালফার দিলেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

ল্যাকেসিস—পূজ দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হয় এবং তদ সহিত স্পর্শাধিক্য (Sensativeness to touch) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষুপ্রদাহ এবং চক্ষুরোগ—মার্কিউরিয়াস সচরাচর উপদংশ সংস্রবযুক্ত কিংবা স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহে (ophthalmia) অধিক প্রয়োগ হয়। রোগী অগ্নি অথবা সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। কাজে কাজেই আগুনের নিকট হইতে দূরে থাকে এবং উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিতে চাহে না, চক্ষুর প্রদাহ এবং লালবর্ণ বৃদ্ধি হয়, বালুকা কণা প্রবেশের ন্যায় অত্যন্ত কর কর যন্ত্রণা হয়। যাহারা আগুনের নিকট কার্য্য করে যেমন লৌহ ঢালাই কারিকরগণ (foundrymen) তাহাদিগের অক্ষিপুট প্রদাহের (Blepharitis) মার্কিউরিয়াস সল সময় সময় ব্যবহার হয়। মার্কিউরিয়াসে চক্ষুপ্রদাহ সচরাচর রাত্রিতেই অধিক বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর পাতার ধার ফুলিয়া পুরু হয় এবং চক্ষু হইতে তরল ক্ষয়কারক (acrid) পূঁজের ন্যায় স্রাব বহির্গত হইতে থাকে। রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যায় গণ্ডযুগলে স্রাবের স্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কোড়ি প্রকাশ পায় এবং কর্ণিয়াতেও (স্বচ্ছাবরকে) ক্ষত উৎপন্ন হয় কিন্তু এই প্রকার ক্ষত সাধারণতঃ গভীর হয় না বরং উপরে উপরেই থাকে (Superficial) এবং দেখিতে স্বচ্ছ মনে হয়, স্বচ্ছাবরকের পর্দ্দার নিম্নে যেন পূঁজ সঞ্চয় হইয়া রহিয়াছে। চক্ষু প্রদাহে অধিকাংশস্থলেই একমাত্র মার্কিউরিয়াস সলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, ইহাতে পূঁজ থাকা চাই।

মার্কিউরিয়াস সল, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম, বেলেডোনা এবং মার্কিউরিয়াস কর এই ঔষধ কয়েকটি চক্ষু প্রদাহের পক্ষে যথেষ্ট বরং চক্ষু প্রদাহে এতদ সমূহ ঔষধ ব্যতীত আর অধিক ঔষধের প্রায়ই প্রয়োজন হয় না। কর্ণিয়ায় ক্ষত হইলে আর্জেণ্টাম নাইটি কম, নাইট্রিক এসিড, মার্কিউরিয়াস কর ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে।

মার্কিউরিয়াস বিনআইওডাইড—ইহার লক্ষণসমূহ প্রায়ই মার্কিউরিয়াস ভাইভাসের ন্যায় কিন্তু ইহাতে গ্রন্থির স্ফীতি (glandular swelling) লক্ষণই প্রবল থাকে।

মার্কিউরিয়াস প্রটো আইওডাইড—চক্ষু রোগে বিনআইওডাইড অপেক্ষা ইহা অধিক ব্যবহার হয়। ইহার প্রয়োগ স্বচ্ছাবরকের ক্ষতে (corneal ulcer) অধিক দেখা যায় ক্ষত দেখিলে মনে হয়

যেন নখের আঁচর লাগিয়া কতক অংশ উড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে জিহ্বার মূলদেশ পীতবর্ণ পুরু লেপে আবৃত থাকে; অথচ সম্মুখ ভাগ পরিষ্কার এবং লালবর্ণ। এই ঔষধে জিহ্বার এইপ্রকার লক্ষণ একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

মার্কিউরিয়াস ডালসিস (ক্যালোমেল)—ইহার প্রয়োগ চক্ষু প্রদাহের লক্ষণের উপর অধিক নির্ভর করে না, বরং রোগীর সাধারণ লক্ষণ সমূহের উপরই ইহা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। স্ক্রুফিউলাস ধাতু বিশিষ্ট, ফ্যাকাসে বর্ণ, গ্রীবা প্রদেশস্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থি সমূহ স্ফীত যুক্ত শিশুদিগের চক্ষু রোগে ইহা উত্তম কার্য্য করে। চর্ম্ম থল থলে এবং রোগা, পরিপুষ্ট নহে।

মার্কিউরিয়াস কর সাইভাস (মার্কিউরিয়াস বাইক্লোরাইড)—সমুদয় মার্কিউরিয়াসের মধ্যে ইহার লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত ভীষণ—ইহা অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত লক্ষণে নির্ব্বাচিত হয়। জ্বালা যন্ত্রণা সহ অত্যন্ত অধিক আলোকাতঙ্ক (photo-phobia) থাকে। চক্ষু হইতে প্রচুর জল কাটে। ইহা এত অধিক ক্ষয়কারক (acrid) ইহার স্পর্শে গণ্ডযুগলের চর্ম্ম হাজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। চক্ষুর চারিপার্শ্বের অস্থিতে পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, চক্ষুর স্বচ্ছাবরকে ক্ষত হয় এবং ক্ষতে স্বচ্ছাবরক ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়। এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে রাত্রিতে রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে এবং নিদ্রা যাইতে পারে না। চক্ষু প্রদাহের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থায় ইহা প্রয়োগ হয়। উপদংশজনিত iritisএর ইহা অব্যর্থ ঔষধ। রাত্রিতে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষু পিঁচুটিতে জুড়িয়া যায়। স্বচ্ছাবরকের ক্ষতে মার্কিউরিয়াস কর এবং আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ বাহ্যিক প্রয়োগও হয়।

সিনাবারিস—চক্ষু প্রদাহে ইহার প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চক্ষুপ্রদাহে সচরাচর মার্কিউরিয়াস সল, মার্কিউরিয়াস কর, বেলেডোনা এবং আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকম্ ইত্যাদিই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

সিনাবারিসের চক্ষুর যন্ত্রণায় বিশেষত্বই হইতেছে, যন্ত্রণা চক্ষুর এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় (pain shoots across the eye from canthus to canthus)।

সর্দ্দি—তরল কাঁচা সর্দ্দির মার্কিউরিয়াস সল্ একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জলের ন্যায় সর্দ্দি এবং তদসহিত হাঁচি বর্ত্তমান শুনিলে মার্কিউরিয়াস সলের বিষয় স্মরণ করিবে। জলবৎ পাত্লা সর্দ্দির আর্সেনিক, সেপা, ইউফ্রেসিয়া এবং মার্কিউরিয়াস সল এই কয়েকটি হইতেছে মহৎ ঔষধ। মার্কিউরিয়াস সলের সর্দ্দি সামান্য ঠাণ্ডায় এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই প্রকাশ পায় এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়। সর্দ্দি হেতু নাসিকা চুলকায় ও জ্বালা করে, নাসারন্ধ্রে ঘা হয় এবং স্রাবে স্থান হাজিয়া যায়। অনেক সময় নাসিকার অস্থি ফুলিয়া উঠে, গলা এবং শরীরের সন্ধিস্থল সমূহে ব্যাথা হয়। এতদ্ব্যতীত সময় সময় সমুদয় শরীর গরম বোধ করে। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয় এবং ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় কিন্তু ঘর্ম্মে রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় না, ইহা মার্কিউরিয়াসের একটী বিশেষ লক্ষণ। সর্দ্দি পাকিয়া নাসিকার স্রাব ঈষৎ পীতাভ সবুজ এবং ঘন হইলেও মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ হইতে পারে; কিন্তু স্রাব অধিক পীতবর্ণ হইলে মার্কিউরিয়াসে আর নির্ভর করিবে না। এইরূপ অবস্থায় পালসেটিলা এবং কেলিসালফকে প্রাধান্য দিবে (পালসেটিলা দেখ)। সোরিক (Psoric) ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের যাহাদিগের প্রত্যেক শীতে পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি হয়, তাহাদিগকে ইহা বিশেষ ফল করে না। মার্কিউরিয়াস সলে সাময়িক উপকার হইতে পারে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে পারে না। এইরূপ স্থলে কেলিআইওডাইড্ প্রধান ঔষধ কিন্তু ইহার প্রয়োগ অধিক এবং পুনঃ পুনঃ হয় না, শীত ঋতুতে ২।১ বার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট।

সিনাবারিস—তরল সর্দ্দিতে যদিও ইহা সাধারণ ঔষধের ন্যায় সর্ব্বদা ব্যবহার হয় না কিন্তু ইহা উপদংশ এবং স্ক্রফিউলাস ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার সর্দ্দির সহিত নাসিকার ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ নাসিকার গোড়ালিতে ভার ভার বোধ যেন চশমা লাগান রহিয়াছে এইরূপ মনে হয় এবং এই লক্ষণটি এই ঔষধের একটি বিশেষ বিশেষত্ব। সঙ্গে সঙ্গে গলদেশ এবং তালুমূল স্ফীত ও রক্তাধিক্য হয়, ইহা ব্যতীত গলদেশে শুষ্কতা অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ থাকে, ইহাতে রোগী রাত্রিতে অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে এবং নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস—নাসিকাতে যেন শিরিশের আঠার ন্যায় পুরু শ্লেষ্মা সমাবেশ হইয়া থাকে। নাসিকার উপদংশ ক্ষতে

যখন নাসিকার ভেদক (Septum) আক্রান্ত হইয়া ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়, সেইরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী, এতদসহ জ্বলন এবং ক্ষয়কারক স্রাব (acrid discharge) বর্ত্তমান থাকে। (প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড দেখ)।

কাশি—শুষ্ক, যখন কাশে মনে হয় সমস্ত বুক যেন ফাঁপা, ঘং ঘং শব্দ হয়। রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে (warmth of the bed) এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়, রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না।

গলক্ষত (Sore throat)—মার্কিউরিয়াস সল গলার ব্যাথার এবং ক্ষতের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। গলার ঘায়ের সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেই মার্কিউরিয়াস সলকে উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত যদি গলার ব্যাথা সহ গ্রন্থির প্রদাহ থাকে, গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয় তাহা হইলে মার্কিউরিয়াস সলই তাহাতে আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

গলদেশ প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত লালবর্ণ হইলে বেলেডোনা অথবা একোনাইট দিলেই অঙ্কুরেই রোগ বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু যখন গলক্ষত সহ তালুমূল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একত্র হইবার সম্ভাবনা হয়, রোগী গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এমন কি শ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ হইবার আশঙ্কা হয় এইরূপ অবস্থায় এক গ্রেণ Grey powderএর তৃতীয়াংশ পরিমাণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রয়োগ করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশু উপকার পাওয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থায় ইহা একটী অতি সুন্দর ঔষধও বটে। এতদ্বিষয়ে ডাক্তার রিঙ্গার কি বলিতেছেন তাহাই নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

Dr. Ringer says—When in quinsy the tonsils are so enlarged as almost to meet together and when the difficulty and swallowing are nearly insuperable and it may be there is even danger of suffocation, if at such a time third of a grain of Grey powder be taken every hour in a few hours the swelling is much reduced and the danger, discomfort and distress much distharged. The effect of Mercury in such cases is often most signal.

গলদেশের উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত ডিপথিরিয়ার লক্ষণের প্রায়ই গোলযোগ হয় এবং ভ্রমবশতঃ অনেকেই মার্কিউরিয়াস সল প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু ডিপথিরিয়াতে মার্কিউরিয়াস সলে বিশেষ কোন কার্য্য হয় না বরং মার্কিউরিয়াস আইওডাইড এবং সায়েনেটাসের এই বিষয়ে যথেষ্ট কার্য্য আছে, তাহা পর পর লিখিব। ডিপথিরিয়াতে গলদেশে কোন প্রকার ক্ষত (গলিত কিম্বা শুষ্ক) থাকে না কেবল কৃত্রিম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পর্দ্দা পড়ে। মার্কিউরিয়াসে গলদেশে সামান্য গলক্ষত হইতে আরম্ভ করিয়া উপদংশ এবং গলিত ক্ষত (gangrene) ইত্যাদি সমস্ত প্রকার ক্ষতই উৎপন্ন হয় এবং তদ সহিত প্রায়ই গলদেশে গ্রন্থির (Glands) প্রদাহও বর্ত্তমান থাকে।

যকৃৎ—মার্কিউরিয়াস সল যকৃতের একটী মহৎ ঔষধ। যকৃতের রোগে ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে। জিহ্বা পিতাভ শ্বেত ক্লেদে আবৃত এবং জিহ্বা দন্তের ছাপযুক্ত (takes the imprint of teeth) মাড়ি ক্ষত এবং শিথিল। মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, গাত্রত্বক এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ অত্যন্ত পীত আভাযুক্ত। মস্তকে রক্তাধিক্যের সম্ভাবনা। যকৃত প্রদেশে স্পর্শাধিক্য এবং টাটানি বেদনাযুক্ত। নিম্নোদর ফাঁপা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে অক্ষম, যকৃত বৃহৎ (enlarged) এবং কঠিন। মল পিত্তশূন্য কর্দ্দম সদৃশ অথবা পীতাভ সবুজ শ্লেষ্মা এবং কুন্থনযুক্ত রাত্রিতে জ্বর জ্বর বোধ এবং মুখের বিস্বাদ হয়।

ন্যাবা (Jaundice)—ন্যাবা রোগের মার্কিউরিয়াসসল একটী অতি ফলপ্রদ ঔষধ। জ্বর সহ ন্যাবা রোগেই যে ইহা কেবল নির্ব্বাচিত হয় তাহা বলিতে পারিনা। জ্বর ব্যতীত ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু ইহা নিশ্চিত, পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় ইহা অধিক উপযুক্ত। শৈশব পাণ্ডু এবং সাধারণতঃ শিশুদিগের পাণ্ডু রোগে মার্ক সল প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। শিশুদিগের পাণ্ডু রোগের ক্যামোমিলাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। (It is not only appropriate in jaundice with fever but equally so in jaundice without. This however more particularly adapted to the former. In the icterus neonatorum and of children generally, it is particularly useful,—. Dr. Baebr.)

আমাশয় (Dysentery)—সাদা আমাশয়ের মার্কিউরিয়াস সল একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহার প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে কুন্থন। মলত্যাগ-কালীন রোগী বসিয়া বসিয়া কোঁথাইতে থাকে, অথচ মল বিশেষ কিছুই বহির্গত হয় না। ইংরাজিতে এইরূপ অবস্থাকে Never get done feeling বলা হয় অর্থাৎ রোগী কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া নিজেকে ক্লান্ত বোধ করে না। আর একটী বিশেষত্ব হইতেছে যে মার্কিউরিয়াস সলে মলত্যাগের পূর্ব্বে, মলত্যাগকালীন এবং মলত্যাগান্তেও পেটের যন্ত্রণা যায় না অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই যন্ত্রণার উপশম নাই, রসটক্স এবং নক্সভমিকায় মলত্যাগের পর কুন্থন এবং যন্ত্রণার উপশম হয় অর্থাৎ মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং রোগী তৎক্ষণাৎ চলিয়া আইসে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকে না, আর মার্কিউরিয়াস সলে রোগী বসিয়া কোঁথাইতেই থাকে। মার্কিউরিয়াস সলের এই কোঁথানি অত্যন্ত ভীষণ হয় এমন কি অনেক সময় বলি বহির্গত হইয়া পড়ে এবং কোঁথানি (tenesmus) মলত্যাগান্তে অধিক হয়।

মল—ঘোর, সবুজ, ফেনা ফেনা, পিত্ত মিশ্রিত অথবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, অথবা রক্ত মিশ্রিত এবং পুনঃ পুনঃ হয়।

আমাশয়ের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

একোনাইট—মল জলবৎ, সবুজ শাক ছেঁচানি সদৃশ অথবা রক্ত মাখা হড়হড়ে শ্লেষ্মাযুক্ত। পরিমাণে স্বল্প এবং পুনঃ পুনঃ হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে যন্ত্রণা, বমনেচ্ছা এবং ঘর্ম্ম হয়। মলত্যাগকালীন—অত্যন্ত কোঁথানি (tenesmus) হয়। মলত্যাগের পর—কোঁথানির উপশম হয়।

একোনাইট নির্ব্বাচনে অস্থিরতা, অত্যন্ত পিপাসা, এবং মৃত্যু ভয় এই তিনটী লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। প্রবল জ্বর সহ আমাশয়ের একোনাইটই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ। গাত্রত্বক অগ্নিবৎ উষ্ণ হয়,

ঘর্ম্মের লেশ মাত্র থাকে না, নাড়ী দ্রুত কঠিন এবং বেগবতী হয়। তরুণ আমাশয়ের একোনাইট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আর্জে´ণ্টাম নাইট্রিকম—মল সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত। ইহা তরুণ আমাশয়ে নির্ব্বাচিত হয় না। যখন রোগ কিছুতেই শীঘ্র আরোগ্য হয় না, পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয় এবং ক্ষত হয় তখন আর্জে´ণ্টাম নাইট্রিকমের বিষয় চিন্তা করিবে (in advanced cases of dysentery with ulceration)। আর্জে´ণ্টাম নির্ব্বাচন কালীন রোগীর চেহারা এবং উদরের বায়ুর সমাবেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এই ঔষধটীর এই লক্ষণ দুইটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

বেলেডোনা—মল পাতলা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা রক্ত মাখা শ্লেষ্মাযুক্ত, পরিমাণে স্বল্প পুনঃ পুনঃ অথবা অসাড়ে হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে সর্ব্বদা মলদ্বার এবং লিঙ্গপ্রদেশ হইতে নিম্নোদরের সমুদয় যন্ত্র যেন বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ লাগিয়া থাকে (constant pressing towards the anus and genitals as if everything would be pushed out—Bell) মলত্যাগকালীন কোঁথানি থাকে এবং মল ত্যাগান্তেও কোঁথানি থাকে।

বেলেডোনা সচরাচর শিশুদিগের আমাশার উপযুক্ত ঔষধ। বেলেডোনা নির্ব্বাচনে তন্দ্রাভাব এবং তদসহিত থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠা, শুষ্ক উত্তাপ এবং পুনঃ পুনঃ জলপান, মস্তক রক্তাধিক্য অথচ হস্ত পদ শীতল ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

ক্যান্থারিস—মল সাদা অথবা ফ্যাকাসে লাল শ্লেষ্মা যুক্ত অন্ত্রের চাচনি সদৃশ (scrapings of intestine) মলত্যাগকালীন এবং মলত্যাগের পর মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বলন হয় এবং কোঁথানি থাকে ও ভীষণ শীত শীত ভাব বোধ করে ক্যান্থারিস নির্ব্বাচন কালীন পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মূত্রত্যাগের চেষ্টা এবং অন্ত্রের চাচনি সদৃশ মল এই দুইটী লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

কলচিকম—মল সাদা জেলিবৎ শ্লেষ্মা এবং রক্তের রেখা যুক্ত অথবা রক্তমাখা অন্ত্রের চাচনি যুক্ত। মলত্যাগের পূর্ব্বে শূল যন্ত্রনা হয় এবং রোগী উপুড় হইয়া পড়ে। মলত্যাগ কালীন ভীষণ কোঁথানি হয় এবং সময় সময়

বলি নির্গত হইয়া আইসে। মলত্যাগান্তে কোঁথানি থাকে কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হয় অথচ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। কোঁথানির অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু মলত্যাগের স্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কলচিকম নির্ব্বাচন কালীন রন্ধন দ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্রেক, উদরে বায়ুর সমাবেশ এবং অন্ত্রের চাচনি সদৃশ (skiny stools) মল এই লক্ষণ ত্রয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

কলসিন্থ—মল প্রথম জেলিবৎ শ্লেষ্মাযুক্ত, তৎপর পৈত্তিক অবশেষে রক্তযুক্ত হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ভীষণ যন্ত্রনা হয়, অত্যন্ত কোঁথানি থাকে। মলত্যাগকালীন ভীষণ যন্ত্রণা হয় রোগী পেটে হস্তের চাপ দিয়া উপুড় হইয়া পড়ে। মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার ঈষৎ উপশম হয়। কলোসিন্থ নির্ব্বাচন কালীন ইহার যন্ত্রনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে—যন্ত্রণা ভীষণ হয় অথচ জোরে চাপ দিলে উপশম বোধ করে।

ইপিকাক—মল ঘাসের ন্যায় সবুজ অথবা রক্ত মাখা অথবা কেবল লাল উজ্জ্বল রক্ত অথবা কৃষ্ণ বর্ণ ফেনা ফেনা চিটে গুড়ের ন্যায় (dark almost black looking like frothy molasses)। মলত্যাগের পূর্ব্বে, মলত্যাগ কালীন এবং মলত্যাগান্তে অর্থাৎ সর্ব্বদাই এবং সকল অবস্থাতেই বমনেচ্ছা থাকে এবং নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা হয়। ইপিকাক নির্ব্বাচন কালীন বমনেচ্ছার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এই ঔষধের বমনেচ্ছাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এবং ইহার জিহ্বা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে।

রাসটক্স—মল পাতলা লাল অথবা পাতলা পীতাভ শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা রক্ত মাখা জলবৎ অথবা মাংস ধোওয়া লাল জলবৎ (bloody water like washing of beef)। মলত্যাগের পূর্ব্বে যন্ত্রনা হয়। মলত্যাগকালীন কোঁথানি এবং উরুদেশে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় (tearing pains down the thighs)। মলত্যাগান্তে যন্ত্রণা এবং কোঁথানি সমুদায় উপশম হয়। রসটক্স নির্ব্বাচন কালীন অস্থিরতা, মলত্যাগকালীন উরুদেশে ছিন্নবৎ যন্ত্রণা, মাংস ধোয়া জলবৎ তরল মল এবং মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

আমাশয়ের অন্যান্য ঔষধ—নক্সভমিকা, মার্ক সল, মার্ক কর, ম্যাগনেসিয়া ফস, এলোজ, ১৯৮ পৃষ্ঠা (প্রথম খণ্ড) দেখ।

উপদংশ—উপদংশের মধ্যে মার্কিউরিয়াস সলকে একটী অদ্বিতীয় ঔষধ বলা যাইতে পারে। যে কোন চিকিৎসকই হউন উপদংশ চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাকে পারদ কিংবা পারদ ঘটিত ঔষধের সাহায্য লইতেই হইবে। ইহা ব্যতীত উপদংশের চিকিৎসা নাই বলিলেই হয়—পারদকে উপদংশ ক্ষতের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়। পারদে উপকার না হইলে তৎপর অন্য ঔষধের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক উভয় চিকিৎসকগণই পারদ প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেবল পার্থক্য হইতেছে পরিমাণ এবং মাত্রা সম্বন্ধে। এই পরিমাণ এবং মাত্রাই হইতেছে ভীষণ পার্থক্য। পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় মুখ আনান (Salivation) প্রথা ছিল, এখনও ছোট লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার প্রথা অনেকটা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সভ্যতার এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ইহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় Salversionএর খুব আদর হইয়াছে এবং সুনামও অর্জ্জন করিয়াছে, ইহাতেও দেখিয়াছি অধিক মাত্রায় ব্যবহার হইলে মুখে এবং মাড়িতে ক্ষত ও লালাস্রাব হয় কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় উক্ত প্রকার কোন দোষ প্রকাশ পায় না। আমরাও পারদই ব্যবহার করিয়া থাকি পারদের মধ্যে Black oxide of Hahnemann অর্থাৎ মার্ক সলই অতি উৎকৃষ্ট। উপদংশের প্রথম অবস্থায় (Primary stage) মার্কসলকেই উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, ডাঃ জেলডাম বলেন—(In the primary chancre I seldom employ any other preparations than Merc Sol and it rarely fails) উপদংশের প্রথমাবস্থায় মার্ক সল ব্যতীত আমি আর কোন ঔষধ ব্যবহার করি নাই। জেলডাম সূক্ষ্ম মাত্রার প্রয়োগ অধিক সমর্থন করেন না এবং তিনি অনেকটা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ন্যায় কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন এবং তাহা দ্বারা সময় সময় যে মুখ আসে না অর্থাৎ লালাস্রাব হয় না (Salivation) তাহাও বলা যায় না, তিনি বলেন "উপদংশ বিষকে neutralize অর্থাৎ নষ্ট করিতে হইলে পরিমাণেরও কিঞ্চিত বৃদ্ধি হওয়া উচিত, এইরূপ প্রয়োজনীয়তা আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি। (A poison has to be neutralised and to effect this, the remedy requires

to be administered in quantities, which though still very small, are compartively large. Careful observation has convinced me of this necessity)" ঔষধের পরিমাণ এবং ডাইলিউসন সম্বন্ধে তিনি একস্থানে বলিতেছেন, আমি সচরাচর ১xএর ২ গ্রেণ অথবা ২xএর ৫ হইতে ১০ গ্রেণ দিনে তিন বার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি এবং সাধারণতঃ ১xক্রম আরম্ভ করিয়া প্রায় ১ সপ্তাহ অথবা উপকার না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকারে সেবন করাইয়া ২xএর ব্যবস্থা দেই কিন্তু অধিকাংশস্থলে শেষোক্ত ব্যবস্থাই দিয়া থাকি, কঠিন এবং খুব শক্ত রকমের ক্ষত হইলে ১x প্রয়োগ করি। (The dose which I commonly employ and which I fcund very effectual is one or two grains of the first or from five to ten grains of the second decimal dilution, repeated three times a day. I sometimes commence with the former and continue it for a week, or until amendment sets in and then replace it by the second dilutions. More commonly, I give the latter only, and resort to the first dilution chiefly in cases of obstinate indurated chancre) তিনি তাঁহার গ্রন্থের (Homoeopathy in venereal diseases) আর এক স্থানে লিখিতেছেন উপদংশ রোগে, আমার অভিজ্ঞতায় যতদূর দেখিয়াছি, অধিক মাত্রায় সেবন না করাইলে, এমন কি দিনে ১০ গ্রেণ করিয়া ৩ বার না দিলে শীঘ্র উপকার প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রথমতঃ ৩ কিংবা ৫ গ্রেণ অর্থাৎ কম মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। (In syphilis, its beneficial action is often manifested only when a decidedly bulky dose as much as ten grains three times a day—has been attained. It is always well to commence the treatment with smaller doses—say from three to five grains and gradually to increase the quantity if necessary, until the curative dose is reached). তিনি আরো বলিতেছেন, চিকিৎসকগণ যেন, কয়েক মাত্রা প্রয়োগের পর সর্দ্দির লক্ষণ দেখিয়া ভীত না হন এবং ঔষধ প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ না করেন। ইহা ২,৪ দিনের মধ্যে আপনা হইতেই স্থগিত হইয়া যায় এবং তজ্জন্য বিশেষ কোন অসুবিধাও হয় না। (The practitioner should not be deterred

from preserving in this course, by the symptoms of catarrh which sometimes attend upon the first few doses. At the most, they amount to no more than a slight annoyance, they are perfectly harmless and subside altogether after two or three days, without discontinuance of the medicines or diminuation of the quantity) ডাক্তার জেলডাম মার্কিউরিয়াস সল এই প্রকার মাত্রা এবং পরিমাণ দিয়া উপদংশ চিকিৎসায় কি প্রকার ফল পাইতেন তদ্বিষয়ে কি বলিতেছেন শুনুন—"আমি ২০ বৎসর কাল এই প্রকারে সকল প্রকার উপদংশ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া আমার পূর্ব্বের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়াছি। (I myself, during the last twenty years, have treated syphilis, in all its forms, homoepathically and have made infinitely better cures than I did during my previous Allopathic practice) ইহার উপর আমাদের অধিক আর কি বলিবার আছে। সকল গ্রন্থকার এবং চিকিৎসকগণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি মার্কিউরিয়াস সলকেই উপদংশের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়াছেন কিন্তু ক্রম সম্বন্ধে ডাক্তার হিউজ, জার, হার্টমেন, বেয়ার সকলেই নিম্নক্রম ৩× চূর্ণ (trituration) প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, ডাক্তার জেলডামের মত তাঁহারা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই, বরং তাঁহারা বলেন যাহাতে মুখের কিংবা দন্তের মাড়িতে ক্ষত প্রকাশ পায় (none however going as far as even to touch the gums) এবম্প্রকার মাত্রা এবং ক্রম প্রয়োগ হওয়া উচিত নয়।

এই স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখি, যাহা সচরাচর নব্য চিকিৎসকগণের ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইতেছে—পুনঃ পুনঃ ঔষধের পরিবর্ত্তণ। উপদংশ চিকিৎসায় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তণ করিলে রোগ আরোগ্য করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। লক্ষণানুসারে ঔষধ সঠিক নির্ব্বাচন করিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে এবং যথেষ্ট সময় দিয়া তৎপর অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রথম কয়েক দিন হয়ত কোন প্রকার উপকার দেখা যাইবে না। আর একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে ঔষধের কার্য্য আরম্ভ হইলেই প্রথমে উপদংশ ক্ষত কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং এতদসহ নূতন নূতন আরো ক্ষত প্রকাশ হইতে পারে, ইহা দেখিয়া

রোগী এবং চিকিৎসক কেহই যেন ভীত না হন ইহা আরোগ্যের মূলক্ষণ জানিতে হইবে।

উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থাতেও মার্ক সল প্রয়োগ হইতে পারে, যদ্যপি ইহার অপব্যবহার না হইয়া থাকে কিন্তু এই অবস্থায় নাইট্রিক এসিড, কেলি আইওডাইড, এবং মার্ক আইওড ইত্যাদিই হইতেছে অধিক উপযুক্ত ঔষধ। (নাইট্রিক এসিড দেখ)।

মার্কিউরিয়াস সলে উপদংশের ক্ষত গভীর হয় না বরং উপরে উপরে বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্ষত অপরিষ্কার যেন সাদা চর্ব্বি দ্বারা আবৃত এবং গোলাকার আকৃতি, কদাচিৎ ডিম্বাকার অথবা অন্য আকৃতির হয়। (The ulcer is generally round, less frequently oval, sharply angular of the size of a pea, it has sharp, shaggy, not prominent borders, lardaceous base, inclined to spread, not deep but grows larger, not much irritability, they are even numb and if pus is discharged it is greenish yellow,) ক্ষতে অধিক জ্বালা যন্ত্রণাও থাকে না বরং অসার বলিয়া বোধ হয় এবং যদি পূঁজ স্রাব হয় তাহা দেখিতে সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ (greenish yellow) হয়। ক্ষত Phagedenic অর্থাৎ গলিত ক্ষতে (gangrenous) হইলে মার্কিউরিয়াস করই তাহার প্রকৃত ঔষধ (Mer cor. is a greater remedy for the superficial, eating phagedenic ulcer) ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক থাকে এবং ঘায়ের ধারগুলি খাইয়া যায়। ক্ষতস্থান হইতে মাংস খসিয়া পড়ে এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। কিন্তু পচন অবস্থাপ্রাপ্ত ক্ষত সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার সাহেব একস্থানে যাহা বলিতেছেন তাহা সকলেরই অত্যন্ত প্রনিধান যোগ্য—তিনি "বলিতেছেন—পচন অবস্থাযুক্ত উপদংশ ক্ষতে কখনই যেন মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ না করা হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গলিত অংশ সমূহ খসিয়া পড়িয়া না গিয়াছে। এবং খসিয়া পড়িয়াও যদ্যপি ক্ষতে উপদংশ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে তথাপিও মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ হয় না। এবম্প্রকার ক্ষত নিবারণের আর্সেনিকই হইতেছে অত্যন্ত উপযুক্ত ঔষধ এবং এবম্প্রকার ক্ষত কদাচিত কঠিন উপদংশ ক্ষতে (Hard chancre) পরিণত হয়। (A gangrenous chancre should never be treated with Mercury until gangrened parts have sloughed off and provided the remaining ulcer

still shows the characteristic properties of chancre, which is not usually the case. Arsenicum is the only remedy capable of arresting the gangrenous destruction. It is a wellknown fact that this form of chancre is scarcely ever followed by secondary syphilis, hence, the apprehension of secondary symptoms need never suggest to resort to mercury—Bahaer) বেয়ার সাহেব আর্সেনিককে প্রাধান্য দিলেও কিন্তু যে স্থানে ক্ষতে পচন (gangrenous) আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ স্থলেই আর্সেনিককে অধিক উচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে নতুবা গলিত ক্ষতে (phagedenic) মার্কিউরিয়াস কর ব্যবহারেই উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। সকল সময় স্মরণ রাখিবে প্রকৃত মার্কিউরিয়াস রোগী হইলে সে কখনই ক্ষত অথবা ফোড়াতে গরম পুলটিস্ অথবা প্রলেপ সহ্য করিতে পারিবে না। ইহাতে তাহার কষ্ট ও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ ফোড়াতে গরম পুলটিস্ কিম্বা উত্তাপ (fomentation) দিলে যদি যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে মার্কিউরিয়াস সল তাহার উপযুক্ত ঔষধ।

আমি উপদংশ ক্ষতে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার কালীন ক্ষত অনুযায়ী বাহ্যিক ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট (এক ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা সাক্কাস এবং এক আউন্স অলিভ ওয়েল) ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাইয়া থাকি। অনেককে দেখিয়াছি উপদংশ ক্ষতের উপর ২x চূর্ণ মার্কিউরিয়াস সল ছড়াইয়া দেয়, তাহাতে তাহারা বলেন ক্ষত ইহাতে শীঘ্র আরোগ্য হয়। (For the last three years we have likewise applied the second trituration of mercurius solubilis externally, dusting the ulcer with it every day, this proceedings seems to hasten the cure—Bahaer) উপদংশ ক্ষত শক্ত হইয়া গেলে অর্থাৎ hard chancre হইলে তাহাতে মার্ক কর, প্রটো আইওড্ এবং বিন আইওড্ ব্যবহারে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায়। অনেককে দেখিয়াছি নাইট্রিক এসিড কিংবা কষ্টিক দ্বারা ক্ষত স্পর্শ করিয়া লাল করিয়া লইয়া তৎপর চিকিৎসা আরম্ভ করে, আমিও অনেক সময় এই প্রকার প্রথা অবলম্বন করি, নতুবা রোগ আরোগ্য করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। এইরূপ অবস্থায় উক্ত ঔষধ সমূহ লক্ষণানুসারে সেবন করাইলে রোগ আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে না এবং শীঘ্র আরোগ্য হইয়া আইসে।

কঠিন উপদংশ ক্ষতে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহ তে তরুণ উপদংশ ক্ষতের ন্যায় ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে না, অন্ততঃ পক্ষে একদিন 'পর একদিন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মার্কিউরিয়াস সল কঠিন উপদংশ ক্ষতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় না, ইহার প্রকৃত ঔষধই হইতেছে আইওডাইড অফ মার্কারি এবং সিনাবারিস। কঠিন উপদংশ ক্ষত চিকিৎসায় যত্তপি অত্যধিক পারা (Mercury) ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে নাইট্রিক এসিডকেই প্রাধান্য দিবে।

কোমল এবং কঠিন উপদংশ ক্ষতের পার্থক্য নিরূপণ।

(Differentiation between soft and hard chancre.)

কোমল উপদংশ ক্ষত (Soft Chancre)	কঠিন উপদংশ ক্ষত (Hard Chancre)
১। রোগ সংক্রমণের পরমূহূর্ত্তেই প্রকাশ পায়। (appears immediately after infection).	১। রোগ সংক্রমণ হওয়া সত্বেও বহু সপ্তাহ যাবৎ প্রকাশ পায় না। (does not appear for several weeks after infection).
২। প্রাথমিক ক্ষত কোমল, কোন প্রকার শক্ত ভাব থাকে না। (Primary lesions soft and devoid of induration.)	২। প্রাথমিক ক্ষতই শক্ত এবং কঠিন (Primary lesions hard and indurated).
৩। পুঁজোৎপাদন হয় (suppurates).	৩। পুঁজোৎপাদন কদাচিৎ হয় (seldom suppurate).
৪। ক্ষত সাধারণতঃ একটি হইতে অনেকগুলি হয় (sores generally multiple),	৪। ক্ষত সাধারণতঃ একটি হয় (sore generally single),

৫। সংক্রামক বিষ আপনা হইতেই ভিতরে প্রবেশ করে (Is auto-inoculable).	৫। আপনা হইতেই ভিতরে প্রবেশ করে না (not inoculable on the same).
৬। প্রায়ই বাগী প্রকাশ পায় এবং বাগী পাকিয়া উঠে (followed by suppurating bubo).	৬। শক্ত বাগী প্রকাশ পায় এবং পাকে না (followed by indurated bubo).
৭। একটী বাগী হয় (Buboes single).	৭। একাধিক বাগী হয় (Buboes multiple.)
৮। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায় না (not followed by secondary or tertiary manifestation.)	৮। সাধারণতঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায় (generally succeeded by secondary and tertiary manifestation.)
৯। শারীরিক বিকৃতি অর্থাৎ ধাতু দোষযুক্ত হয় না, ইহা স্থানীয় রোগ (constitution not contaminated, a local disease)	৯। শারীরিক বিকৃতি অর্থাৎ ধাতুগত রোগ (A constitutional disease)
১০। কৌলিক দোষগত হয় না (not capable of hereditary transmission)	১০। কৌলিক দোষগত হয় (capable of hereditary transmission)
১১। আরোগ্যের জন্য সকল সময় পারা দরকার হয় না (does not require mercury for cure)	১১। পারা দরকার হয় (requires mercury for cure)
১২। কষ্টিক দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলা যাইতে পারে (capable of being destroyed by caustics)	১২। কষ্টিক দ্বারা নষ্ট করা যাইতে পারে না (not capable of being destroyed by caustics)
১৩। ভবিষ্যতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে না (does not protect from further attacks)	১৩। ভবিষ্যতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে (protects from further attacks)

Dr. Franklin.

উপদংশের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

অরম মেটালিকম—অধিক পারদ সেবনের পর এবং উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে রোগীর মানসিক অবস্থার অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটে—মন নিরাশ, উদাসীন, স্ফূর্ত্তীহীন হয় এবং সকল সময় আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা ইহাতে অত্যন্ত প্রবল হয় এই ঔষধের এই লক্ষণটী অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক। রোগে নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি স্থানের অস্থি এবং উপরস্থি ক্ষত হইয়া ধ্বংস পাইবার উপক্রম হয়, দুর্গন্ধ পূঁজ স্রাব হয়, তালুর অস্থি ক্ষয় হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়।

হেপার সালফার—অতিরিক্ত পারদ ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি হইলে কিংবা যে স্থলে অধিক পারদ সেবন করান হইয়াছে সেইরূপ স্থলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। লিঙ্গের রোগ কিম্বা সামান্য ক্ষত থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ হয়, মধ্যে মধ্যে আপনা হইতেই শুষ্ক হইয়া যায়। লিঙ্গ ত্বকে, শরীরের চর্ম্মে ইত্যাদি স্থানে পূঁজ যুক্ত ফুস্কুড়ি মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়।

নাইট্রিক এসিড—ইহা উপদংশের প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার ক্ষত গভীর হয় এবং ধার সমূহ অসমান ছিন্নযুক্ত যেন খাইয়া যাইতেছে ও রক্তস্রাবী। দ্বিতীয় অবস্থায় শরীরে তাম্রবর্ণ দাগ প্রকাশ পায়, সহজেই সর্দ্দি হয়, পারদ ব্যবহার জনিত ক্ষত এবং চুলকানি, লিঙ্গে আঁচিল, বৈকালে এবং রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি। মার্কিউরিয়াস সল সেবন করিতে করিতে যদি ক্ষত গলিত অবস্থায় (Phagedaenic) পরিণত হয়, তাহা হইলে তথায় নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা বিধেয় আর যদি মার্কিউরিয়াস সল ব্যবহার না হইয়া থাকে সেই স্থলে মার্কিউরিয়াস কর প্রয়োগ করিবে।

কেলি বাইক্রমিকম—পারদ অথবা উপদংশ জনিত নাসিকার অস্থিতে ক্ষত হইলে, অথবা নাসিকার অস্থি পচন আরম্ভ হইলে, ইহাকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়। নাসিকা হইতে প্রায় পূঁজ পড়ে, তালুতে টনসিলে ক্ষত হয়, গোলাকার ধারগুলি পরিষ্কার (as if punched out) মনে হয়

কোন যন্ত্রের দ্বারা যেন কাটা হইয়াছে। কেলিবাইক্রমিকামের এই প্রকার ক্ষত এবং লম্বা রজ্জুবৎ (stringy) স্রাব বিশেষ বিশেষত্ব জানিবে।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগেরও মার্কিউরিয়াস সল একটী উত্তম ঔষধ। পূঁজ ঘন এবং পীতাভ সবুজ (thick, yellowish green) এবং রাত্রিতেই কষ্ট যন্ত্রণা অধিক হয়। লিঙ্গত্বক (prepuce) ফুলিয়া উঠে এবং অভ্যন্তর প্রদেশ প্রদাহ হইয়া লালবর্ণ হয়। প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের বেগ হয় এবং প্রস্রাব ত্যাগান্তে মনে হয় কিছু প্রস্রাব যেন রহিয়া গেল। অনেক সময় এতদসহ উপদংশ ক্ষত লিঙ্গ মুণ্ডে কিংবা মূত্র পথে বর্ত্তমান থাকে। প্রমেহের প্রথম অবস্থায় কোন প্রকার অধিক উপসর্গ (Complication) না থাকিলে ডাক্তার বেয়ার মার্কসলকেই উচ্চ স্থান দেন। স্বর্গীয় ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সর্ব্ব প্রথম প্রদাহযুক্ত অবস্থায় একোনাইট, জেলসিমিয়াম, সিপিয়া ইত্যাদিকেই প্রধান ঔষধ বলেন। পীতাভ সবুজ পূঁজ সাদা হইয়া আসিলে এবং যন্ত্রণা হ্রাস হইতে থাকিলে হেপার সালফার তাহার উপযুক্ত ঔষধ এবং মার্কসলের পর অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

নাইট্রিক এসিড—প্রমেহের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে বিশেষতঃ যে স্থলে থুজা নির্ব্বাচিত হইয়াও উপকার হয় নাই সেইরূপ স্থলেই ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে। (As a rule it seems to act best in cases where Thuja had proved useless)

ম্যাটীকো—যে স্থলে প্রমেহ কোন প্রকারেই আরোগ্য হয় না, বহুদিন ধরিয়া পিচকারী দেওয়া সত্ত্বেও কিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় না সেইরূপ স্থলে ম্যাটীকো ২x প্রয়োগে উত্তম পাওয়া যায় (In several inveterate cases of gonorrhoea, where injections had been used for several months without the least benefit, a cure was effected by Kafka by means of the internal use of Matico)।

হেপার সালফার—মার্কিউরিয়াসের পর হেপার সালফার উত্তম কার্য্য করে। পূঁজের রং সাদা হইয়া আসিলে হেপারকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার বেয়ার বলেন প্রমেহের তরুণ অবস্থা হ্রাস হওয়ার প্রায় ৯।১০ দিন পর হেপার প্রয়োগের সময় আসিয়া থাকে (Mercurius and Heper

are tolerably sure remedies for an uncomplicated gonorrhoea of moderate intensity—Dr. Bahar.) যখন পূঁজ এক প্রকার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া আইসে, সময় সময় অল্প অল্প আসিতে থাকে, জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না—সেইরূপ স্থলে আমি হেপার ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি এবং উত্তম ফল পাই।

বাগী (Bubo)—প্রমেহ জনিত কুঁচকি প্রদাহেও মার্কিউরিয়াস সলই অধিক প্রয়োগ হয়। মাত্রা সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার বলেন—উচ্চক্রম অপেক্ষা ২× চূর্ণতেই অধিক ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রাতঃকালে অথবা একদিন পর একদিন প্রাতঃকালে ১ গ্রেণ কিম্বা ২ গ্রেণ পরিমাণই যথেষ্ট এবং ইহা ১০।১৫ দিনের অধিক প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য নয়। বাগী অত্যন্ত শক্ত হইলে বাডিয়াগা. কার্ব্ব এনামেলিস, মার্ক আইওড ইত্যাদির বিষয় স্মরণ করিবে।

ডাক্তার বেয়র বলেন, প্রমেহ রোগের প্রথমাবস্থায় অধিক উপসর্গ না থাকিলে মার্কিউরিয়াস সলই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি সচরাচর প্রমেহজনিত বাগীতে মার্কিউরিয়াস সল ৬× ব্যবহারে অধিক ফল পাই। উপদংশ জনিত হইলে ৩× ব্যবহার করি।

(For the first stage of an uncomplicated Gonorrhoea there is no simile and nomore efficient remedy than Mercurius Sol—Bahaer.)

Gonorrhoeal Buboes likewise require Mercurius. The doses should not be too small, we have always had more success with the second trituration than with the higher attenuations, one or two grains every morning or even every other morning are quite sufficient, it may not be adviseable to continue the use of this drug longer than ten days or at least fortnight"—Dr. Bahaer.

মস্তোম্ব (Balanitis)—মস্তৌষ (ইহা লিঙ্গাগ্রের চর্ম্মের আভ্যন্তরিক প্রদেশের এবং লিঙ্গ মুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ Inflammation of the mucous membrane of the glands penis and inner layer of

the prepuce.) রোগে যখন পূঁজ ক্রমাগত লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে এবং লিঙ্গ মুণ্ডের চর্ম্মের নিম্নে সমাবেশ হইতে থাকে, প্রমেহ কিংবা চর্ম্ম-রোগ যে কারণেই হউক মার্কিউরিয়াস সলই তাহাতে প্রয়োগ হয়। যদি ইহাতে সুবিধা না হয় তাহা হইলে জ্যাকারাণ্ডা কোরাবার (Jacaranda caroba) বিষয় চিন্তা করিবে।

মনৌষ রোগে ইহা জানিবে লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহবশতঃ লিঙ্গাগ্রের চর্ম্ম খুলে না এবং ভিতর হইতে ক্রমাগত পূঁজ আসিতে থাকে। ইহা অপরিচ্ছন্নতা, শারীরিক উষ্ণতা, সঙ্গমকালীন কোন প্রকারে চর্ম্মের ছাল উঠিয়া গিয়া অথবা ক্ষয়কারক স্রাব বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুদা রোগের সহিত উপরোক্ত অবস্থাকে মিশাইয়া ফেলিবে না।

মুদা (Phimosis)—মুদা রোগের মার্কিউরিয়াস সল একটী উত্তম ঔষধ। মুদা রোগ অধিকাংশ স্থলেই উপদংশ ক্ষতের দরুণই উৎপন্ন হয়, ইহাতে অত্যন্ত অধিক প্রদাহ হয় এবং সমুদয় লিঙ্গ ভীষণ ফুলিয়া উঠে, লিঙ্গাবরক ত্বক কিছুতেই খুলে না। কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ জ্বালা ইত্যাদি নানান রকম যন্ত্রণা হয়। প্রত্যহ ক্যালেণ্ডুলা লোসনে (ক্যালেণ্ডুলা এক ড্রাম এবং ৪ আউন্স জল) পিচকারীর দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লিঙ্গ ত্বক পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিবে এবং তদসহ আভ্যন্তরিক নিম্নক্রম মার্কিউরিয়াস সল সেবন করিতে দিবে। জন্মগত মুদা হইলে (Congenital) তাহা অস্ত্র করাই কর্ত্তব্য।

উল্টামুদা (Paraphimosis)—ইহা ঠিক উপরোক্ত অবস্থার বিপরীত ভাব, ইহাও উপদংশ জনিতই হয়, ইহাতে লিঙ্গত্বক সম্মুখে আইসে না। ইহাতেও মার্কিউরিয়াস সলই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কর্ণমূল (Mumps)—মার্কিউরিয়াস সলকে ডাক্তার কেণ্ট এই বিষয়ের একটী অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলেন—

It is a great medicine for mumps, it is a routine remedy of this condition, রাসটক্সও ইহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেককে দেখিয়াছি প্রথমতঃ রাসটক্সে উপকার না হইলে তৎপর মার্কিউরিয়াস সল ব্যবস্থা দেন কিম্বা মার্কিউরিয়াস সলে উপকার না হইলে রাসটক্স ব্যবহার করেন। তবে এই দুইটীই যে কর্ণমূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ স্থলে আমরা এই দুইটী ঔষধ দ্বারাই কর্ণমূল প্রদাহ আরোগ্য করিয়া থাকি।

দন্তশূল (Tooth ache)—দন্তশূলে মার্কিউরিয়াস সলের ন্যায় দ্বিতীয় কোন ঔষধ এত অধিক ব্যবহার হয় না। এক কথায় দন্তশূলের ইহাকে প্রথম ঔষধ বলিলেই হয় যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং যন্ত্রণায় কর্ণ, মস্তক ইত্যাদি সমুদয় স্থান অত্যন্ত টাটাইতে থাকে। শয্যার উত্তাপে এবং সন্ধ্যায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, রোগী সমস্ত রাত্রি কষ্ট পায় এবং আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। ক্ষণেক মুহূর্ত্তের জন্য যন্ত্রণা শীতল জলে উপশম হয় বটে কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মুখ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, গলদেশের গ্রন্থি সমূহ প্রদাহ হয়। দাঁতের মাড়ী হইতে রক্ত পূঁজ বহির্গত হয় এবং মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দাঁতের মাড়ীর প্রদাহযুক্ত দন্তশূলে ইহাকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। দন্তশূলের সহিত মুখে লালাস্রাব প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

মস্তক শোথ—হাম, স্কার্লেটিনার পর প্রদাহযুক্ত তরুণ মস্তক শোথের (inflammatory type, acute Hydrocephalus) মার্কিউরিয়াস সল, এপিসের একটী সমকক্ষ ঔষধ। শিশু মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে এবং গোঁ গোঁ শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় কিন্তু মস্তকের ঘর্ম্ম তৈলাক্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত।

বাত—মার্কিউরিয়াস সলের বাতে সন্ধি স্থলই অধিক আক্রান্ত হয়, ফোলে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয়। শয্যার উত্তাপে (heat of the bed) এবং অনাচ্ছাদিত অবস্থায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। রোগী নিজেই স্থির করিতে পারে না কি পরিমাণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে আরাম পাইবে। নিম্ন অপেক্ষা শরীরের উর্দ্ধ ভাগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায়ই অধিক আক্রান্ত হয়। বাতের সহিত প্রায়ই ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ঘর্ম্মে যন্ত্রণার উপশম হয় না এবং রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (Rheumatic affection with sweat, aggravation at night, from the warmth of the bed and while sweating with sickly countenance—Dr. Kent).

কাণপাকা (Otorrohoea)—কর্ণপ্রদাহের মার্কিউরিয়াস সল একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূঁজ না থাকিলেও ইহা প্রয়োগ হইতে পারে। যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এব যন্ত্রণা এপিসের ন্যায় হুল বিদ্ধবৎ। কর্ণ প্রদাহের সঙ্গে প্রায়ই গ্রীবাদেশের (cervical and parotid) গ্রন্থি সমূহের প্রদাহ হয়। পূঁজযুক্ত

কর্ণ প্রদাহে মার্কিউরিয়াস সল অধিক প্রয়োগ হয় বটে কিন্তু পূঁজ শূন্য প্রদাহেও আমরা বেশ ফল পাই। কাণ পাকাতে সচরাচর পালসেটিলা, মার্ক সল, হেপার সালফার, সাইলিসিয়া এই কয়েকটী ঔষধ অধিক ব্যবহার হয়। মার্ক সলের পূঁজ সবুজ আভাযুক্ত, ঈষৎ ঘন এবং দুর্গন্ধযুক্ত। পালসেটিলায় পূঁজ হলদে ঘন, দুর্গন্ধ শূন্য। হেপার সালফারের পূঁজ ঈষৎ ঘন, সাদা এবং সাইলিসিয়ার পূঁজ সাদা তরল জলের ন্যায়। সাইলিসিয়া সাধারণতঃ পুরাতন অবস্থায় অধিক ব্যবহার হয়।

কৌষিক ঝিল্লির প্রদাহ (Cellulitis)—গর্ভ সঞ্চারের প্রারম্ভে বস্তিকোটর (Pelvic) প্রদেশে সেলিউলাইটিস (cellulitis) হইলে মার্কিউরিয়াস সল তাহাতে উত্তম কার্য্য করে এবং এতদ অবস্থার ইহা একটী অতি মহৎ ঔষধ।

পরিপাক ক্রিয়া—মদ, মাংস, ব্রাণ্ডি, কফি, মাখন এবং চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য দ্রব্যে অত্যন্ত অরুচি হয়। দুগ্ধ সহ্য হয় না, অম্ল হইয়া উঠিয়া যায়। মিষ্টিও খাইতে ইচ্ছা করে না। পাকস্থলী ভার হইয়া থাকে, মুখের এবং জিহ্বার স্বাদ তিক্ত এবং খারাপ হইয়া থাকে। মুখ হইতে সকল সময় লালাস্রাব হয়।

——

জ্বর।

সময়—কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই। মধ্যাহ্ন অথবা ১২।১টা অথবা সন্ধ্যার সময়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীত অধিক হয় না, কেবল মাত্র শীত শীত বোধ করে এবং খোলা বাতাসে অধিক হয়। হস্ত এবং পদ সর্ব্বদা শীতল।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। উত্তাপের সহিত শীত ভাব মিশ্রিত থাকে (আর্স)। শয্যায় উত্তাপ বোধ করে, নতুবা অন্য সময় শীত বোধ হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—সামান্য সঞ্চালনে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় (ব্রাই, স্যাম্বুকাস)। রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালেও প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্ম তৈলাক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত, গাত্রাবরণ অথবা শয্যাবস্ত্র ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া যায় এবং হলদে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, ধৌত করিলেও অনেক সময় ঘর্ম্মের হলদে বর্ণ দাগ পরিষ্কার হয় না (কার্ব্বএনা, চায়না, ব্রাই)। ঘর্ম্মাবস্থায় অসুস্থতা এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হয়।

মার্কিউরিয়াস জ্বর সাধারণতঃ সন্ধ্যাতেই বৃদ্ধি হয় এবং প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ রোগের কোনই উপশম হয় না। এতদ্ব্যতীত আর একটী বিশেষত্ব দেখা যায় মুখ গহ্বর সর্ব্বদা সিক্ত অথচ তৃষ্ণার্ত্ত।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—উপদংশ ক্ষতে সকল চিকিৎসকই নিম্নক্রম ২x অথবা ৩x চূর্ণ ব্যবহার করেন। প্রত্যহ দুইবার কিম্বা তিন বার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য—এইরূপ ব্যবহার প্রথমতঃ ক্ষত আরোগ্য না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে পারে এবং এমন কি আরো নূতন নূতন ক্ষত আশে পাশে উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা রোগ আরোগ্যের সুলক্ষণ জানিবে। কিছুদিন পর ইহা এবং প্রথম প্রকাশিত ক্ষত, ঔষধ সেবন করিতে করিতে আরোগ্য হইয়া আইসে। শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না, উপদংশ ক্ষত আরোগ্য সচরাচর সময় সাপেক্ষ, আমি এতদসহ এক আউন্স অলিভ অয়েলে রোগ অনুযায়ী এক ড্রাম অথবা অর্দ্ধ ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা (সাক্কাস) লিনিমেণ্ট ব্যবহার করিতে দিয়া থাকি এবং তাহাতে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া আইসে।

ফোড়ায় নিম্নক্রমে শীঘ্র শীঘ্র পূঁজোৎপাদন করে। উচ্চক্রমে পূঁজের সম্ভাবনা দূর করে।

আমাশা জ্বর ইত্যাদিতে ৬ অথবা ৩০ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়। দন্তশূলে ৬x চূর্ণ ব্যবহারে আশু উপকার দর্শায়। বাগী অথবা গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ৬ অথবা ৩০ ব্যবহার করি।

মার্কিউরিয়াস সল—বেলেডনা, হেপার, ল্যাকেসিস এবং সালফারের পর উত্তম কার্য্য করে কিন্তু সাইলিসিয়ার পরে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, ভিজা স্যাঁতসেতে ঋতুতে, শরৎকালে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে এবং ঘর্ম্মে (যখন ঘর্ম্ম হইতে থাকে)।

তরুণ ক্ষতে লিনিমেণ্ট অতি সত্বর উপকার করে, ক্ষত স্থান উক্ত লিনিমেণ্টে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, লিনিমেণ্ট লাগাইলে যদি অত্যন্ত জ্বলন হয় তাহা হইলে তাহাতে আরো কিঞ্চিৎ অলিভ অয়েল মিশ্রিত করিয়া লইলে জ্বলন হ্রাস হইয়া যাইবে। ক্ষত কঠিন হইলে অর্থাৎ Hard chancreএ এই প্রকার লিনিমেণ্ট ব্যবহারে কিছুই ফল পাওয়া যায় না, এতদহেতু প্রথমতঃ কষ্টিক কিংবা নাইট্রিক এসিড দ্বারা ক্ষত স্পর্শ করিয়া লাল করিয়া লইয়া ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট দিলে উপকার হইতে পারে।

রোগীর বিবরণ।

১। ৩রা জুন একটি রোগী আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে, তাহার ৫ দিন পূর্ব্বে স্ত্রী সহবাস করিয়াছিল। ৪।৫ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত লিঙ্গত্বকে এবং লিঙ্গ মুণ্ডে দেখা দেয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল। শুষ্ক লিণ্ট দ্বারা জড়াইয়া রাখিয়াছিল। প্রথমতঃ প্রকৃত উপদংশ ক্ষত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয় এবং মার্কিউরিয়াস কর ৩× সেবন করিতে দেওয়া হয়।

২৫শে জুন—ক্ষত সমূহ ঈষৎ গভীর হইয়াছে দেখা গেল এবং চর্ব্বি সদৃশ শ্বেত পদার্থে আবৃত। প্রকৃত উপদংশ হইয়াছে বলিয়াই জানিতে পারা গেল। মার্কিউরিয়াস সল ২× চূর্ণ ৩ গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া হইল।

২৯শে জুন—যদিও ক্ষত সমূহ সাদা হইয়াই রহিয়াছে কিন্তু কিছু ভাল বলিয়া বোধ হইল এবং কষ্ট যন্ত্রণা কিছুই আর নাই।

৪ঠা জুলাই—দুইটী ক্ষত আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট গুলি পরিষ্কার এবং অনেকটা সুস্থ মনে হইল। মার্কিউরিয়াস সলই পূর্ব্ববৎ সেবন করিতে দেওয়া হইল এবং ক্যালেণ্ডুলা লোসনও লাগাইতে দেওয়া হইল।

১৬ই জুলাই—ক্ষতগুলি সমুদায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উক্ত ঔষধ আরো কিছুদিন সেবন করিতে দেওয়া হয় এবং রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(ডাক্তার জেলডাম)।

২। বয়স প্রায় ৩০ হইবে, লম্বা এবং পাতলা, সহবাসের প্রায় ১০ দিন পর লিঙ্গে ক্ষত দেখা দেয় এবং তাহার কয়েক দিন মধ্যেই মুদা এবং বাগী প্রকাশ হয়। আমার নিকট ক্ষত প্রকাশ হওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পর চিকিৎসার্থ আইসে, দেখিলাম ক্ষত প্রায় একটী দুআনি সমান হইয়াছে এবং তরল জলবৎ স্রাব নির্গত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাগীও টাটাইয়া উঠিয়াছে। বাগীর টাটানি যন্ত্রণা ব্যতীত আর অধিক কিছু যন্ত্রণা ছিল না। এতদ লক্ষণে আমি তাহাকে মার্কিউরিয়াস সল ৩× চূর্ণ প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিলাম এবং ক্ষত স্থান উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট দ্বারা উক্ত ক্ষত সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিতে বলিয়া দিলাম। তিন দিবস পর দেখা গেল বাগীর প্রদাহ এবং স্ফীতি অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে, রোগী এখন সোজা হইয়া হাটিতে পারিতেছে, মুদার স্ফীতিও কিছু হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল কিন্তু ক্ষতের বিশেষ পরিবর্ত্তন বোধ হইল না। আরো এক সপ্তাহের ঔষধ দিয়া দিলাম। সাত দিন পর রোগী আসিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিল, দেখিলাম বাগীর যন্ত্রণা এবং স্ফীতি কিছুই নাই, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, মুদাও অনেকটা হ্রাস হইয়াছে এবং ক্ষত লাল বর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্ববৎ ঔষধ খাইতে এবং লাগাইতে দিয়া দশ দিন পর দেখা করিতে বলিয়া দিলাম, ক্ষত অনেকটা শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে এই প্রকারে রোগী এক মাত্র মার্কিউরিয়াস সলেই দেড় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

দুইটি কোমল উপদংশ ক্ষত ও তদসহিত বাগী।

৩। ১৮ই ডিসেম্বর একটী রোগী চিকিৎসার্থ আসে। তিন সপ্তাহ হইতে লিঙ্গ মুণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষত হইয়াছে। ক্ষতের ধার যন্ত্রণাযুক্ত, মধ্যস্থল চর্ব্বি সদৃশ পদার্থে আবৃত এবং নরম, সঙ্গে সঙ্গে দুই পার্শ্বের বাগীও ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ফাটিবার সম্ভাবনা হইয়াও রহিয়াছে। মার্ক সল ২×, তিন গ্রেণ প্রত্যহ তিন বার করিয়া সেবন করিতে এবং ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট ক্ষতে লাগাইতে দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে কুচকি দুইটীতে তিসির পুলটীস দিতে বলা হইল।

৩১শে ডিসেম্বর একটী ক্ষত আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, আর একটী অনেকটা ভাল হইয়াছে। একটী বাগী ফাটিয়া গিয়াছে। ঐ ঔষধই ঐ ভাবেই দেওয়া হইল।

৫ই জানুয়ারী—অন্য বাগীটিও ফাটিয়া গিয়াছে। ঐ ভাবেই ঔষধ চলিতে লাগিল। বাগী দুইটীতে ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট দেওয়া হইতে লাগিল।

১২ই জানুয়ারী—ক্ষত আরোগ্য হইয়া আসিয়াছে, এবং বাগী দুইটীও ক্যালেণ্ডুলা প্রয়োগে অনেকটা ভাল হইয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী—ক্ষত এবং বাগী সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

উপদংশ ক্ষত এবং তদসহিত মুদা ও বাগী।

১৮ই ডিসেম্বর—একটী রোগী আমার চিকিৎসার্থ আসে। পাঁচ সপ্তাহ হইল লিঙ্গত্বক ক্ষতের সহিত এমন ভাবে আটকাইয়া ঢাকিয়া গিয়াছে যে ক্ষত দেখিতে পাওয়া যাইত না। এক পার্শ্বের কুচ্‌কিও লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

মার্ক সল ২ × ২ গ্রেণ ৩ ঘণ্টা পর পর সেবন করিতে দিলাম।

২৪শে ডিসেম্বর—লিঙ্গের অবস্থা অনেকটা ভাল। লিঙ্গত্বকের স্ফীতি ঈষৎ হ্রাস হইয়াছে এবং যন্ত্রণাও কমিয়াছে, স্রাব কিছুই নাই। বাগী ফাটিয়া গিয়াছে। উপরোক্ত ঔষধই দিলাম।

১লা জানুয়ারী—বাগী এবং ক্ষত উভয়ই অনেকটা ভাল। ঐ ঔষধই দেওয়া হইল।

১৫ই জানুয়ারী—বাগীতে এবং ক্ষতে ক্যালেণ্ডুলা লিনিমেণ্ট দেওয়া হইতে লাগিল এই প্রকারে কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।

মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস।

(Mercurius Corrosivus.)

উপদংশ ক্ষত—মার্কিউরিয়াস করের লক্ষণগুলি অত্যন্ত ভীষণ। ইহার জ্বালা, যন্ত্রণা এবং উগ্রতা (corrosiveness) সমুদয়ই অত্যন্ত অধিক। মার্কিউরিয়াস সলের কার্য্য মার্কিউরিয়াস কর অপেক্ষা অনেকটা মৃদু। মার্কিউরিয়াস করের ক্ষতের ধার গুলির সমতা থাকে না। ছেঁড়া ছেঁড়া যেন ধারগুলি খাইয়া যাইতে থাকে। ক্ষত অল্প সময়েই এত অধিক বৃদ্ধি হইয়া যায় যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং ভীষণ ক্ষয়কারক (destructive), আমাদের পারদ জাতীয় কোন ঔষধের লক্ষণ এত ভীষণ নয়। ইহার স্বভাবই হইতেছে ধ্বংসোন্মুখীন (destructive)। মার্কিউরিয়াস সলের ক্ষত spreading অর্থাৎ বিস্তারিত হয় আর মার্কিউরিয়াস করের great eating অর্থাৎ গভীর ভাবে খাইয়া যায় উপদংশ ক্ষত অত্যন্ত বাড়াবাড়ি লক্ষণ প্রাপ্ত হইলেই মার্কিউরিয়াস কর দেওয়া কর্ত্তব্য। সময় থাকিতে যদি প্রতিকারের চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে এমন কি কয়েক দিনের মধ্যেই লিঙ্গের অর্দ্ধেক, ঘায়ে খাইয়া ফেলে এবং সমস্ত লিঙ্গ নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। মার্ক করকে গলিত উপদংশ ক্ষতের (Phagedenic) অতি উৎকৃষ্ট এবং একমাত্র ঔষধ বলা হয়।

গল ক্ষত (Sore throat)—গল ক্ষতের লক্ষণগুলিও অত্যন্ত ভীষণ হয়। উপজিহ্বা স্ফীত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে এবং গভীর লালবর্ণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং এই জ্বলন যন্ত্রণায় কোন চাপ পড়িলেই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গলদেশের সঙ্কোচন ভাবও (constriction) বর্ত্তমান থাকে এবং তদহেতু তরল খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে রোগী কষ্ট বোধ করে ও গ্রীবা প্রদেশের গ্রন্থি সমূহ (glands) স্ফীত হয়।

আমাশয়—রক্ত আমাশয়ের মার্কিউরিয়াস করই একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ অধিকাংশ স্থলে একমাত্র এই ঔষধ প্রয়োগেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। ইহাতে রক্ত অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান থাকে। হ্যানিমান ইহা সর্ব্ব প্রথম ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আমাশয় রোগে ব্যবহার করেন। মল ত্যাগকালীন

ভীষণ কুন্থন হয়। ইহা ব্যতীত মূত্র ত্যাগেও অত্যন্ত কুন্থন বর্ত্তমান থাকে। মার্কিউরিয়াস করের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণই হইতেছে কুন্থন এবং রক্ত। প্রথমেই বিশেষ বাড়াবাড়ি না দেখিলে কিম্বা মার্ক করের বিশেষ লক্ষণ না পাইলে মার্ক সলই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মার্কিউরিয়াস করে, মার্কিউরিয়াস সলের ন্যায় মল ত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে যন্ত্রণা এবং কুন্থন থাকে কিন্তু ইহার লক্ষণগুলি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। মল রক্ত মিশ্রিত হড় হড়ে কখন কখন কেবলই রক্ত, পুনঃ পুনঃ এবং স্বল্প স্বল্প হয় (Bloody, Slimy, Scanty and frequent)।

অণ্ড লাল মূত্র (Albuminuria)—অণ্ড লাল মূত্র রোগের বিশেষতঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের মার্ক কর একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ রোগে ইহা প্রায়ই প্রয়োগ হয়। যদিও মার্কিউরিয়াস সলে এই লক্ষণটির উল্লেখ দেখা যায় তথাপি মার্কিউরিয়াস করই হইতেছে এই বিষয়ের প্রধান এবং উত্তম ঔষধ।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন পুঁজ সবুজ আভাযুক্ত অথবা জলবৎ রক্ত সদৃশ হয় এবং প্রস্রাবে জ্বলন ও কুন্থন অত্যন্ত অধিক থাকে তখন মার্ক কর অধিক নির্ব্বাচিত হয়। অনেক সময় মুদাতেও (Phimosis) এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে।

চক্ষু প্রদাহ—(মার্কিউরিয়াস সল দেখ)।

মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস

(Mercurius Cyanatus.)

ডিফ্থিরিয়া (Diphtheria)—মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস (Mercurius cynatus) দেখিতে লালবর্ণ। ইহা ডিফ্থিরিয়া রোগের একটি অব্যর্থ ঔষধ। ডিফ্থিরিয়া ব্যতীত অন্য রোগে ইহার প্রয়োগ বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী ডাক্তার বেক্ (Dr. Beck of France)

সর্ব্ব প্রথমে ডিফ্থিরিয়া রোগে ইহার উপকারিতা দর্শন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ইহার উপকারিতা শুনিয়া সেণ্টপিটার্সবার্গের ডাক্তার ভিলার (Dr. Viller) ডিফ্থিরিয়া রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হন। তদবধি Malignant Type ডিফ্থিরিয়ায় মার্কিউরিয়াস সায়েনেইটাস্ একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাসে মার্কারি এবং হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের সংযোগ রহিয়াছে এবং তদহেতুই ডিফ্থিরিয়াতে যে স্থলে রোগী প্রথম হইতেই অত্যন্ত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে থাকে সেইরূপ স্থলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত, মিনিটে প্রায় ১৩০। ১৪০ বার স্পন্দন হয় কিন্তু স্পন্দনের আঘাতের কিছুই জোর (Volume) থাকে না। গলদেশের কৃত্রিম ঝিল্লি সবুজ আভাযুক্ত হয় এবং সমস্ত তালুমুল ও Velam palati ঝিল্লিতে আবৃত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থি সমুদয় স্ফীত হইয়া উঠে, ক্রমশঃ ঝিল্লি (Membrane) গভীর নীলবর্ণ হইয়া gangrenous ভাব ধারণ করে এবং সমুদয় গললেশ ঢাকিয়া যায় এমন কি গলদেশের নিম্ন এবং নাসিকার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। রোগী গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে এবং গলদেশের স্বর নাসিকা সদৃশ (nasal sound) হয়। জিহ্বা কটা (brown) লেপাবৃত হয় কিংবা রোগ সাংঘাতিক রকমের হইলে জিহ্বার রং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আইসে ক্ষুধা থাকে না, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও জর এই রোগের একটী অত্যন্ত কুলক্ষণ জানিবে। কণ্ঠনলীর ডিফ্থিরিয়াতেও মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস প্রয়োগ হইতে পারে তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি, মুখ হইতে রজ্জুবৎ (stringy) শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। রোগী এত ভীষণ দুর্ব্বল হয় যে দাঁড়াইতে পারে না এই প্রকার দুর্ব্বলতা রক্ত বিষাক্ত হওয়ার দরুণই হইয়া থাকে; মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাসের ডিফ্থিরিয়ার সহিত এই লক্ষণ (দুর্ব্বলতা) বর্ত্তমান থাকা চাই কারণ ইহা ইহার বিশেষ বিশেষত্ব এতদ্ব্যতীত মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস প্রায়ই নির্ব্বাচন হয় না। ডাক্তার ভিলার ১০ বৎসরের মধ্যে প্রায় শতাধিক ডিফ্থিরিয়া রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন এবং সমস্তগুলিতেই তিনি মার্কিউরিয়াস সায়েনাটাস ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করেন নাই। তিনি প্রথমতঃ উচ্চ ক্রম প্রয়োগ করিতেন কিন্তু ইদানীং ৩০ ক্রম অধিক পছন্দ করেন, ইহাতে শীঘ্র উপকার দর্শায়, এমন কি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে

২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগ হ্রাস হইয়া যায়। (Dr. Viller has lately reported that in ten years time he has treated over a hundred cases of Disease of all degree of severity, without a single death, never giving anything but Mercurius Cyanatus. He began with the 6 dilution but now prefers the 30. Its effects are very rapid, the exudation generally clearing away within 24 hours, and the general symptoms improving) ডাক্তার ভিলারের উক্ত মত সেই সহরের ইরিচসেন (Erichsen) নামক একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকও অত্যন্ত সমর্থন করেন এবং তিনিও এই ঔষধ দ্বারা অনেক জীবন রক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার জুসেট রোগ অত্যন্ত দূষিত রকমের হইলে এবং পচন অবস্থা দেখা দিলে মার্কিউরিয়াস সায়েনাটাসকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন (Dr. Jousset esteems it the best medicine in the putrid form of the disease)। সিকাগো সহরের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার বার্ট তিন বৎসর যাবৎ এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য রকম ফল পাইয়াছেন এবং এই ঔষধের উপকারিতায় এত অধিক তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রত্যেক ডিপ্থিরিয়ার রোগীকেই তিনি মার্কিউরিয়াস সায়েনাটাস প্রয়োগ করিতেন। (Dr. Burt of Chicago has lately stated that for the last 3 years he has been administering in diphtheria with such wonderful curative results, that now as soon as he is certain that he has a case of diphtheria to treat he "at once puts the patient upon the Cyanide of Mercury, with a feeling of almost absolute certainty of curing him.")।

কেলিবাইক্রমিকামেও ডিফ্থিরিয়া সদৃশ লক্ষণ দেখা যায়। কণ্ঠনালীতে পুরু এবং রজ্জুবৎ চট্ চটে শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় কিন্তু মার্কিউরিয়াস সায়েনাইডে ভীষণ দুর্ব্বলতার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এতদ্বিষয়ে ইহা কেলিবাইক্রমিকাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে এবং এই দুর্ব্বলতা রক্ত বিষাক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে উদ্ভূত নয়। রক্ত বিষাক্তজনিত সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়। হস্ত পদ শীতল হয় এবং নাড়ীর গতি দ্রুত চলিতে থাকে। মার্কিউরিয়াস সায়েনাটাসের দুর্ব্বলতা লক্ষণই অত্যন্ত বিশেষত্ব। ইহা সর্ব্বদা

স্মরণ রাখিবে। Malignant অর্থাৎ গলিত ক্ষতযুক্ত ডিফ্‌থিরিয়াতে মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাস অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ইহা এসপ্রকার ডিফ্‌থিরিয়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (Malignant forms of Diphtheria, rapidly forming and with phagednic ulceration).

মার্কিউরিয়াস প্রটোআইওডাইড।

মার্কিউরিয়াস প্রটো আইওডাইড (Mercurius Proto Iodide or Mercurius Iodatus flavus) ইহার আর একটি নাম মার্কিউরিয়াস আইওডেটাস ফ্লেভাস ইহা দেখিতে পীতবর্ণ। জিহ্বার মূলদেশ (Base) দেখিলেই এই ঔষধটীর সমুদয় গোলযোগ চুকিয়া যায়। কারণ জিহ্বার মূলদেশ অত্যন্ত পীতবর্ণ পুরু লেপে আবৃত থাকে (thick, yellow coating at the base of the tongue) কিন্তু সম্মুখভাগ এবং ধারগুলির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তণ হয় না, পরিষ্কার এবং লালবর্ণই থাকে। ইহা এই ঔষধটির একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে। যদিও আমরা এই প্রকার জিহ্বার মূলদেশের পীতবর্ণ লেপ কেলিবাইক্রমিকাম এবং চেলিডোনিয়ামেও দেখিতে পাই কিন্তু আমার মনে হয় মার্কিউরিয়াস প্রটোআইওডাইডে ইহা অত্যন্ত অধিক। (নেট্রাম ফস—সোনার ন্যায় হল্‌দে বর্ণ। নেট্রাম সাল্‌ফ সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ) Dr. Blakely যিনি এই ঔষধটীর প্রধান প্রুভার (Prover) তিনি বলেন জিহ্বায় উক্ত প্রকার লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া গলদেশ ব্যতীত অন্য রোগেতেও মার্ক প্রটোআইওডাইড্‌ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ডিফ্‌থিরিয়া—মার্কিউরিয়াস আইওডের প্রধান কার্য্যই হইতেছে ডিপথিরিয়া এবং গ্রন্থির স্ফীতির উপর (glandular swelling)। এবং ইহার স্ফীতি, ডিফ্‌থিরিয়া ইত্যাদি সমুদয় রোগই দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হয়। ডিফ্‌থিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrane) গলদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশ পায় অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাশ পাইয়া লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয়, সঙ্গে গলদেশের (cervical) এবং কর্ণের গ্রন্থিসমূহ

প্রদাহ হইয়া উঠে। রোগী উষ্ণ তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে এবং শুধু ঢোক গিলিতে (empty swallowing) কষ্ট বোধ করে (ল্যাকেসিস)।

বাগী—উপদংশ জনিত কুচকির গ্রন্থি (inguinal glands) ফুলিয়া শক্ত হইয়া উঠে এবং পূঁজোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। দক্ষিণ পার্শ্বের কুচকির এতদরূপ অবস্থা হইলে মার্কিউরিয়াস প্রটোআইড প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গ্রীবা গলদেশ এবং কুচকির দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

মার্কিউরিয়াস বিন আইওডাইড।

(Mercurius Bin Iodide.)

ইহার আর একটী নাম মার্কিউরিয়াস আইওডেটাস রুবার ইহা দেখিতে লালবর্ণ (red) ইহাও ডিফ্‌থিরিয়া এবং গ্রন্থির স্ফীতিতে সচরাচর প্রয়োগ হয় এবং গলদেশ গ্রীবা, কুচকি ইত্যাদি স্থানের বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। গলদেশে exudation অধিক হয় না; এবং শ্লেষ্মা চট্‌ চটে (sticky) প্রকৃতির নয়, সামান্য চেষ্টাতেই উঠিয়া আইসে (প্রটোআইওডের শ্লেষ্মা বরং চট্‌ চটে)। গলদেশ অত্যন্ত লালবর্ণ হয়, তরল অথবা শক্ত খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে।

উপদংশ ক্ষত—এই দুইটী ঔষধ (মার্কিউরিয়াস প্রটোআইওড এবং বিন আইওড) উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায়, ক্ষত শক্ত অবস্থায় (hard chancre) অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কঠিন উপদংশ ক্ষতে অনেকে কষ্টিক (caustic) অথবা নাইট্রিক এসিড দ্বারা ক্ষত লাল করিয়া লইয়া তৎপর ক্যালেণ্ডুলা মলম অথবা লিনিমেণ্ট প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন, নতুবা এবম্প্রকার উপদংশ ক্ষত আরোগ্য করা অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এই দুইটী ঔষধের সমুদায় লক্ষণই প্রায়ই একই প্রকারের। প্রটোআইওডে দক্ষিণ পার্শ্ব আর বিনি আইওডে বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় এবং ইহারা উভয়ই কঠিন উপদংশ ক্ষতের এবং উপদংশ জনিত কঠিন বাগীর উত্তম ঔষধ।

মার্কিউরিয়াস সালফিউরিকাস।

বক্ষঃরুদক (Hydrothorax)—হৃৎপিণ্ড কিংবা যকৃতের রোগ বশতঃ বক্ষঃরুদক (Hydrothorax) হইলেই ইহা সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে। অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয় রোগী শুইতে পারে না, বসিয়া থাকিতে হয়। হস্ত পদ ফুলিয়া উঠে, জলবৎ তরল ভেদ হয় সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা এবং টাটানি উপস্থিত হয় এবং বক্ষঃস্থলও জ্বালা করে। ডাক্তার লিপি বলেন—ইহা বক্ষঃরুদকে আর্সেনিকের সমকক্ষ ঔষধ এবং ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রচুর জলবৎ তরল উদরাময় হইয়া রোগ উপশম হইতে আরম্ভ হয় (when it acts well it produces a profuse watery diarrhoea with great relief to the patient, it is as important as Arsenicum in hydrothorax—Dr. Lippe).

সিনাবারিস (Red Sulphide of Mercury)।

(ইহা সিন্দুর যে সিঁন্দুর আমরা সচরাচর দোকানে দেখিতে পাই)। (It is the vermillion of commerce) ইহা মার্কিউরিয়াস সালফিউরেটাস নামেও পরিচিত, ইহাতে মার্কারি এবং সালফারের সংযোগ রহিয়াছে।

সর্দ্দি—সর্দ্দিতে ইহার প্রযোগ দেখা যায়। নাসিকার মূলদেশ অর্থাৎ গোড়ায় খুব ভার ভার চাপ বোধ হয় মনে হয় এক জোড়া চশমা যেন নাকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার সর্দ্দির সহিত সিনাবারিসে সচরাচর গলদেশের স্ফীতি এবং তালু মূলের বিবৃদ্ধি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ইহা ব্যতীত রোগী গলাভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ করে, রাত্রিতে অধিক হয় এবং রোগীকে ইহার জন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়। নাসিকার ভার ভার বোধ এই ঔষধের একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। এইরূপ অবস্থা উপদংশগ্রস্থ কিম্বা Scrofulous ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। (মাসিক ঋতুস্রাব কালীন সর্দ্দি হইলে,— গ্র্যাফাইটিস। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে গলা বেদনা এবং সর্দ্দি হইলে—ম্যাগনিসিয়া কার্ব্ব)।

চক্ষু রোগ—উপদংশজনিত ভগ্ন স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের চক্ষু রোগের সিনাবারিস একটী উপযুক্ত ঔষধ। সমুদয় চক্ষু লালবর্ণ হয় এবং চক্ষুর তারা অসমান ও সঙ্কুচিত (irregular, jagged and contracted) হয়, এতদ্ব্যতীত তীব্র যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা চক্ষুর যে স্থান হইতে আরম্ভ হয় সেই স্থান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারি পার্শ্বে হইতে থাকে (Pains runs round the eye to point from which it is started, encircling the eye) অন্য কোন ঔষধে এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় না। চক্ষুর যন্ত্রণায় সিনাবারিসের ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ। দৃষ্টিও অস্পষ্ট হয় ভাল দেখিতে পায় না। সমস্ত ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়। সন্ধ্যার সময় চক্ষুর পাতাগুলি ভারি ভারি হয় এবং বুজিয়া আইসে উপদংশ হইতে উদ্ভূত চক্ষুরোগে সিনাবারিসকে চিন্তা করিবে।

ইহা সকল সময় জানিতে হইবে যে, পারদ ঔষধ সমূহ উপদংশ কিম্বা উপদংশ জনিত রোগেই সর্ব্বদা অধিক ব্যবহার হয়।

উপদংশ ক্ষত এবং বাগী—অধিকাংশ চিকিৎসকই কঠিন উপদংশ ক্ষতে (Hard chancre) আইওডাইড মার্কারি এবং সিনাবারিস প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন। (Several physicians recommend for indurated chancre the Iodide of mercury and likewise Cinabaris. It is very likely that these two remedies act well in this form of chancre—Dr. Bahaer) ডাক্তার বেয়ার আর এক স্থানে বলিতেছেন—If an indolent bubo forms, we advise the use of the Red Precipitate. Indolent Bubo always disappears very slowly. Syphilis can never be cured rapidly. If we are called upon to treat an indurated chancre after it had already been for a long time treated with large doses of Mercury, it is decidedly better not to give any more Mercury even for three weeks and to substitute Nitric acid instead. It should be remembered an indolent bubo which is almost always a sure sign of so called constitutional syphilis, never disappears rapidly hence remedies might not be changed too rapidly. In such case the Iodide of

mercury is decidedly appropriate and sufficient. ইণ্ডোলেণ্ট বাগী অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় বিশেষ কোন যন্ত্রণা থাকে না এবং কিছুতেই শীঘ্র আরোগ্য হয় না। ইহা সচরাচর কঠিন উপদংশ ক্ষতের সহিতই প্রকাশ পায় এবং তরুণ বাগীর মতন নয় যে কেবল মাত্র একটী গ্রান্থই আক্রান্ত হয়, ইণ্ডোলেণ্ট বাগীতে অনেকগুলি গ্রন্থি এক সঙ্গে ফুলিয়া উঠে এবং ইণ্ডোলেণ্ট বাগী অত্যন্ত শক্ত হয়। (The chronic indolent bubo runs a slow course, it comes on without pain and is very obstinate. It is distinguished from an acute bubo by the circumstance that it only occurs in connection with an indurated chancre and is not, like an acute bubo continue mostly to one gland but involves a number of them. Dr. Bahaer) সাধারণ বাগীতে (Indurated Bubo নয়) সচরাচর মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস প্রয়োগ হইয়া থাকে যত্তপি অত্যন্ত শক্ত হইয়া যায় এবং যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে কার্ব এনামেলিস, ব্যাডিয়াগা ইত্যাদি প্রয়োগ হইতে পারে।

আঁচিল (Warts)—মলদ্বার এবং লিঙ্গে আঁচিল প্রকাশ পায়। থুজার সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ রহিয়াছে, ইহাতেও আবদ্ধ প্রমেহ স্রাব পুনঃ প্রকাশ করিয়া তৎহেতু রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়। মূত্র পথের জ্বালা যন্ত্রণা টাটানি সমুদায় নির্গত স্রাবের সহিত উপশম হইয়া আইসে। মূত্র ত্বকের আঁচিল, মূত্রকৃচ্ছ্রতা উপদংশ জনিত বাগী ইত্যাদি সমুদায়ে সিনাবারিস প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়।

যে সমুদায় রোগীর উপর মার্কারি এবং কেলি আইওড অত্যধিক ব্যবহার হইয়াছে এবং যাহাদিগের জংঘার অস্থিতে বেদনা প্রকাশ পায় সঙ্গে চক্ষুর রোগ এবং exostosis থাকে, উপদংশ হেতু গলদেশ ছিদ্র হয় তাহাদিগের প্রতি সিনাবারিস উত্তম কার্য্য করে।

উদরাময়—সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময় এবং আমাশয়। রাত্রিতে যন্ত্রণাযুক্ত উদরাময় হয় এবং মল ত্যাগকালীন বলি বহির্গত হইয়া পড়ে।

মুদা (Phimosis)—প্রদাহযুক্ত মুদা হয়। প্রদাহ হইয়া লিঙ্গ ত্বকের ক্রমশঃ সঙ্কোচন হইয়া মুদা লিঙ্গের সহিত জোড়া লাগিয়া যায়। শিশুদিগের এই প্রকার মুদা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম

(Argentum Nitricum.)

ইহার আর একটি নাম সিলভার নাইট্রেট (silver nitrate)।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। চেহারা শুষ্ক অস্থি চর্ম্মসার দেখিতে ক্ষুদ্র বৃদ্ধ লোকের ন্যায় (withered dried up, old looking patients)। নিম্নাঙ্গ অধিক শুষ্ক হয়।

২। অস্বাভাবিক এবং দীর্ঘ দিন মানসিক পরিশ্রমে উদ্ভুত তরুণ অথবা পুরাতন পীড়ায় উত্তম কার্য্য করে (acute or chronic diseases from unusual or long continued mental exertions).

৩। কোন সভা সমিতিতে, মন্দিরে, রঙ্গালয়ে, কাহারো সহিত সাক্ষাতে কিংবা বিদেশে যাইবার উদ্যোগে ভীত হইয়া মলত্যাগের বেগ পায় (Apprehensions when ready for church or opera, diarrhoea sets in (Gels).

৪। খাম খেয়ালে মেজাজ, সমুদায় কাজ কর্ম্মেই ব্যস্তবাগীশ, তাড়াতাড়ী যেন সময় আর নাই (Impulsive, anxious, is always hurried).

৫। শিরঃপীড়া এবং আধকপালে মাধাব্যাথা যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ যেন ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। মস্তক ভরা ভরা ভারি ভারি বোধ মনে হয় যেন অত্যন্ত বড় হইয়া গিয়াছে। মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। পৈত্তিক বমনে এবং শক্ত চাপ দিয়া বন্ধনে শিরঃপীড়া উপশম হয় (Headache and bemicrania with intense pressive and screwing pains in frontal eminence or temple. With fulness and heaviness with sense of expansion, ending

in bilious vomiting aggravated from any exhaustive mental labour relived by pressive or tight bandaging (Apis, Puls)।

৬। চক্ষুর যোজকত্বকের দানাযুক্ত তরুণ প্রদাহ, অত্যন্ত লাল কাঁচা গোমাংস সদৃশ এবং প্রচুর পূঁজযুক্ত (acute granular conjunctivitis, scarlet red like raw beef)।

৭। সদ্যজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহ—প্রচুর পূঁজ স্রাব, স্বচ্ছাবরকে এবং অক্ষিপুটে ক্ষত হইবার উপক্রম। প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া যায় (ophthalmia neonatorum, profuse, purulent discharge, cornea opaque, ulcerated, lids sore thick, swollen, agglutinated in morning (Apis, Merc. Sol, Rhus)।

৮। চিনি খাইবার প্রবল আকাঙ্খা এবং চিনি অথবা মিষ্টি খাইলে সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয়।

৯। পাকাশয় গোলযোগের সহিত উদ্গার বর্ত্তমান থাকে (Belching accompanies most gastric alilments)। পেট ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয় মনে হয় ফাটিয়া যাইবে। উদ্গার সহজে হয় না, হঠাৎ এক এক সময় প্রচুর বায়ু জোরের সহিত এবং সশব্দে নির্গত হইয়া যায় অথচ পেট ফাঁপার বিশেষ উপশম হয় না।

১০। উদরাময় সবুজ শাক ছেঁচানি সদৃশ শ্লেষ্মাযুক্ত কিছুক্ষণ কাপড়ে থাকিলে সবুজ হইয়া যায়। চিনি, মিষ্টি এবং জলপানে বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগকালীন প্রচুর বায়ু নিঃস্বরণের ফট্ ফট্ শব্দসহ বেগে মল নির্গত হয়।

১১। সঙ্গীত গায়কদিগের পুরাতন কণ্ঠনালী প্রদাহ। উচ্চস্বরে গাহিতে হইলেই কাশির উদ্রেক হয় (আর্জেণ্টাম মেটা, এলিউমিনা)।

১২। গলদেশে ঢোক গিলিবার সময় মৎস্যের কাঁটা অথবা পেরেক বেঁধার ন্যায় যন্ত্রণা হয় এতদ্ব্যতীত চলাফেরার সময় জরায়ুতে অথবা জরায়ুর আশে পাশে এইরূপ যন্ত্রণা হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

১। সময় কাটেই না, যেন ধীরে ধীরে যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়।

২। সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য করিতে চক্ষুর ব্যাথা হয়। উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয় খোলা মুক্ত বায়ুতে উপশম হয় (নেট্রাম মিউর, রুটা)।

৩। সর্ব্বদা আপনা হইতেই অথবা অনিচ্ছায় মূত্র নির্গত হইতে থাকে (কষ্টিকাম)।

৪। ধ্বজভঙ্গ—সঙ্গমকালীন লিঙ্গের উত্থান রহিত হইয়া যায় (এগনাস, ক্যালেডিয়াম, সিলিনিয়াম)

৫। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সঙ্গমকালীন যন্ত্রণা বোধ হয়। স্ত্রী জননেন্দ্রিয় হইতে রক্ত স্রাব হয় (নাইট্রিক এসিড)।

৬। নিম্নাঙ্গের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। চক্ষু বন্ধ করিয়া হাটীতে পারে না, পদদ্বয় টলিয়া টলিয়া যায় (এলিউমিনা)।

৭। ক্ষতের মাংসাঙ্কুর (granulations) হ্রাস করায়।

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে (spine) ইহার যথেষ্ট কার্য্য প্রকাশ পায় এবং ইহা হইতে এমন সমুদায় লক্ষণ আবির্ভূত হয় যাহার দ্বারা স্নায়বীক রোগের নানান অবস্থায় ইহা যে একটী উপযুক্ত ঔষধ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে। সামান্য স্নায়বিয় দুর্ব্বলতা হইতে আরম্ভ করিয়া কশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়ে অথবা পক্ষাঘাতে (locomotor ataxia) পর্য্যন্ত ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই ঔষধটী নানা প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণে পরিপূর্ণ—রোগী মনে করে শরীরের কোন বিশেষ অংশ যেন প্রসারিত হইতেছে (expanding) এবং এই লক্ষণটী এই ঔষধের এত অধিক বিশেষত্ব যে ইহাকে সার্ব্বজনীন লক্ষণ বলা যাইতে পারে এবং ইহা সচরাচর অধিকাংশ স্থলে শিরঃ পীড়া অথবা ডিম্বাশয় রোগে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। শিরঃ পীড়ায় রোগীর মনে হয় মস্তক যেন অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। ডিম্বাশয় প্রদাহে মনে করে আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এতদ সমুদায় লক্ষণ কিছুই নয়, ইহা মনের ভ্রান্তি অথবা মানসিক অবস্থার বিকৃতি মাত্র অথচ ইহা এই ঔষধের একটী বিশেষ বিশেষত্ব। যদিও এইরূপ অবস্থা অন্যান্য অনেক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি ইহা নিশ্চিত জানিবে যে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

রোগী—আর্জেণ্টাম রোগীর চেহারা একটী বিশেষ বিশেষত্ব বিশেষতঃ শিশুদিগেতে। Dr. Guernsey বলিতেছেন we think of the remedy on seeing a withered and dried up persons, made so by disease. This specially in children. He looks like a little withered old man। রোগীর শরীর রোগে ভুগিয়া শুষ্ক ঝুর ঝুরে হইয়া গিয়াছে। দেখিতে একটী শুষ্ক ক্ষুদ্র বৃদ্ধ লোকের ন্যায় হয়। বিশেষতঃ শিশুদিগের এইরূপ হইলে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বিষয় সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করিবে। শিশু ক্রমশঃই কৃশ হইতে থাকে। নিম্নাঙ্গ অধিক কৃশ হয়।

অত্যধিক অথবা ক্রমাগত মানসিক পরিশ্রম হেতু তরুণ কিংবা পুরাতন রোগের আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটী উপযুক্ত ঔষধ।

মানসিক লক্ষণ—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী মানসিক উদ্বিগ্নতায় অত্যন্ত কষ্ট পায়। হয়ত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে সেই সময়ের জন্য চিন্তিত হইয়া বসিয়া থাকে, কখন সেই সময় আসিবে, হয়ত কেহ তাহাকে রাস্তার মোড়ে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছে, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী ভাবিয়াই অস্থির কি করিয়া উক্ত রাস্তার মোড়যুক্ত স্থানে সাক্ষাৎ করিবে ইত্যাদিরূপ চিন্তায় মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে। ইহা হইতে অনেক সময় রোগী অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তৎপর মস্তকে যন্ত্রণা বোধ করে, কাজে কাজেই আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী রাগী বলা যাইতেও পারে। আর একটী মানসিক অবস্থা আমরা দেখিতে পাই তাহা জেলসিমিয়ামের ন্যায়—কোন বিবাহে, কোন সভায় অর্থাৎ এইরূপ কোন স্থানে যাইবার কালীন মলত্যাগের বেগ হয় অথবা উদরাময় প্রকাশ পায়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী অত্যন্ত খামখেয়াল প্রকৃতির মনের অবস্থার কিছুই ঠিক নাই, নানান প্রকার অদ্ভুত চিন্তা সকল মনে আসিয়া মনকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তোলে সকল সময় ব্যস্ত বাগীস, পথ চলিবে তাহাও তাড়াতাড়ি যেন সময় আর নাই, বিলম্ব হইয়া গেল কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তখনও হয়ত অনেক সময় রহিয়াছে। এই প্রকার তাড়াতাড়ি ভাব আমরা লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামেও দেখিতে পাই, এবং উভয় ঔষধেই এই প্রকার লক্ষণ জরায়ু রোগ হইতেই উত্থিত হয়। উদরাময় এবং অন্য যে সমুদায় উত্তেজনা হয় তাহার কারণ স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। যদি এইরূপ অবস্থায় আর্জেণ্টামে নিশ্চিত

আর কোন লক্ষণ না পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রথমতঃ উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামকেই প্রাধান্য দিবে। আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমের কার্য্য লিলিয়ামটাইগ্রিয়াম অপেক্ষা অত্যন্ত গভীর এবং বহুদিন স্থায়ী ও সচরাচর পূরাতন রোগে অধিক ফলপ্রদ।

আর্জ্জেণ্টাম রোগী কখন কখন আবার বিষাদপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনে করে একলা থাকিলে মারা যাইব। মস্তিষ্কের কোন দুরারোগ্য রোগ হইয়াছে এই ভয়েতেই সকল সময় কাতর এবং বিমর্ষ। মৃত্যু ভয়ে শশঙ্কিত। সময়ের এবং স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভুল করে। দূরত্বের কোন অনুমান করিতে পারে না। অল্প দূরকে অধিক দূর বলে, হয়ত এই মাত্র আহার করিয়াছে কিন্তু রোগী বলে অনেকক্ষণ হইল আহার করা হইয়াছে এবং সময় যেন কাটেই না, সময় যেন ধীরে ধীরে যাইতেছে (শীঘ্র শীঘ্র যাইতেছে ককুলাস)। রাস্তায় বেড়াইবার কালীন রাস্তার কোনগুলির নিকট যাইতে কিম্বা অতিক্রম করিতে ভয় পায়। মনে করে বাড়ীর কোনগুলি যেন তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িবে। রোগীর মানসিক দূর্ব্বলতা এব্বং স্নায়বীক বিশৃঙ্খলতা এত অধিক হয় যে, নানান প্রকার অদ্ভুত আবেগ (impulses) তাহার মস্তিষ্কে সকল সময় আলোড়িত করিতে থাকে—কোন উচ্চস্থান অথবা সাঁকো অতিক্রম কালীন রোগীর মনে লম্ফ প্রদান করিবার খেয়াল উপস্থিত হয়, বাস্তবিক পক্ষে অনেক সময় হয়ত লম্ফ প্রদান করিয়াও ফেলে। মানসিক লক্ষণগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত প্রকৃতির দেখিলে Hypochondrisis অর্থাৎ চিন্তোন্মত্ততা বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার ন্যাস এক স্থানে বলিতেছেন I will only mention the prominent and peculiar symptoms that have been frequently verified. The sight of high houses makes him crazy and causes him to stagger. It seemed as if the houses on both sides of the street would approach and crush him. (উঁচু উঁচু বাড়ী দেখিলেই রোগীর মস্তক ঘুড়িয়া যায় এবং টলিতে থাকে। মনে হয় বাড়ীগুলি উভয় দিক হইতে আসিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলিবে)। এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলিব আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী অত্যন্ত impulsive অর্থাৎ আবেগ পূর্ণ হট্ প্রকৃতির। আর্জ্জেটাম নাইট্রিকম রোগীর এই প্রকার ভুল ভ্রান্তি পেশীর অসম্পূর্ণ co-ordination হেতু হইয়া থাকে

অর্থাৎ পেশীর সামাঞ্জস্য ভাবে সঞ্চালন ক্রিয়ার হ্রাস হেতু হয়, শেষোক্ত লক্ষণটী (রাস্তার কোণগুলি যেন তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িবে) এট ঔষধের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন বহুবার ইহা চিকিৎসায় পাওয়া গিয়াছে এবং আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্যও হইয়াছে।

শিরঃ ঘূর্ণন—মস্তক ঘূর্ণন যেন এই ঔষধে সর্ব্বদাই লাগিয় রহিয়াছে। মস্তক ঘূর্ণণের সহিত সাধারণ দুর্ব্বলতা এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত কম্পন বর্ত্তমান থাকে। রোগী মস্তক ঘূর্ণনে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে এক একবার এত অধিক হয় যে মানসিক বিশৃঙ্খলা (mental confusion), কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, বমনেচ্ছা, কম্পন এবং সেই সঙ্গে সময় সময় সাময়িক দৃষ্টি হীনতা উপস্থিত হয় (momentarily becomes blind)।

কাশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয় (Locomotor ataxy—যে পেশীর অসম্পূর্ণ co-ordinationএর কথা বলিয়াছি ইহা প্রথমতঃ কাশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কাশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়—যদিও এই রোগটি কাশেরুকামজ্জার (spinal cord) দোষ হেতু উদ্ভুত হইয়া থাকে তথাপি ইহা প্রকৃত পক্ষে ঠিক পক্ষাঘাত নয়। পেশীর সামঞ্জস্যভবে সঞ্চালন শক্তির হ্রাসই রোগের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। পদযুগলের পেশীর co-ordinationএর হ্রাস হয়, রোগী সহজভাবে চলিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া চলে, পায়ে পায়ে জড়াইয় যায় ইত্যাদি)। আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমকে অনেকে এই রোগে অতি উচ্চ স্থান-প্রদান করেন, ইহাতে নিম্নলক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে—

অন্ধকারে অথবা চক্ষু বুজিয়া রোগী চলিতে পারে না (এলিউমিনা) টলিতে থাকে, পদদ্বয় অর্থাৎ নিম্নাঙ্গ দুর্ব্বল এবং পদদ্বয়ের ডিমি অত্যন্ত টাটায়, মনে হয় যেন কত দূর হাটা হাটি হইয়াছে। Lumbo sacral প্রদেশে এবং কটিদেশে যন্ত্রণা হয়। উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে হইলে অত্যন্ত অধিক যন্ত্রণা অনুভব করে, অথচ চলাফেরায় উপশম হয়। জিঙ্কামেও অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে। চলাফেরায় উপশম হয় এবং উপবেশনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় কিন্তু আর্জ্জেণ্টাম নাট্রিকম রোগী যখন উপবেশন অবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হয় তখনি কেবল যন্ত্রণা বোধ করে, ইহাই হইতেছে এই দুইটী ঔষধের পার্থক্য। কখন কখন sacro-iliac symphyses স্থানেও যন্ত্রণা হয় এবং মনে হয় যেন

উক্ত স্থানের অস্থি সমুদায় শিথিল হইয়া গিয়াছে (ইস্কিউলাস) আর একটী লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই এবং বিশেষত্ব বলিলেই হয় তাহা হইতেছে হস্তের কম্পন এবং হস্তস্থিত দ্রব্যের সহজে পতন। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ রোগীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা রাত্রিতে অধিক হয়— নিদ্রায় নানা প্রকার ভীষণ ভীষণ স্বপ্ন দেখে, সুনিদ্রা হয় না। এই স্নায়বীক লক্ষণ সমূহ বিশেষতঃ প্রাতে ১১টার সময় অধিক বৃদ্ধি হয়—তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি ১১টার সময় বৃদ্ধি হওয়ায় সালফারই যে একমাত্র ঔষধ তাহা নয়।

উল্লিখিত দুর্ব্বলতা সহ কম্পন এবং তদজনিত হৃৎস্পন্দন (palpitation) লক্ষণ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ নেট্রাম মিউরের কথা আর ভীতি সূচক মুখের ভাব এবং কোন বিশেষ স্থান অতিক্রম করিতে কাল্পনিক অক্ষমতা দেখিলেই ক্যালি ব্রোমেটামের কথা মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক কারণ ইহারাও উক্ত বিষয়ে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের সম্পূর্ণ সমতুল্য ঔষধ।

কাশেরুক মাজ্জেয় ক্ষয়রোগে জেলসিমিয়াম আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের একটি খুব নিকটবর্ত্তী ঔষধ এবং অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যও রহিয়াছে। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন—I should, other things being equal give the preference to Gelsemium in recent cases or in the beginning and Argentum Nit further along অর্থাৎ রোগের নূতন অবস্থায় জেলাসিমিয়াম এবং কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম প্রয়োগ আমি পছন্দ করি।

শিরঃপীড়া এবং আধকপালে মাথাব্যাথা

(Headache and Hemicrania)—আধকপালে শিরঃপীড়ার আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহা আরোগ্য করা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টজনক হয়। ইহা সামান্য স্নায়ুশূল নয় বরং ইহা একটী গভীর স্নায়বীক ব্যাধী (neurotic), ইহা প্রত্যহ হয় না সাময়িক ভাবে (periodically) হয়। মস্তক যেন ছিদ্র হইয়া যাইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা প্রায়ই লাগিয়া থাকে এবং মস্তকের বাম পার্শ্বের সম্মুখেই অধিক হয়। খুব শক্ত করিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিক বাঁধিয়া রাখিলে অথবা চাপ দিলে অথবা শীতল প্রলেপ দিলে (এপিস, পালসেটীলা) উপশম হয়। এইরূপ শিরঃপীড়া অশান্তিজনক মানসিক অনুভূতি অথবা স্নায়ু বিধানের (nervous system) অপচয় যেমন বীর্য্যপাত, অনিদ্রা, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি হেতু উদ্রেক হয়। এক এক

সময় যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় প্রায়ই পিত্ত অথবা ভুক্ত দ্রব্য বমন হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের শিরঃপীড়ায় একটী বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা প্রসারণ বোধ (feeling of expansion) অর্থাৎ রোগী মনে করে মস্তক ভীষণ বৃহৎ হইয়া গিয়াছে (সিমিসিফিউগা, জেলস, গ্লোনয়ন, নাক্স। মস্তক খুব ছোট হইয়া গিয়াছে— কফিয়া)।

আর একপ্রকার শিরঃপীড়া হয় তাহা অনেকটা স্নায়ুশূলের ন্যায় এবং আর্জেণ্টাম তাহারও একটী উপযুক্ত ঔষধ—মনে হয় মস্তকের খুলির অস্থি সমূহ পৃথক পৃথক হইয়া যাইতেছে অথবা মস্তক ক্রমশঃ ভীষণ বৃহৎ হইতেছে। যন্ত্রণা এত অধিক প্রবল হয় যে, রোগী প্রায়ই জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে। বমন হইলে যদিও উপশম হয় কিন্তু তথাপি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুনরায় হইবার আশঙ্কা থাকে। এই ঔষধটীতে একটী বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে রোগী পালসেটীলার ন্যায় সর্ব্বদা শীতল মুক্ত বায়ু আকাঙ্খা করে। উষ্ণ অথবা আবদ্ধ ঘরে সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয়, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, বহু জনাকীর্ণ স্থানে, থিয়েটারে ইত্যাদি স্থানে যাইতে ভরসা পায় না (He dreads a crowd, dreads certain places)।

স্নায়ুশূল—মুখ মণ্ডলের স্নায়ুশূলেও (prosopalgia) আর্জিণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখা যায় বিশেষতঃ যখন মুখ গহ্বরের অধঃস্থিত (infra orbital nerve) এবং যে সমুদায় স্নায়ু মেরু দণ্ডে গিয়া শেষ হইয়াছে তাহারা আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং যন্ত্রণার প্রবলাবস্থায় মুখের আস্বাদ অম্ল হয়। মুখমণ্ডলের চেহারা চুপসে যায় এবং মলিন পাণ্ডুবর্ণ হয়। রোগ ভীষণ হইলে অর্থাৎ রক্ত দূষিত হইলে গাত্র ত্বকের রং কর্দ্দম এবং সীসার ন্যায় দেখায়।

পাকাশয় প্রদাহ এবং পরিপাক ক্রিয়া—পাকাশয় শূলের (gastralgia) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষতঃ রুগ্না স্নায়ু প্রধানা স্ত্রীলোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। পাকাশয় শূলের উত্তেজনা কোন প্রকার অনুভূতি (emotion) এবং অনিদ্রা হেতু অধিক হয় এবং প্রায়ই মাসিক ঋতু স্রাবকালীন রোগী পাকাশয়ে চাপ মত (lump) একটা জিনিষ অনুভব করে এবং ইহার সহিত সময় সময় পাকস্থলীতে ক্ষতের

ন্যায় কামড়ান যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। যন্ত্রণা উক্ত স্থান হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ষ্ট্যানামের ন্যায় যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং উপশম হয় বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত বক্ষঃস্থলের পেশীর ভীষণ খিলধরা (spasm) যন্ত্রণা থাকে—এইরূপ অবস্থায় রোগীর নাসিকার নিকট সামান্য রুমাল পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারা যায় না, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। সামান্য আহারেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং যাহা আহার করা যায় তাহাই যেন বায়ুতে পরিণত হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের পাকস্থলীর গোলযোগের সহিত সচরাচর উদ্গার বর্ত্তমান থাকে (Belching accompanies most gastric ailments—Dr. Allen)। প্রত্যেকবার আহারের পর উদ্গার হয়, বায়ু জমিয়া পাকস্থলী ঢাকের মত ফুলিয়া উঠে, মনে হয় যেন ফাটিয়া যাইবে। উদ্গার সহজে উঠিতে চায় না বরং কষ্টে হয় এবং শেষে সশব্দে জোরের সহিত প্রচুর বায়ু নির্গত হইয়া যায় (Rushes out with great violence and noise)। এতদ সমুদায় আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই বিষয়ে চায়না, কার্ব্বভেজ, এবং লাইকোপডিয়ামের অনেক সাদৃশ্য আছে। অনেক সময় দেখা যায় উপুর হইলে অথবা জোরে চাপিয়া ধরিলে উপশম হয় এবং যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় ডিম্বের শ্বেতাংসের ন্যায় রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা বমন হইয়া হ্রাস হয় অথবা প্রচুর বায়ু নিঃস্বরণ হইয়া উপশম হয়। ইহার সহিত প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গীন কম্পন অথবা nervous feeling অথবা মস্তক যেন জাঁতায় পিশিয়া ফেলিতেছে এইরূপ বোধ বর্ত্তমান থাকে।

আর্জেণ্টামে পেট ফাঁপা উদ্গারে উপশম হয় না। এই বিষয়ে ইহা অনেকটা চায়নার ন্যায়। চায়নায়ও পেট ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয় এবং অল্প অল্প উদ্গার হইতে থাকে কিন্তু পেট ফাঁপা কোন উপশম হয় না বরং অনেক সময় আরো কষ্ট বৃদ্ধি হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে সময় সময় অল্প উপশম হইতেও দেখা যায়। উদ্গারে উপশম আমরা কার্ব্বভেজে বেশ ভাল মতই দেখিতে পাই। ইহাতেও ঢাকের মত পেট ফাঁপে কিন্তু উদ্গারে উপশম হয়।

ডাক্তার কেণ্ট বলেন—আর্জেণ্টামে একই সময়ে ভেদ এবং বমন দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ভেদের সঙ্গে সঙ্গে বমনও হইতে থাকে এবং কলেরার ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (I have seen these Argentum Nitricum patients purging in the same moment, not vomiting one second and

purging the next but gushing out both ways with great exhaustion like Cholera morbus—Dr. Kent)।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বমন অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ, শয্যায় বমন করিলে জায়গায় কাল কালঁ দাগ হয়, সময় সময় উদ্গারের সঙ্গে সঙ্গেই ভুক্ত দ্রব্য চলিয়া আইসে (ফস, ফেরাম) এবং ইহাও অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক আহারের পরই বমনের উদ্রেক হয়।

উদরাময়—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে উদরাময়ে চারটী বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে—

১। মল শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ শাক ছেঁচানির ন্যায়। (green mucous like chopped spinach in flakes).

২। কাপড়ে কিছুক্ষণ থাকার পর মল সবুজ হইয়া যায় (stool turning green after remaining in diaper).

৩। ফট্ ফট্ শব্দসহ অত্যন্ত জোরের সহিত মল নির্গত হয় (stool expelled with much spluttering and gushing)।

৪। উদরাময় চিনি এবং জলপানের পর বৃদ্ধি হয়।

উপরোক্ত প্রকার মল ব্যতীত মলের সহিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গাত্রত্বকের ন্যায় চাচানি এবং রক্ত থাকে। এই প্রকার মল আমরা পুরাতন আমাশয়ে কিংবা অন্ত্রের ক্ষতে দেখিতে পাই (The stools are green and shreddy and consist of blood, slime andepethelium)।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম ব্যতীত সবুজবর্ণ মল প্রধানতঃ মার্কিউরিয়াস সল, ক্যামোমিলা এবং আর্সেনিকে রহিয়াছে। আর্জেণ্টামে আর একটী বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতেছে চিনি খাইবার প্রবল আকাঙ্খা (Irresistible desire for sugar) এবং চিনি খাইলেই অজীর্ণ উদরাময় ইত্যাদি বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার কেণ্ট বলেন কেবল যে উদরাময় বৃদ্ধি হয় তাহা নয়, উদারাময় আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই রোগী নিজকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে। উদারামর একটি লক্ষণ মাত্র (The patient says, "I become sick"and hence it becomes a general, when the patient gets diarrhoea from eating sugar, it is not merely a local an particular symp toms, because the whole patient is sick before the diarrhoea

begins, the diarrhoea is the out come only—Kent)। অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাওয়া যায় এক এক জনের অতিরিক্ত চিনি খাওয়া আদপেই সহ্য হয় না এমন কি শিশুর মাতা অধিক পরিমাণে চিনি খাইলে সন্তানের উপর পর্য্যন্ত ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ সন্তানের উদরাময় হয় (রোগীর বিবরণ দেখ)।

মৃগী (Epilepsy)—আমরা আর একটী স্নায়বীক রোগে (nervous disease) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে—মৃগী রোগ। এই ঔষধে এতদ্ বিষয়ে ইহার বিশেষত্ব যে আক্রমণের কয়েক দিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই চক্ষুর তারা বিস্তারিত হইতে থাকে, আক্রমণের পর রোগী অত্যন্ত অস্থির হয় এবং হস্তদ্বয় কাঁপিতে থাকে। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে বিশেষতঃ ভয় পাইয়া অথবা মাসিক ঋতুকালীন মৃগী রোগ হইলে উত্তম কার্য্য করে।

চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষু রোগ—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের স্নায়ুবিধান ব্যতীত প্রদাহ এবং ক্ষতেও গভীর কার্য্য রহিয়াছে তাহার আভাস পূর্ব্বে কিছু কিছু দিয়াছি, এক্ষণে চক্ষু রোগে ইহার কি প্রকার গভীর কার্য্য রহিয়াছে তাহাই বলিব। বিখ্যাত ডাক্তার এলেন এবং নর্টন বলেন—The great service that Argentum nitricum perform is in purulent ophthalmia with large experience in both hospital and private practice, we have not lost a single eye from this disease and every one has been treated with internal remedies. Most of with argentum nitricum of a high potency 30 or 200. We have witnessed the most intense chemosis, with strangulated vessels most profuse purulent discharge even the cornea begining to get hazy, and looking as though it would slough, subside rapidly under Argentum nitricum internally. The subjective symptoms are almost none. Their very absence with profuse purulent discharge and the swollen lids from a collection of pus in the eye or swelling of the sub conjunctival tissue of the lids themselves indicates the drug (Apis, Rhustox) (পূঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহে

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম আশ্চর্য্য কার্য্য করে। আমরা হাঁসপাতালে এবং অন্যান্য যে সমুদায় রোগী এই ঔষধে চিকিৎসা করিয়াছি তাহার একটিও নষ্ট হয় নাই এবং সকলকেই আভ্যন্তরিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল এবং আমরা অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি প্রচুর পূঁজযুক্ত ভীষণ অর্জ্জুণ রোগে (chemosis—এক প্রকার চক্ষু প্রদাহ উহাতে কণীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়কার উন্নত পয়দা জন্মে—inflammatory swelling of the conjunctiva) এমন কি স্বচ্ছাবরক (cornea) ক্ষত হইয়া গলিত অবস্থার উপক্রমেও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়! প্রচুর পূঁজ হেতু অক্ষিপুট অথবা অক্ষিপুটের যোজকত্বক (conjunctiva) ফুলিয়া উঠে, চক্ষু ঘোর লালবর্ণ হয় দেখিলে মনে হয় যেন হাজিয়া গিয়াছে (raw denuded excoriated appearance)। রোগী আলোর দিকে তাকাইতে পারে না। আবদ্ধ এবং উষ্ণ ঘরে কিংবা আগুনের নিকট সমুদায় চক্ষুর উপসর্গ বৃদ্ধি হয়, শীতল প্রলেপে, অন্ধকারে উপশম হয়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম পূঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহের যে একটী উত্তম ঔষধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চক্ষুর অথবা অক্ষিপুটের যে কোন প্রকার প্রদাহই হউক ক্ষত এবং পূঁজ দেখা দিলে উক্ত ঔষধের বিষয় সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করা উচিত। পূঁজের রং পালসেটিলার ন্যায় পীত বর্ণ এবং ঘন (Pus is thick, yellow and bland)।

নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহেরও (ophthalmia neonatorum)—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটী উপযুক্ত ঔষধ, যখন স্বচ্ছাবরক (cornea) ক্ষত যুক্ত হয় এবং পূঁজের রং উক্ত প্রকার হয় প্রচুর পূঁজ স্রাব হইতে থাকে, তখন সকল চিকিৎসকই ইহাকে উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ডাক্তার ন্যাস নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহে মার্কিউরিয়াস সলকে প্রাধান্য দেন, তিনি বলেন—In ophthalmia neonatorum in my own practice as a general practitioner, I have had very often better success with mercurius solubilis especially when there was much purulent matter pouring out on opening the eyes। ডাক্তার এলেন বলেন জলে (পরিশ্রুত জল distilled water) প্রস্তুত ২০০ শত কিংবা ১০০০ ক্রম আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম সলিউসন নবজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহে বাহ্যিক ব্যবহারের একটী অতি মহৎ ঔষধ (The 200 or 100

potency in watery solution as a topical application in ophthalmia neonatorum has relieved when crude silver nitrate failed)।

পূঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের সহিত পালসেটিলার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয়ের পূঁজ পীতবর্ণ, ঘন এবং প্রচুর, উভয়েরই ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা জলে, প্রলেপে উপশম হয়. উভয়েরই চক্ষু প্রদাহ উষ্ণ ঘরে, আগুনের উত্তাপে আলোতে, সূর্য্যের কিরণে বৃদ্ধি হয়। চিকিৎসায় এইরূপ দেখা গিয়াছে যে—যেস্থলে আর্জেণ্টামের কার্য্য আশাপ্রদ হইতেছে না, সেইরূপ স্থলে মধ্যে মধ্যে এক একবার পালসেটিলা দিলে শীঘ্রই উপকার দর্শায় (It has been determined clinically that when argentum nitricum ceases to act, a dose of Pulsatill intorpolated, helps—Farrington)।

দৃষ্টির ব্যতিক্রম—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম দৃষ্টির ব্যতিক্রমেও কার্য্য করে. অল্প বয়স্ক ২৫।২৬ বৎসর যুবকদিগের হঠাৎ দূরদৃষ্টি হইলে অর্থাৎ নিকটে পড়িতে না পারিলে, পড়িবার সময় যদি হাত বাড়াইয়া দূরে ধরিতে হয়, এই ঔষধ প্রয়োগে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। আরো দেখা যায়, সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য করিতে চক্ষু টন টন করে তাহা হইলে আর্জেণ্টাম নাট্রিকমের সহিত রুটা, ক্যালকেরিয়া ফস এবং নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে।

অক্ষিপুট প্রদাহ (Blepharitis)—অক্ষিপুট প্রদাহেও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, অক্ষিপুটে পুরু মামড়ি (thick) crust) পড়ে এবং টিসুগুলি পূঁজ যুক্ত ও শক্ত হয়, অগ্নির উত্তাপে রোগীর কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়—এতদ লক্ষণ সমূহ মার্কিউরিয়াসেও দেখা যায়, অনেকে এইরূপ স্থলে আর্জেণ্টাম নাট্রিকম অপেক্ষা গ্র্যাফাইটীস এবং ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াকে অধিক পছন্দ করেন। গ্র্যাফাইটীসে বিশেষভাবে চক্ষুর কোন (canthai) অধিক আক্রান্ত হয়, অক্ষিপুট শক্ত হয় এবং ধারগুলি চির খাইয়া রক্ত বহির্গত হইবার উপক্রম হয়।

যোজকত্বকের (অক্ষিপুটের) দানাদার প্রদাহ (Granular eyelids)—তরুণ দানাদার যোজকত্বকের প্রদাহেও

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম ব্যবহার হইয়া থাকে। , যোজকত্বক রক্তের ন্যায় লালবর্ণ হয় এবং সঙ্গে প্রচুর পূঁজস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

রাসটক্স—রাসটক্সের সহিত এতদ্‌বিষয়ে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু রাসটক্সে চক্ষুর পাতা খিল ধরিয়া বুজিয়া যায় (there is spasmodic closure of the eyelids)। চক্ষু জোর করিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলে উষ্ণ ঝলসান জল জোরে ছিটকাইয়া নির্গত হয় এবং উষ্ণ জলে প্রদাহিত চক্ষুর চারিপার্শ্বে ফুস্কুরি উৎপন্ন হয়।

ইউফ্রেসিয়া—ইহাতেও অক্ষিপুটে দানা হয় কিন্তু ইহাতে স্রাবে স্থান হাজিয়া যায় এতদ্ব্যতীত ইউফ্রেসিয়ায় অশ্রুপাতও ক্ষয়কারক এবং সর্ব্বদা জল নির্গত হইতে থাকে।

গলদেশ—গলদেশে চট্‌চটে পুরু শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে, কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, পুনঃ পুনঃ গলা খেঁকড়াইতে হয় এবং ইহার দরুণ গলার স্বরও সামান্য বসিয়া যায়। গলদেশ গভীর লালবর্ণ হয়, স্থান যেন হাজিয়া গিয়াছে, কাঁচা এবং ক্ষতজনক বোধ হয়। ঢোক গিলিবার সময় গলায় পেরেক অথবা মাছের কাঁটা বিঁধিয়া আছে এবং তাহা ফুটীতেছে এইরূপ মনে হয়। এই লক্ষণটী হেপার এবং নাইট্রিক এসিডেও প্রকাশ রহিয়াছে কিন্তু আর কোন লক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে আর সাদৃশ্য নাই—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী ঠাণ্ডা ভালবাসে খোলা বাতাসে থাকিতে চায়, ঠাণ্ডা আহার করিতে চায় আর হেপার রোগী ঠাণ্ডা চায় না, ঠাণ্ডায় কষ্ট বৃদ্ধি হয়, গরমে থাকিতে চায় গরম আহার করিতে চায়, এমন কি শয্যায় লেপ হইতে মস্তক বহির্গত করিলেই ঠাণ্ডা বোধ করে এবং গলায় ব্যাথা হয়। গলদেশ ব্যতীত জরায়ু অথবা জরায়ুর আশে পাশে চলা ফেরায় কিংবা আশ্বারোহনে উক্ত প্রকার কাঁটা ফোটার ন্যায় যন্ত্রণা হয়।

গলদেশের ক্ষত অনেক সময় পারদ, উপদংশ অথবা স্ক্রফিউলা দোষ হেতুও প্রকাশ পায়—সেইরূপ স্থলে নাইট্রিক এসিড অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

জিহ্বা—জিহ্বা কণ্টকগুলি (papillae) উচু উচু হইয়া উঠে, দাঁতের মাড়ী স্পর্শাধিক্য এবং রক্তস্রাব প্রবণ হয় কিন্তু কদাচিত স্ফীত হয়, মার্কিউরিয়াস সলে স্ফীত হয়)। ডাক্তার ন্যাস—Red, painful tip of the tongue, papillae erect and prominent, এই লক্ষণটীর উপর নির্ভর করিয়া আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম প্রয়োগে অনেক রোগ আরোগ্য করিয়াছেন।

আঁচিল (warts)—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে সর্ব্বত্র আঁচিল উৎপন্ন প্রবণতা (tendency) দেখা যায়। গলাভ্যন্তরে, মলদ্বারে এবং জননেন্দ্রিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল এবং বহু পাদ সদৃশ উপমাংস (polypoid growth) উৎপন্ন হয়। কাজে কাজেই সাইকোটিক (sycotic) ধাতুগ্রস্থের আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটি উপযুক্ত ঔষধ।

ক্ষত—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটি বৃহৎ ক্ষতকারক ঔষধ (every where we find ulceration particularly upon the mucous membrane) বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেই অধিক হয়। গলদেশে, অক্ষিপুটে, স্বচ্ছাবরকে (cornea), মূত্রাধারে, জরায়ু এবং জরায়ু পথে, জোনি প্রদেশে এবং জোনি সংলগ্ন কোমল ইত্যাদি স্থান সমুদায়ে ক্ষত প্রকাশ পায়। এক কথায় এই ঔষধটিকে ক্ষত পূর্ণ বলিলেই হয় (full of ulceration)। ক্ষত হওয়া প্রবণতা এই ঔষধটি একটি স্বভাব। ক্ষত রক্তস্রাবী দানাযুক্ত, লাল, উঁচু উঁচু (granulations, red, elevations, enlargement of vessels, purplish aspect, Sensative ulcers, It has cured prolonged and most inveterate ulceration of the stomach when there has been vomiting of blood)। পাকস্থলীর ক্ষতেরও ইহা একটি অতি উচ্চ ঔষধ যখন রক্ত বমন বর্ত্তমান থাকে।

জরায়ু গ্রীবার ক্ষতেও (ulcer of the cervix of the uterus) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখা যায়, যখন জরায়ু গ্রীবা শক্ত এবং বিবৃদ্ধি (enlarged) হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পীতবর্ণ ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে তাহা হইতেছে মাসিক ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে সমুদায় রোগ বৃদ্ধি হয়, এই সময়েই স্ত্রীলোকের সমুদায় উপসর্গই অধিক হয়।

স্বরভঙ্গ এবং কণ্ঠনালী প্রদাহ—কণ্ঠনালীও (larynx) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে আক্রান্ত হয় এবং ইহা গায়কদিগের পুরাতন কণ্ঠনালী প্রদাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উচ্চ স্বরে গাহিতে গেলেই কাশির উদ্রেক হয় এবং সময় সময় স্বর সম্পূর্ণ বসিয়া যায়। গায়কেরা এইরূপ অবস্থায় প্রায়ই বলে

গাহিতে গেলেই মনে হয় কণ্ঠনালী যেন কোন কিছুর দ্বারা বুজিয়া রহিয়াছে সেই হেতুই মধ্যে মধ্যে গলা খেঁকরাইয়া লইতে হয়।

ম্যাঙ্গানাম—রক্ত শূন্য এবং টিউবারকিউলার (anaemic and tubercular) রোগীদিগের কণ্ঠনালীর রোগে উত্তম কার্য্য করে। স্বরভঙ্গ প্রায়ই প্রাতের দিকেই অধিক হয় এবং শ্লেষ্মা বহির্গত হইলে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। ম্যাঙ্গানাম রোগী চেঁচাইয়া পড়িতে পারে না কাশির উদ্রেক হয় এবং কণ্ঠনালী শুষ্ক বোধ ও যন্ত্রণাযুক্ত হয়। কাশি সচরাচর শুইলেই উপশম হয়। (শুইলেই বৃদ্ধি হয়—হাইওসিয়ামাস, পালসেটিলা)।

সিলিনিয়াম—ইহাও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের সমতুল্য ঔষধ। অনেকক্ষণ কণ্ঠনালীর পরিশ্রমের পর (after long use of voice) সঙ্গীত গাহিতে পারে না, স্বর বসিয়া যায়। শ্লেষ্মা তুলিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়। শ্লেষ্মা সাদা স্বচ্ছ। সিলিনিয়াম টিউবারকিউলার কণ্ঠনালী প্রদাহে অধিক প্রয়োগ হয়।

মূত্রগ্রন্থির পীড়া ও প্রমেহ—ডাক্তার প্রেসটন (Dr. Preston of Norris town) আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম মূত্রগ্রন্থি পীড়ার এক প্রকার প্রথম প্রচলন কর্ত্তা বলিলেই হয়। তিনি মূত্রগ্রন্থির রক্তাধিক্য অথবা মূত্র প্রণালীতে পাথরি বশতঃ স্নায়ু শূলে (neuralgia) পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতেন। কটিদেশের পশ্চাতে এবং মূত্রাশয় প্রদেশের উপর টাটানি যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব কালীন জ্বালা হয় এবং মূত্রমার্গ যেন ফুলিয়া গিয়াছে এইরূপ মনে হয়। প্রস্রাবের বেগ হঠাৎ হঠাৎ হয়। প্রস্রাব গভীর লাল দেখিতে অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ রক্ত, অথবা ইউরিক এসিডের লাল লাল দানা তলানি যুক্ত এবং Renal epithelium সংযুক্ত।

প্রস্রাবে অক্জেলিক এসিড থাকিলে এবং অক্জেলিক এসিডই পাথরির (urinary calculi) প্রধান উপকরণ হইলে নাইট্রিক এসিডের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ।

প্রমেহ রোগেও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রচুর পূঁজ স্রাব বর্ত্তমান থাকে। ক্যানাবিসের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পূজস্রাব প্রচুর থাকিলে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম উত্তম কার্য্য করে। উপরিউক্ত জ্বালা যন্ত্রণা অনেকটা ক্যান্থারিসে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেকে সেইহেতুই প্রথমে ক্যান্থারিস প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন, ক্যান্থারিসে উপকার না হইলে তৎপর

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। Argentum nitricum is especially useful when Cantharis which it resembles, fails—Farrington)

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনি অত্যন্ত প্রদাহ হয় এমন কি যোনি সংলগ্ন কোমল স্থান সমুদায় পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে। প্রস্রাব কালীন যন্ত্রণা এবং রক্তস্রাব হয়। সঙ্গম ক্রিয়ায় স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের কষ্ট বোধ হয় এবং সঙ্গম ক্রিয়ার পর যোনি প্রদেশ হইতে রক্ত নির্গত হয় (নাইট্রিক এসিড)। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে এই প্রকার রক্ত নির্গত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ কোন প্রকার ক্ষতের দরুণই হইয়া থাকে।

সঙ্গম কালীন যোনিতে যন্ত্রণা বোধ হইলে ফেরাম এসেটিকাম এবং ফেরাম মিউরেটিকাম এই দুইটী ঔষধ প্রায়ই ৩য় কিংবা ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার হয় (For painfulness of the vagina during intercourse we give Ferrum aceticum 3 to 6, also Ferrum mur 3 to 6.—Dr. Baher Page 94 Voll 11)

কলেরা—শৈশব বিসূচিকার আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শীর্ণ, শুষ্ক, পদযুগল অস্থিচর্ম্মসার এবং অতিরিক্ত মিষ্ট প্রিয় এই প্রকার শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। মলত্যাগের সময় মল শব্দের সহিত বেগে বাহির হয় এবং মল সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত।

কলেরার মূত্র বিকারেও আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রস্রাব স্বল্প কিংবা সম্পূর্ণ অবরোধ। শ্বাসকষ্ট, মনে হয় বুকে কিছু চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। শ্বাসকষ্ট এত অধিক হয় যে মুখের সম্মুখে রুমাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায় না তাহাতে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। রোগী কথা কহিতে কিংবা জলপান করিতে পারে না। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে কিংবা অজ্ঞানাবস্থায় চক্ষুতারকা প্রসারিত করিয়া পড়িয়া থাকে।

হৃদস্পন্দন—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। ইহাতে হৃদস্পন্দন অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। (Patient cannot lie on the right side because it brings on so much palpitation)। বাম পার্শ্বে শয়নে হৃদস্পন্দনের বৃদ্ধি হয় এইরূপ অধিক ঔষধ মেটেরিয়া মেডিকায় দেখিতে পাওয়া যায় না—আর্জেণ্টাম নাইটিকমের ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং

এতদ লক্ষণ সমূহ মাসিক ঋতু স্রাব কালীন অধিক হয় হৃদস্পন্দনে সমুদায় শরীর শীতল হইয়া ওষ্ঠদ্বয় এবং নিম্নাঙ্গ শীতল এবং নীল আভাযুক্ত হয়, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় কিন্তু ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয় ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর। পাকস্থলীর ক্ষতে, চক্ষু প্রদাহে, প্রমেহ রোগ ইত্যাদিতে ৩০ ক্রমই সকল চিকিৎসকগণ অধিক ব্যবহার করেন।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা খাদ্যদ্রব্যে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, চিনি ভক্ষণে, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমে।

রোগের উপশম—খোলা মুক্ত বায়ুতে, শীতল জলে স্নানে।

রোগীর বিবরণ

১। একবার ডাক্তার কেণ্ট একটি শিশুর সবুজ বর্ণ উদরাময় চিকিৎসায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। কিছুতেই আরোগ্য হয় না। মার্কিউরিয়াস সল, আর্সেনিক, ক্যামোমিলা ইত্যাদি সমুদায় ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কিছুই ফল না পাইয়া একদিন শিশুর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি অধিক চিনি খান? তিনি উত্তর করিলেন "না কখনই না"। তাঁহার স্বামী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি খাও। আমি প্রত্যহ অর্দ্ধসের চিনি লইয়া আসি সেগুলি কি হয়? ডাক্তার কেণ্ট এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আর্জ্জেণ্টাম প্রয়োগ করেন এবং শিশুটী তাহাতেই আরোগ্য হয়।

(I remember a case that I figured and figured on the baby had grass green stool. Chammomilla, has green stool, Arsenicum, Mercurius and lots of remedies have grass green stool, Routinist that I was in those days. I could not get anything but Mercurius out of it and although the baby had got Mercurius, Arsenic, there was not a slight relief until I find that the mother had been eating

candy. When she was asked if she ate sweet things, sugar etc. She said—"Oh, no" "why, yes, you do" said the husband. "I bring you home a pound of candy everyday, what do you do with it ?" Oh, that was nothing," She replied. But the baby did not get well until it got Argentum Nitricum and then mother stopped eating sugar. (Dr-Kent).

আর্জেণ্টাম মেটালিকাম (Argentum Metallicum)

ইহা খাঁটি চাঁদি রৌপ্য। হ্যানিমান নিজেই ইহার প্রুভিং সম্পাদন করেন।

আর্জেণ্টাম মেটালিকামের কার্য্য এবং সন্ধি বেদনা—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্ যেমন সচরাচর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-যুক্ত (mucous membrane) স্থানগুলিকে অধিক আক্রমণ করে অর্থাৎ আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত উৎপাদন করিবার প্রবণতা (tendency) অত্যন্ত অধিক সেইরূপ আর্জেণ্টাম মেটালিকামের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ শক্ত অর্থাৎ cartilage (উপাস্থি) যুক্ত যেমন অক্ষিপুট, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি স্থান সমূহকে অধিক আক্রমণ করে অর্থাৎ আর্জেণ্টাম মেটালিকামের cartilageএ ক্ষত উৎপাদন করিবার প্রবণতা অধিক। এই দুইটি ঔষধের কার্য্যের ইহাই পার্থক্য। কিন্তু আর্জেণ্টাম মেটালিকামের বিশেষতঃ সন্ধিস্থলের উপাস্থিত (cartilage) অধিক আকর্ষণ রহিয়াছে—(It has a particular affinity

for the cartilages of joints) এবং তদ্‌হেতুই রোগী কটিদেশে মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ যন্ত্রণা বোধ করে। রোগী সর্ব্বদা বিশ্রামের জন্য শয়ন করিয়া থাকিতে চায়। হাঁটুদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়—ইহাকে সন্ধিস্থলের প্রকৃত বাত বলিতে পারা যায় না—বরং ইহা সন্ধিস্থলের উপাস্থির দোষ হেতু উদ্ভূত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং সন্ধিস্থল ইত্যাদি স্থানের উপাস্থি (Cartilage) অধিক আক্রান্ত হয়।

২। বক্তা এবং গায়কদিগের গলার স্বর বসিয়া যায়।

৩। হাসিতে, সঙ্গীত গাহিতে, চেঁচাইয়া পাঠ করিতে কাশির উদ্রেক হয়।

৪। গলদেশ এবং কণ্ঠনালী গলাধঃকরণকালীন অথবা কাশিলে চর চর করে, কাঁচা কাঁচা বোধ হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। বাম ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণাসহ জরায়ু ভ্রংশ।

২। অণ্ডকোষে পেষণবৎ যন্ত্রণা।

৩। হাঁচি সহ জলবৎ তরল সর্দ্দি।

৪। বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা রোধ।

৫। হস্ত মৈথুনের পর প্রত্যেক রাত্রিতে লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত স্বপ্নদোষ, লিঙ্গ শুষ্ক শিথিল হইয়া থাকে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—আর্জেণ্টাম মেটালিকাম রোগী লম্বা পাতলা এবং খিট্ খিটে প্রকৃতির। কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না। স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। পারদের অপব্যবহার হেতু এবং হস্ত মৈথুন জনিত শারীরিক ধাতুগত দোষের একটী উত্তম ঔষধ।

ডিম্বাশয়—আর্জেণ্টাম মেটালিকামে শরীরের বাম পার্শ্ব, বিশেষরূপে বাম ডিম্বাশয় অধিক আক্রান্ত হয় আর আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে উভয় ডিম্বাশয় আক্রান্ত হইলেও দক্ষিণ ডিম্বাশয় অধিক হয়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমের কার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বেই অধিক প্রকাশ পায়।

আর্জেণ্টাম মেটালিকামে ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণার সহিত জরায়ু ভ্রংশ (prolupsus of uterus) লক্ষণও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। রোগী মনে করে ডিম্বাশয় যেন অত্যন্ত বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হইতেছে।

কর্কট রোগ—(cancer)—জরায়ুর কর্কট রোগে আর্জেণ্টাম মেটালিকাম একটী উৎকৃষ্ট আশু উপকারী (palliative) ঔষধ। জরায়ু হইতে পূঁজ সদৃশ এবং রক্তযুক্ত অত্যন্ত দুর্গন্ধ কলতানি স্রাব নির্গত হয়। এত অধিক দুর্গন্ধ হয় যে, সেই ঘরে বাস করা অসহ্য হয়। অনেক সময় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়—জরায়ুর এইরূপ অবস্থার সহিত কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না।

ক্ষত (ulcer)—আর্জেণ্টাম মেটালিকামের কার্য্য অন্যান্য ধাতুজ ঔষধের ন্যায় অত্যন্ত গভীর। ইহাতে যে ক্ষত হয় তাহা ক্রমশঃ গভীর হইতে থাকে। (ulceration that eats deeply)। ক্ষত হইতে সবুজ আভাযুক্ত অথবা পীতবর্ণ অত্যন্ত ঘন স্রাব নির্গত হয়। ক্ষত সময় সময় এত গভীর হয় যে অস্থি উপাস্থি ইত্যাদি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়। এই প্রকার ক্ষতে কোন যন্ত্রণা না থাকিতেও পারে। আর্জেণ্টাম মেটালিকামের যন্ত্রণা শূন্যতা এবং ঘন স্রাব বিশেষত্ব বলিলেই হয়।

স্বর ভঙ্গ (Hoarseness)—আর্জেণ্টাম মেটালিকাম গায়ক, বক্তা, অর্থাৎ যাহাদিগের কণ্ঠনালীর অধিক ব্যবহার হয় তাহাদিগের এবং পেশাদার গায়কদিগের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ স্বর ভঙ্গের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (This medicine has been one of the old stand-bys from the time of Hahnemann for loss of voice in professional singers—Kent) কণ্ঠনালীতে (larynx) প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। ইহা দেখিতে ঠিক ময়দা সিদ্ধ কাইএর ন্যায় (exactly like boild starch)। এতদ্ব্যতীত কণ্ঠনালীতে জ্বালা এবং চর চর করে।

কাশি (cough)—আর্জেণ্টাম মেটালিকামের কাশিতে বক্ষঃস্থলে কোন কষ্ট থাকে না—অতি সহজেই শ্লেষ্মা উঠে। গলা কেবল চর চর করে। শ্লেষ্মা দেখিতে ময়দার কাইএর ন্যায় (boiled starch)। সামান্য শ্লেষ্মা উঠিলেই কাশির উপশম হয়। অথচ কাশি শুষ্ক এবং অধিক শ্লেষ্মা কদাচিত ওঠে। (Cough is accompanied by an easy expectoration of white, thick, starch-like mucus without taste and smell but most of the time it is not attended by expectoration)। এতদ্ব্যতীত আরো দেখিতে পাওয়া যায়, সকল সময় শুষ্ক কাশি লাগিয়াই রহিয়াছে, কাশির যেন আর বিরাম নাই সময় সময় সামান্য অতি ক্ষুদ্র বটিকা সদৃশ সাদা শ্লেষ্মা নির্গত হয় তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য সাময়িক কাশি হ্রাস হয়। (Every minute or two it is cough, cough, a sharp hack, without any expectoration at all, but up will come a little globule of boiled starch. It does not relieve the cough more than a second and so the cough goes on) কিন্তু কাশি রাত্রিতে শয়নে উপশম হয়। শ্লেষ্মা সাদা ব্যতীত সময় সময় পীত আভাযুক্ত ও চট্ চটে আঠার ন্যায়, গলা হইতে সহজে ছাড়িতে চায় না। শ্লেষ্মা যে প্রকারেরই হউক সর্ব্বদা ঘন এবং পুরু (thick)। আর্জেণ্টাম মেটালিকামে শ্লেষ্মা সাদা এবং হলদে দুই রকমই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ সময়ে সাদাই হইয়া থাকে। হাসিলে, জোরে চেঁচাইয়া পড়িলে, কাশির উদ্রেক হয় (ড্রসেরা, ফস্, ষ্ট্যানাম) এবং প্রায়ই গলা খক্ খক্ করিতে হয় কারণ শ্লেষ্মা আসিয়া গলদেশে সমাবেশ হয়। এই প্রকার কাশি শীঘ্রই ক্ষয়কাশে পরিণত হয়।

সর্দ্দি (Coryza)—হাঁচিসহ জলের ন্যায় অত্যন্ত সর্দ্দি থাকে। নাসিকার cartilage (উপাস্থি) আক্রান্ত হয়। এই প্রকার সর্দ্দি tubercular কিংবা পুরাতন sycotic ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং শীঘ্র আরোগ্যও হয় না।

শিরঃ ঘূর্ণন (vertigo)—জলের গতি কিংবা স্রোত কিংবা জল চলিয়া যাইতেছে এইরূপ দেখিলে শিরঃঘূর্ণন হয়। মস্তক অত্যন্ত ঘুড়াইতে থাকে চক্ষুতে ধুঁয়া ধুঁয়া দেখে, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, মস্তিষ্ক গুলাইয়া যায়—। মস্তকের বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। সামান্য মানসিক গোলমালেই শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়। কোন কার্য্যে মনযোগ দিতে পারে না। (He is incapable of carrying on a regular business and hence it has been said, almost a keynote, "Brain fag of business men.")

মৃগীরোগ (Epilepsy)—আর্জেণ্টাম মেটালিকামে অনেকটা মৃগী রোগের ন্যায় খেচুনি প্রকাশ পায়, মৃগী রোগের আক্রমণের সহিত ভীষণ প্রলাপ অবস্থা আরম্ভ হয়, রোগী উন্মাদের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতে থাকে এবং নিকটে যাহারা থাকে তাহাদিগকে মারিতে যায়। শরীরের নানাস্থানে খিল ধরা যন্ত্রণা হয়, এই প্রকারে ক্রমশঃ মস্তকে যন্ত্রণা হয় এবং এই যন্ত্রণা ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া হঠাৎ হ্রাস হয়, যন্ত্রণা প্রায়ই বাম পার্শ্বেই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তক ঘূর্ণনও বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ ক্রমই অধিক ব্যবহার হয়। ইহা পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয় ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর। ২।১ মাত্রাতেই আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায়।

সমগুণ ঔষধ—ষ্ট্যানাম, হাসিলে কাশির বৃদ্ধি হয়।

রোগের বৃদ্ধি—গাড়ী আরোহণে, স্পর্শে অথবা চাপে, কথোপকথনে, সঙ্গীতে, চেঁচাইয়া পাঠে।

এণ্টিমক্রুডাম (Antimonium Crudum)

ফিজিওলজিক্যাল ক্রিয়া—এণ্টিমণি ঔষধ সমূহের ক্রিয়া হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট প্রকাশ পায় ইহাদিগের কার্য্যে অবসাদ ঘটাইয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যেরও ব্যাঘাত উৎপন্ন করে বা অধিকাংশ স্থলেই তদহেতু ঘর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এণ্টিমণির দ্বিতীয় কার্য্য অন্নবহনলীব (alimentary) উপর—বমন, বমনোদ্বেগ, ভেদ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এণ্টিমণির এবম্বিধ কার্য্য আছে বলিয়াই ইহাকে ওলউঠা রোগে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এণ্টিমণির এই প্রকার কার্য্য ফুস্ ফুস্ পাকাশয়িক স্নায়ু হইতেই উত্থিত হয় বলিয়া মনে হয় কাজে কাজেই ইহার কার্য্যকে সম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থাৎ local বলা যাইতে পারে না।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। শিশু খিট্ খিটে, রাগী, কাহারো স্পর্শ অথবা কাহারো তাহার প্রতি তাকান পছন্দ করেনা, অত্যন্ত বিরক্ত হয়। (Cannot bear to be touched or looked at, child fretful peevish) তাহার প্রতি একদৃষ্টে সামান্য তাকাইলেই বিরক্ত হয়। রোগী নিজে কোন কথা বলিতে কিম্বা কেহ তাহাকে কোন কথা বলে তাহাও ইচ্ছা করে না।

২। অত্যধিক আহার হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ। জিহ্বা দুগ্ধবৎ শ্বেত লেপাবৃত (thick, milky white coating on the tongue) পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল সামান্য আহারেই পেটের গোলযোগ হয়।

৩। শিশু শীতল জলে স্নানে বিরক্ত হয় (aversion to cold bathing) কিছুতেই শীতল জলে স্নান করিতে চায় না। শিরঃপীড়া এবং নানা প্রকার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। অত্যধিক উত্তাপ বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। উদরাময় ভেদ বমন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

৪। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের বিশেষতঃ মেদ প্রবণ শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

৫। বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং উদরাময়ের (alternate Constipation and Diarrhoea) উত্তম ঔষধ।

৬। গাত্র ত্বকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (abnormal growth of skin) হস্ত এবং পদের নখ ভঙ্গ প্রবণ, চির খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৭। গাত্রে এবং বিশেষতঃ পদতলে বৃহদাকারের কড়া (corns) উৎপন্ন হয় এবং রোগী তদহেতু হাঁটিতে কষ্ট বোধ করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিশুর নাসারন্ধ্রের ধার এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল চিরিয়া যায় এবং ক্ষত হয়।

২। শ্লেষ্মা স্রাবী অর্শ—সর্ব্বদা মলদ্বার হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয় তাহাতে স্থান হাজিয়া যায় এবং কাপড়ে দাগ লাগে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—প্রত্যেক ঔষধেরই এক একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যামোমিলার শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ঘুড়িয়া বেড়াইলে ক্রন্দনের উপশম হয়। বোরাক্সে নিম্নাভিমুখীন গতিতে শিশুর ক্রন্দন বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার এন্টিম ক্রুডামে শিশুর প্রতি একদৃষ্টে তাকাইলে কিম্বা স্পর্শ করিলে বিরক্ত হয় (child cannot bear to be touched or looked at) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মানসিক লক্ষণই হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব সেই প্রকার এন্টিম ক্রুডামের মানসিক লক্ষণও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শিশু অত্যন্ত খিটখিটে এবং রাগী, তাহার দিকে কেহ তাকায় কিম্বা কেহ স্পর্শ করে সে আদপেই পছন্দ করে না—বরং অত্যন্ত বিরক্ত হয় (সিনা, সাইলিসিরা). এক গুঁয়ে স্বভাব কাহারও কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না। নাসারন্ধ্রের ধারে এবং ওষ্ঠদ্বয়ের কোণগুলি চির

খাইয়া ফাটিয়া যায় ও ক্ষত হয়, (নাসিকা ফাটিয়া যায় কার্ব্ব এনামেলিস) শিশুদিগের এবম্প্রকার মানসিক লক্ষণের সহিত নাড়ীর গতির অনিয়মতা বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। শীতল জলে স্নান করিতে হইলে শিশু ভয়ানক বিরক্ত হয়। উষ্ণ জল তত অধিক খারাপ বোধ করে না। এন্টিম ক্রুডাম রোগীর ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। ঠাণ্ডা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক-দিগের মধ্যে এই প্রকার খিটখিটে মানসিক লক্ষণ অধিক দেখা যায় না। তাহারা বরং পালসেটিলার ন্যায় বিমর্ষ এবং ক্রন্দনভাবাপন্ন হয়, এতদ্ব্যতীত কোন কোন স্থানে প্রণয়সূচক অবস্থাও (sentimental mood) প্রকাশ পায় রোগী সুন্দরী স্ত্রীলোকের ভালবাসার পতিত হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করে, গান গায়। এন্টিম ক্রুডামে শিশুদিগের এই প্রকার মানসিক লক্ষণের সহিত অধিকাংশ স্থলেই পাকস্থলির গোলযোগ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

পরিপাক ক্রিয়া এবং বমন—এই ঔষধের সর্ব্ব-প্রধান কার্য্যই হইতেছে পরিপাক ক্রিয়ার উপর। পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যতিক্রম হইলে সর্ব্বপ্রথমেই জিহ্বাতে তাহার পরিচয় প্রকাশ পায়। জিহ্বা দুগ্ধবৎ শ্বেত লেপাবৃত হয়। (thickly coated, white, very white as milk),—ইহাই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। জিহ্বার সমুদয় স্থানেই সমভাবে শ্বেত লেপে আবৃত থাকে। ইহা ব্যতীত কখন কখন আবার দেখা যায় এই সাদা লেপ (white coating) ক্রমশঃ জিহ্বার পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ পীতাভ হইয়া আইসে। আবার কখন কখন জিহ্বার পার্শ্ব লালবর্ণ এবং কিঞ্চিৎ ক্ষতযুক্ত হয়। অনেক ঔষধেই শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এন্টিমক্রুডামের ন্যায় এত অধিক শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা আর কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না। অত্যধিক আহার হেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হইলে এবং তদসহ বমন বোধ, পাকস্থলিতে যন্ত্রণা এবং উক্তপ্রকার শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা বর্ত্তমান থাকিলে সর্ব্বপ্রথমেই এন্টিম ক্রুডামকে স্মরণ করিবে। এবম্প্রকার লক্ষণের এন্টিমক্রুডামই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ। এন্টিমক্রুডাম বিশেষতঃ অত্যধিক পাকস্থলিপূর্ণ করিয়া আহার অথবা অধিক গ্রীষ্মের উত্তাপ অথবা অধিক শীতল জলে স্নান হেতু বমন হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এন্টিমক্রুডামের পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের সহিত বমন এবং

বমনেচ্ছা উভয় থাকিতে পারে কিন্তু বমনেচ্ছাই প্রবল থাকে। শিশু যাহা আহার কিম্বা পান করে বমনের সহিত তাহাই উঠিয়া আইসে। শিশুদিগের বমনে ইহা যত অধিক নির্ব্বাচিত হয়, বয়সের অন্য অবস্থায় ততোধিক দেখা যায় না। কিন্তু এণ্টিমক্রুডাম শৈশব এবং বার্দ্ধক্য এই দুই অবস্থাতেই অধিক প্রয়োগ হয়। শিশু যেমন দুগ্ধ পান করে তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলে। বমনের দুগ্ধ চাপ চাপ দধির ন্যায় হইয়া (curdled milk) বহির্গত হয় এবং তৎসহিত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে ইহা ব্যতীত সময় সময় পৈত্তিক বমনও হয়। ক্ষুধামান্দ্য, পকাশয় শূল ইত্যাদিও অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধ যুক্ত উদ্গারও ওঠে।

উদরাময় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য—উদরাময় জলবৎতরল অথবা আংশিক তরল এবং আংশিক শক্ত শক্ত মলযুক্ত অথবা ক্ষুদ্র ডেলা ডেলা মল এবং অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত অথচ ছানার শক্ত শক্ত দলাযুক্ত (Hard lumps of curdled milk) ইহা ব্যতীত, রোগীর এইরূপ বোধহয় যে মলত্যাগকালীন প্রচুর মল নির্গত হইবে কিন্তু কেবলমাত্র বায়ু নিঃস্বরণ হয়, অবশেষে শক্ত শক্ত মল বহির্গত হয়। উদরাময় শীতল জলে স্নানে অম্ল কিংবা— ভিনিগার পানে কিম্বা অত্যধিক উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। এণ্টিমক্রুডামে প্রায়ই দেখা যায় বমন অবস্থায় প্রাধান্য কালীন কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য মল সাদা শুষ্ক গুটলে গুটলে হয় দেখিতে অনেকটা চাপ চাপ শক্ত ছানার ন্যায়। এণ্টিমক্রুডাম যেমন শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে সেই প্রকার বৃদ্ধদিগেরও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়ের ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়।

ইথুজা—ইহাতেও আমরা এণ্টিমক্রুডামের ন্যায় থান থান দধির ন্যায় বমন দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা বিশেষতঃ শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন অধিক হয় এবং অন্য সময়েও হয়। বমন অত্যন্ত জোরের সহিত নির্গত হয় এবং বমনের পর শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া ঝিমাইয়া পড়ে পুনরায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেমনি স্তন কিংবা দুগ্ধ পান করে আবার উক্ত প্রকারে বেগের সহিত থান থান আকারে বমন হইয়া উঠিয়া যায়। ইথুজার দুগ্ধের চাপ সমূহ অত্যন্ত বৃহৎ

বৃহৎ হয় এমন কি অনেক সময় গলায় আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়। এন্টিম ক্রুডামে শিশুকে পেট বোঝাই করিয়া দুগ্ধ পান করাইলে অর্থাৎ অত্যধিক আহার করাইলে বমনের আশঙ্কা হয়। রোগ বাড়াবাড়ি হইলে এবং বহুদিন যাবৎ পথ্যাপথ্যের দোষ অথবা গ্রীষ্মের উত্তাপ অথবা দন্তোদ্গমের উপসর্গ হেতু ভুগিয়া ভুগিয়া শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ইথুজা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইথুজা Teething children দিগের দন্তের মাড়ির যন্ত্রণাতে উত্তম কার্য্য করে যখন বমনই তাহাদিগের রোগের প্রধান লক্ষণ হয়।

ইপিকাক—আহার অথবা কাশির পর বমন এন্টিমক্রুডামের ন্যায় ইহাতেও অত্যন্ত প্রবল রহিয়াছে কিন্তু ইপিকাকে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা বমনেচ্ছা (nausea) অত্যন্ত অধিক আর এন্টিমক্রুডামে বমন এবং বমনোদ্রেক (Vomiting and retching) অত্যন্ত অধিক। ইহা ব্যতীত এন্টিমক্রুডামের জিহ্বা দুগ্ধবৎ শ্বেতলেপাবৃত আর ইপিককের জিহ্বা পরিষ্কার।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব- ছানা ছানা দুগ্ধ এবং অম্ল বমনে (curdled milk) ক্যালকেরিয়া কার্ব্বও একটি উত্তম ঔষধ এবং শিশুদিগেতে ইহা সর্ব্বদা প্রয়োগ হয়। ক্যালকেরিয়া রোগীর শারীরিক গঠন সম্বন্ধেও অত্যন্ত বিষেষত্ব রহিয়াছে (ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দেখ) ক্যালকেরিয়ার ভেদ এবং বমন উভয়েই ছানা কাটা, মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ অথবা অম্ল গন্ধ যুক্ত। ইথুজাতে কেবল বমনের সহিত জমাট দুগ্ধ বর্ত্তমান থাকে, মলের সহিত থাকে না। থান থান জমাট দুগ্ধ বমনে ইথুজাই অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইথুজাতে শিশুকে দুগ্ধ পান করান মাত্রই অত্যন্ত বেগের সহিত বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং বমনান্তে শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহাই হইতেছে ইথুজার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ক্যালকেরিয়াতে দধির ন্যায় থান থান বমন হয় না, কেবল পুনঃ পুনঃ দুধ তুলিয়া ফেলে এবং ছানা কাটা কাটা থাকে। জিহ্বা দেখিলেই এন্টিমক্রুডাম হইতে ইথুজা এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে পৃথক করিতে অধিক কষ্ট হয়না যেহেতু ইহাদের জিহ্বা পরিষ্কার আর এন্টিক্রুডামের জিহ্বা দুগ্ধবৎ শ্বেত লেপাবৃত।

দুগ্ধ বমনের ঔষধসমূহের পার্থক্য নিরূপণ।

এন্টিমক্রুডাম

১। অত্যধিক আহার অথবা অত্যধিক উত্তাপ অথবা অত্যধিক শীতল জলে স্নান হেতু হয়।

২। বমনের সহিত ভুক্ত দ্রব্য বহির্গত হইয়া যায়। শিশুদিগের বমনের সহিত জমাট জমাট দুগ্ধ অর্থাৎ দধির ন্যায় চাপ চাপ উঠিতে থাকে।

৩। উদরাময় জলবৎতরল এবং তৎসহিত অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য অথবা ডেলা ডেলা মল অথবা শক্ত শক্ত দুগ্ধের চাপ বর্ত্তমান থাকে।

৪। জিহ্বা অত্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত।

শিশু এবং বৃদ্ধদিগের প্রতি অধিক ব্যবহার হয়।

ইথুজা—

১। শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালীন অধিক হয়। ইহা ব্যতীত অন্য সময়ও হয়।

২। বমন অত্যন্ত জোরের সহিত নির্গত হয়। বমনান্তে শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া শুইয়া পড়ে। পুনরায় ক্ষুধিত হইয়া যেমনি দুগ্ধ পান করে আবার তেমনি তৎক্ষনাৎ দুধ তুলিয়া ফেলে। বমন দধির ন্যায় থান থান।

৩। উদরাময় পীত এবং সবুজ আভাযুক্ত উদরাময়ে দধির ন্যায় চাপ থাকে না—

৪। জিহ্বার কোন বিশেষত্ব নাই।

এই ঔষধ শিশুদিগের প্রতি কেবল ব্যবহার হয়।

ইপিকাক—

১। বমন অপেক্ষা বমনের ইচ্ছা অত্যন্ত অধিক থাকে।

২। আহারের পর বমন বৃদ্ধি হয় এবং ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়।

৩। মল ঘাসের ন্যায় সবুজ ফেনা ফেনা উদরে শূল বেদনা থাকে। নাভি কুণ্ডলের চতুর্দ্দিকে যন্ত্রণা হয়।

৪। জিহ্বা পরিষ্কার।

অবিরাম বমনেচ্ছা (Continuous Nausea) হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব। জিহ্বা সর্ব্বদা পরিষ্কার।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব—

১। শিশু মোটা মাংসাল এবং অত্যন্ত শ্লেষ্মা প্রধান।

২। বমন দুগ্ধ পান করা কালীন আরম্ভ হয় এবং অন্য সময়েও হয়। বমন (Flakes of curdled milk) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা ছানা বর্ত্তমান থাকে।

৩। উদরাময় জলবৎ তরল কিম্বা শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ কিম্বা সাদা অত্যন্ত দুর্গন্ধ অথবা অম্লগন্ধযুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেঁড়া ছেঁড়া ছানা থাকে (curdled milk)।

৪। জিহ্বা পরিষ্কার। বমন এবং মল উভয়েতেই দুগ্ধ ছানা (flakes of curdled milk) থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় শিশুর মস্তকে বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। হস্তপদ সদা সর্ব্বদা শীতল থাকে। এই ঔষধটিতে রোগের লক্ষণ অপেক্ষা রোগীর ধাতুগত লক্ষণ বিশেষত্ব, এণ্টিমক্রুডামের জিহ্বার সহিত ব্রাইওনিয়ার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এণ্টিমক্রুডামের জিহ্বার শ্বেত লেপ অত্যন্ত অধিকরূপ থাকে এবং জিহ্বার সমুদায় স্থান সমভাবে লেপাবৃত হয়। ব্রাইওনিয়ার যদিও শ্বেত লেপাবৃত আছে কিন্তু এণ্টিমক্রুডামের মত তত অধিক নয়। শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা দেখিলেই এই দুইটি ঔষধকে স্মরণ করিতে ভুলিবে না। সকল গ্রন্থকারগণই বলিয়া গিয়াছেন এণ্টিমক্রুডামের জিহ্বার প্রলেপ (coating) অত্যন্ত পুরু যেন সাদা চুণের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে (Tongue coated thick white as if white washed)। এই বিষয়ে কাহারো মত ভেদ দেখা যায় না, অথচ জিহ্বার প্রলেপ বিষয়ে ফ্যারিংটন সাহেব এই দুইটি ঔষধে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিতেছেন, ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। আমি একটি রোগীর বিষয় বর্ণনা করিতেছি তাহাতেই ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে।

একজন স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় ৭০ হইবে, জ্বরে ভুগিতেছেন জ্বর প্রায় ১১।১২টার বৃদ্ধি হইত, সম্পূর্ণ জ্বরের বিয়োগ হইত বলিয়া আমার মনে হয় না, প্রথমতঃ কোষ্ঠ কাঠিন্য ছিল, তৎপর তরল ভেদ হইতে আরম্ভ হইল এবং বুকে প্রচুর তরল শ্লেষ্মা কাশিও বর্ত্তমান ছিল, জিহ্বার অত্যন্ত ভীষণরূপ লেপাবৃত দেখিলে সকলেরই এণ্টিমক্রুডামের বিষয় মনে পড়িত অথচ

এন্টিমক্রুডামে কোনই উপকার হইতেছিল না। রোগীর আত্মীয়স্বজন জিহ্বা দেখিয়া বলিতেন "এই প্রকার লেপাবৃত জিহ্বা কি করিয়া পরিষ্কার হইবে, আমাদের ধারণার মধ্যেই আসে না"। প্রত্যহ একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আসিতেন, অথচ তিনি চিকিৎসার ভার লইতেন না; তিনি বলিতেন এবার বোধ হয় আর সারিয়া উঠিতে পারিবেন না"। পরামর্শার্থ আরো ২।৩ জন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রবীণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকিয়া আনা হইল অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইল, জ্বর কিছুতেই উপশম হয় না, ক্রমশঃ রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল এবং পুত্রেরাও আমাকে ছাড়েন না, আমি তখন পলাইতে পারিলে বাঁচি। অবশেষে আমি একদিন ব্রাইওনিয়া দিলাম এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, সেইদিন হইতেই জ্বর হ্রাস হইয়া আসিল এবং কয়েক দিনের মধ্যে রোগী একমাত্র ব্রাইওনিয়াতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।" এই স্থলে আমার ইহা উল্লেখ করা তাৎপর্য্য হইতেছে —যে এন্টিমক্রুডামের জিহ্বার সহিত ব্রাইওনিয়ার সাদৃশ্যতা দেখান। আমার মনে হয় যে স্থলে জিহ্বা ঈষৎ পীত লেপাবৃত হয়, সে স্থলে ব্রাইওনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য আর যে স্থলে পুরু শ্বেত লেপাবৃত হয় সে স্থলে এন্টিমক্রুডামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।—এই স্থলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ না করার কারণই হইতেছে "কোষ্ঠ কাঠিন্যের পরিবর্ত্তে উদরাময় বর্ত্তমান থাকা—"। কোষ্ঠ কাঠিন্য ব্রাইওনিয়ার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।—আমি ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি জিহ্বার অধিকরূপ শ্বেত লেপাবৃত দেখিলে এন্টিমক্রুডামের সহিত ব্রাইওনিয়াকে চিন্তা করিবে।—এইস্থলে জিহ্বার উপর নির্ভর করিয়া ব্রাইওনিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতেই রোগী সম্পুর্ণ আরোগ্য হয়। —যদিও আমি এই স্থলে জিহ্বার সাদৃশ্যতা বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বলিলাম তথাপি আর আর আনুসঙ্গিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ভঙ্গপ্রবণ নখ (Nail splitting)—ইহা একটি অতি অস্বাভাবিক শারীরিক লক্ষণ (Constitutional symptom) এবং হস্ত ও পদের নখাগ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তের নখগুলি ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং সহজে ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া যায় ও অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি হয়। যদি কোন প্রকারে কোন নখ ফাটিয়া যায় তাহা হইলে তাহা শীঘ্র পূর্ব্বাবস্থায় না আসিয়া অন্য আকার প্রাপ্ত হয়, পুরু হইয়া চির খাইয়া যায়।

পদদ্বয়ের নখগুলিও এই প্রকার ভঙ্গ প্রবণ হয় অথবা বিকৃতি আকার প্রাপ্ত হয় অথবা শুষ্ক হইয়া যায়, আর বৃদ্ধি হয় না ডাক্তার ফ্যারিংটন বলিতেছেন —I have also used this drug successfully in treating a split hoof in the case of my own horse অর্থাৎ ফ্যারিংটন সাহেব তাঁহার নিজের ঘোড়ার এই প্রকার নখের দোষ এণ্টিমক্রুডাম ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন।

সাইলিসিয়া—হস্ত এবং পদের উভয় স্থানের নখাগ্র বিকৃতি প্রাপ্ত হয় (Nail crippled on fingers and toes)।

থুজা—নখসমূহ ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং ক্ষয় হইয়া এক প্রকার বিকৃতি অবস্থায় পরিণত হয়। প্রমেহ রোগের দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, (Nail brittle, crumbling, distorted).

গ্র্যাফাইটিস—নখ ভঙ্গ প্রবণ এবং ক্ষতের ন্যায় যন্ত্রণা হয়। পুরু ক্ষয় হইয়া বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এতদসহ চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকিলেই ইহা অধিক ফলপ্রদ হয়। (Nails become thick, crippled).

কড়া (corns)—কড়া শারীরিক ধাতু দোষ এবং জুতার চাপে উৎপন্ন হয়। থুজার বাহিক প্রলেপে অল্প সময়ে উপকার পাওয়া যায়। পদদ্বয়ের তলায় কড়ার (corns and callositis) এণ্টিমক্রুডাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দেখিতে অনেকটা শৃঙ্গাকৃতি (Horny) আকারের হয় এবং এত অধিক স্পর্শাধিক্য (sensative and tender) যে মাটিতে পা ফেলিয়া রোগী হাঁটিতে পারে না। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে অত্যন্ত দুরারোগ্য বাত রোগও (worst cases of chronic rheumatism) এতদ লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া এণ্টিমক্রুডাম প্রয়োগ করাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। গাত্র ত্বকের যে স্থানেই হউক উক্ত প্রকার শৃঙ্গাকৃতি উপমাংস (Horny excrscenses) অর্থাৎ কড়ার উদ্ভব দেখিলেই এণ্টিমক্রুডাম স্মরণ করা উচিত। কারণ এইরূপ অবস্থায় ইহা একটি উত্তম ঔষধ।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—ইহাতে পায়ের তলায় যন্ত্রণা হয় এবং ইহা পায়ের ঘামের দরুণ হয়।

লেডাম—পায়ের গোড়ালিতে এবং তলায় যন্ত্রণা হয় এবং তদহেতু রোগী হাঁটিতে কষ্ট বোধ করে।

মেডোরহিনাম—হাঁটুতে ভর দিয়া হাঁটে। একটি শিশু বড় হইয়াও হাঁটিতে পারিত না কেবল হাঁটুতে ভর দিয়া চলিত, এইরূপ অবস্থায় মেডোরহিনাম দেওয়ায় অত্যন্ত উপকার হয়।

লাইকোপোডিয়ম—পায়ের তলা স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। এই কড়া সম্বন্ধে ডাক্তার ক্যাসপারি (Dr. Caspare) একস্থানে বলিতেছেন—একটি রোগীর পদতলের নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকট প্রায় মধ্যে মধ্যে শৃঙ্গাকৃতি হইয়া মাংস উঁচু হইয়া উঠিত এবং তিনি ছুড়ি দিয়া তাহা কাটিয়া দিতেন। কিন্তু পুনরায় হইত এবং যন্ত্রণা বোধ করিত এইরূপ বহুদিন হইতে হইতেছিল, ডাক্তার ক্যাসপারি তাহাকে এন্টিমক্রুডাম দ্বারায় সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

চর্ম্মরোগ—যে সমুদায় শিশুদিগের প্রতি এন্টিমক্রুডাম নির্ব্বাচিত হয় তাহাদিগের প্রায়ই পীড়িকা (eruption) বর্ত্তমান থাকে এবং এই পীড়কা সমূহ (eruption) মামড়িযুক্ত (consisting of crust) দেখিতে অনেকটা মধুর ন্যায় হলদে বর্ণ এবং কড়ার (corns) ন্যায় পুরু। আক্রান্ত স্থানের ত্বক অল্পতেই ফাটিয়া যায়। এইরূপ চিড়িয়া যাওয়া বিশেষতঃ নাসারন্ধ্রের

এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সন্ধিস্থলে অধিক প্রকাশ পায়।

ডাক্তার ক্লোটার মুলার এন্টিমনিয়ম ক্রুডামকে পীতবর্ণ পীড়কার (Impetigo) অতি উত্তম ঔষধ বলেন তিনি বলেন মুখমণ্ডলে এবং জননেন্দ্রিয়ে হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। Dr. Cloter Muller speaks of its extraordinary efficacy in affections on the skin. I have reason to think," he writes, "that Antimonium Crudum is an invaluable remedy in all cutaneous affections where pimples, pustules, pocks or furuncular elevations arise primarily or secondarily, especially when at the same time there is severe continued pricking itching, of the skin, and after rubbing tenderness and soreness." It is particularly useful, he adds, when such phenomena occur on the face or on the genitals, as in impetigo scroti" (Hughes)

ডিপথিরিয়া—ডাক্তার ফ্যারিংটন এই ঔষধের মানসিক লক্ষণ এবং

নাসারন্ধ্রের চারিপার্শ্বে ও ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থলে উপরিউক্ত প্রকার বিদারণ এবং মামড়ি (Crust) যুক্ত পীড়কা লক্ষণে এণ্টিমক্রুডাম প্রয়োগে একটি শিশুর ডিপথিরিয়া আরোগ্য করেন I know of one case of diphtheria cured by Antim crudum when the symptoms were these—the child was very cross, whining and crying simply because it was looked at, this was, specially so on awakening from sleep and there were those crust around the nosestrills and in the corners of the mouth, Antimonium crudum not only removed these but cured the diphtheria,—Farrington).

উপরিউক্ত ঘটনাটিতে এণ্টিমনিয়ামক্রুডামের লক্ষণ কি প্রকার মূল্যবান তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

চক্ষুপ্রদাহ—উত্তাপ হেতু উদ্ভূত চক্ষুর প্রদাহেও এণ্টিমক্রুডাম ব্যবহার হয়। উজ্জল আলো, সূর্য্যের কিরণ কিংবা অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে যন্ত্রণা অধিক হয়। (মারকিউরিয়াস সল)। এণ্টিমক্রুডামে চক্ষুর কোনে (Canthus) অধিক প্রদাহ হয়, গ্র্যাফাইটিসে চক্ষুর পাতার সমুদায় ধারে অধিক প্রদাহ হয় ইহা ব্যতীত এণ্টিমক্রুডাম অক্ষিপুটের পুরাতন আরক্তিমতারও (Chronic redness of the eye-lid) একটি উত্তম ঔষধ।

জরায়ু ভ্রংশ—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়েও এণ্টিমক্রুডামের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে এই ঔষধে শীতল জলে স্নান রোগীর সহ্য হয় না, সেইরূপ শীতল জলে স্নান করিয়া মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে এবং জরায়ু নির্গমনের (Prolupsus of uterus) আশঙ্কা সকল সময় জরায়ু প্রদেশে (Bearing down) নিম্নাভিমুখীন আকর্ষণ যন্ত্রণা যেন কিছু একটা যোনিদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ অবস্থা হইলেও ডিম্বাশয় প্রদেশ (Ovarian regions) যন্ত্রণাযুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য হইলে এণ্টিমক্রুডাম ব্যবহারে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায়।

বাত—এণ্টিমক্রুডাম গেঁটে বাতে উত্তম কার্য্য করে। বিশেষতঃ যখন ইহা ধাতুগত দোষ হইয়া পড়ে (When gout has become constitutional) সন্ধির (joint) অনেক স্থলে গেঁটে বাতের দরুণ ঢিবলি ঢিবলি আকারের

অস্থিগুল্ম (nodes) প্রকাশ পায়। যত্তপি এই ঔষধের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকার পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলেই উপকারের যথেষ্ট আশা করা যাইতে পারে নতুবা ইহা প্রয়োগে কিছুই হইবে না।

এন্টিমক্রূডামে আমরা আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাই। যখন রোগের কোন উপসর্গ আরোগ্য হইয়া পুনরায় আবির্ভাব হয় তখন তাহা সচরাচর শরীরের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে অর্থাৎ হঠাৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। এতদস্থলে স্থান পরিবর্ত্তনের বিশেষত্ব যে শরীরের এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে প্রকাশ হয়। (উর্দ্ধে বাম পার্শ্বে এবং নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে—এগারিকাস। উর্দ্ধে দক্ষিণ পার্শ্ব এবং নিম্নে বাম পার্শ্বে—মডোরহিনাম, ফসফরাস, ব্রোমিয়াম)।

শিরঃপীড়া—শীতল জলে স্নানে, ঠাণ্ডা লাগিয়া, মাদক দ্রব্য সেবনে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে অথবা ঘৃত পক্ক খাদ্য দ্রব্য আহারে অথবা কোন প্রকার পীড়িকা অবরুদ্ধ হেতু হয়।

স্বরভঙ্গ—এন্টিমক্রূডাম রোগী যেমন অধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না সেই প্রকার অধিক উত্তাপও সহ্য করিতে পারে না। অধিক গরম হেতু স্বরভঙ্গ (Loss of voice) এবং মানসিক উপসর্গ প্রকাশ পায়, অতি অল্পতেই রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আগুনের নিকট রান্না কিম্বা অগ্নির উত্তাপে কিম্বা সূর্য্যের কিরণে কার্য্য করিয়া কোন রোগ হইলে এন্টিমক্রূডামের বিষয় চিন্তা করিবে। এন্টিমক্রূডাম গ্রীষ্মকালীন রোগের একটি অতি প্রধান ঔষধ। এন্টিমক্রূডামের রোগী প্রধানতঃ রৌদ্রের উত্তাপ আদপেই সহ্য করিতে পারে না, ভেদ, বমন, কাশি, শিরঃপীড়া ইত্যাদি নানান উৎসর্গ প্রকাশ পায়।

গ্রীষ্মের উত্তাপে যে প্রকার নানান রোগের বৃদ্ধি হয় সেই প্রকার অধিক ঠাণ্ডায়, শীতল জলে স্নানেও এন্টিমক্রূডাম রোগীর শিরঃপীড়া উদরাময় পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ দন্তশূল ইত্যাদি নানান উপসর্গ প্রকাশ পায়। কোন পুরাতন রোগ শীতল জলে কিম্বা নদীতে স্নান করিয়া হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহাতে এন্টিমক্রূডামকে চিন্তা করা উচিত। (When any case of long standing comes to us and the patient date the begining of his trouble to going in swimming or falling into the

water we think of Antimonium Crudum and examine for further indication for the drug—(Nash)।

অর্শ—শ্লেষ্ম বং রসস্রাবী অর্শের অর্থাৎ mucous pilesএর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বদা সামান্য সামান্য শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইতে থাকে কাপড়ে দাগ লাগে এবং মলদ্বার হাজিয়া যায় অথচ জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না।

হুপিং কাশি—শরীর অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে অথবা উষ্ণ ঘরে অথবা শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি হয়।

জ্বর

সময়—দিন ১২টা অথবা অপরাহ্ণ।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—(Prodrome)—পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ এবং মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়।

শীতাবস্থা—পিপাসা থাকে না (এপিস, পালসেটিলা, চায়না)। শীত দ্বিপ্রহরে অথবা অপরাহ্ণে হয় এবং শরীরের পশ্চাতে অধিক বোধ করে। প্রকৃত শীত অপেক্ষা শীতভাবের প্রাধান্যই অত্যন্ত অধিক (chilliness predominates) এমন কি উত্তপ্ত ঘরেও শীত বোধ করে। (উত্তপ্ত ঘরে অথবা আগুনের নিকট বসিলেও শীত শীত বোধ অধিক বৃদ্ধি হয়—এপিস বাহ্যিক উত্তাপে শীত বৃদ্ধি হয়—ইপিকাক)। শীত অবস্থায় অত্যন্ত ঘুমাইতে ইচ্ছা করে (দাহ অবস্থায় ঘুমাইতে ইচ্ছা করে—এপিস)। শীতের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম অবস্থা প্রকাশ পায়। শীত অবস্থা অনেক সময় প্রকাশই হয় না এবং হইলেও অতি সামান্য হয়।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। দাহ অবস্থায় যখন ঘর্ম্ম হয় প্রায় দেখা যায় ঘণ্টা খানেকের জন্য শরীর অত্যন্ত গরম হয়। তৎপরে হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া আবার কয়েক ঘণ্টার জন্য শরীরে শুষ্ক উত্তাপের সঞ্চার হয়। সূর্য্য কিরণে সামান্য পরিশ্রমেই শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। দাহ অবস্থায় সময় সময় বমনও হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীতের সঙ্গে সঙ্গেই অথবা শীত অবস্থার পরই ঘর্ম্মাবস্থা প্রকাশ পায়। একদিন অন্তর প্রতি প্রাতঃকালে একই সময়ে ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা—দুগ্ধবৎ অত্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত (Thickly coated milky white) এই জিহ্বাই এন্টিমক্রূডামের সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। স্বাদ তিক্ত।

নাড়ী—নাড়ীর গতি অত্যন্ত অসামঞ্জস্য। কখন দ্রুত আবার কখন মৃদু অথবা প্রবল হয়। প্রত্যেক কয়েকটি স্পন্দনের পর নাড়ীর গতির পরিবর্ত্তন হয়।

বিচ্ছেদাবস্থা (apyrexia)—পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের লক্ষণই প্রাধান্য থাকে (ইপিকাক, পালসেটিলা, নাক্সভমিকা) ক্ষুধা থাকে না। বমনেচ্ছা, বমন এবং তিক্ত আস্বাদ। পাকস্থলী প্রদেশে ভার ভার বোধ। ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্গার। উদরে যন্ত্রণা এবং তদসহিত উদরাময় কিংবা কোষ্ঠবদ্ধ। খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অরুচি কিন্তু অম্ল দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা (লবণ খাইতে ইচ্ছা—নেট্রাম মিউর)।

এন্টিমক্রুডাম	পালসেটিলা
জ্বরের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা — দুঃখ এবং বিষাদজনক মনোভাব।	জ্বরের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা —পিপাসা এবং উদরাময়।
শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীতের পরই ঘর্ম্ম এবং তৎপর দাহ হয় অথবা এক সঙ্গেই শীত এবং ঘর্ম্ম অথবা ঘর্ম্ম এবং দাহ পর্য্যায় ক্রমে হয়।	শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। দাহ এবং ঘর্ম্ম ঠিক নিয়মিত ভাবেই হয়। কখন কখন কেবল এক পার্শ্বেই শীত হয়। দুইটি শীতের আক্রমণ এক প্রকার নয় (no two chills alike).
জিহ্বা—দুগ্ধবৎ শ্বেতলেপাবৃত। উদরাময় অথবা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে।	জিহ্বা—হলদে বর্ণ শ্লেষ্মায় আবৃত থাকে। উদরাময় থাকে।
পিপাসা—কোন অবস্থাতেই থাকে না।	পিপাসা—শীত আসিবার পূর্ব্বে সময় সময় পিপাসা হয়, আর অন্য অবস্থায় হয় না।

দেখিতে পাইতেছি উভয় ঔষধেই পিপাসা নাই। পালসেটিলার কেবল শীত আসিবার পূর্ব্বে জল পিপাসা হইতে যদিও দেখা যায় তথাপি এই লক্ষণটিকে কোন প্রকার প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না। জিহ্বাতেই এই উভয় ঔষধের

পার্থক্য নিরূপন অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এন্টিমক্রূডামে আর একটি লক্ষণ দেখা যায় তাহা অন্য কোন ঔষধে নাই বলিলেই হয়, তাহা হইতেছে শীত অবস্থার পরই ঘর্ম্ম অবস্থা—এবং তৎপর দাহ অবস্থা—(One of the few remedies where sweat follows chill and is followed by heat—Dr. Allen)।

শিশুদিগের রেমিটেণ্ট জ্বরে (remittent) বেলা দ্বিপ্রহরে জ্বর বৃদ্ধি হইলে এন্টিমক্রূডাম তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পরলোকগত ভক্তিভাজন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের শিশুদিগের এই প্রকার রেমিটেণ্ট জ্বরের এন্টিম-ক্রূডাম একটি প্রিয় ঔষধ ছিল।

ন্যাস বলিতেছেন Many times in cases of gastric or remittent fever for which Antimonium crudum is a very excellent remedy, I have been led its use by the very condition of mind. Another thing that I have noticed in many of these cases is that the fever runs higher at night and is accompanied with great thirst and the white tongue is almost always present. Such children are quite apt to have sore cracked and crusty nostrils and corners of the mouth, and so this may appear when sick.

ডাক্তার ন্যাস সাহেবও বলিতেছেন শিশুদিগের সবিরাম (remittent) জ্বরের এন্টিমক্রূডাম বাস্তবিকই একটি অতি সুন্দর ঔষধ। ইহার মানসিক লক্ষণ এবং জিহ্বার উপর নির্ভর করিয়া প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যায়। তিনি আর একটি কথা বলিতেছেন যে, প্রায় দেখা যায় রাত্রিতে জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এন্টিম-ক্রূডামে জ্বরের কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না এইরূপ স্থলে ন্যাস সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহা তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু এই ঔষধ প্রয়োগকালীন জিহ্বার শ্বেত লেপাবৃতের সহিত রোগীর মানসিক লক্ষণ এবং নাসারন্ধ্রের পার্শ্বের বিদারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—গোচরাচর ৬, ৩০ এবং ২০০ ক্রম ব্যবহার হয়। নখাগ্রের বিদারণে ২০০ ক্রমকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অনুপূরক—স্কুইলা।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—(পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে) ব্রাইওনিয়া পালসেটিলা, ইপিকাক।

রোগের বৃদ্ধি—আহারের পর, শীতলজলে স্নানে, অম্লস্বাদবিশিষ্ট মদ্যপানে, অগ্নির উত্তাপে এবং অত্যধিক ঠাণ্ডায় অথবা অত্যধিক গরমে।

রোগের উপশম—মুক্ত বায়ুতে, বিশ্রামে এবং উষ্ণজলে স্নানে।

রোগীর বিবরণ

রোগী একটি বালক বয়স ১২ বৎসর, আসামের এক চা বাগানের এক সম্ভ্রান্ত স্বত্বাধিকারীর পুত্র। বালকটি বাল্যকালেই মাতৃহীন হইয়াছে। রোগীর পিতা ব্যবসা উপলক্ষে সচরাচর কলিকাতাতেই থাকিতেন। একদিন আমার এক বন্ধু, তিনিও আসাম দেশবাসী, সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়া উক্ত ভদ্র মহোদয়ের বাটীতে উঠিয়াছেন। তিনি একদিন আমাকে চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করেন। সন্ধ্যার পর যাইয়া উপস্থিত হই, দেখিলাম বালকটি সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতেছে এবং এঘর ওঘর করিতেছে। এমন সময় তাহার উভয় হস্তের চেটোয় কুষ্ঠ রোগের ন্যায় এক প্রকার চর্ম্ম রোগ দেখিলাম। এতদ্দর্শনে আমার আর তথায় আহার করিতে প্রবৃত্তি হইল না, আমি গোপনে আমার বন্ধু ভদ্রলোকটিকে ডাকিয়া সমুদায় বিষয়টি বলিলাম। তাঁহার সহিত আলাপে জানিতে পারিলাম তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। উপায় নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া তিনি সেখানে রহিয়াছেন। তৎপর দিবস পিতাকে সমুদায় বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা হইল। তিনি এতদ রোগের কোন কারণ ঠিক বলিতে পারিলেন না কেবল মাত্র ইহাই বলিলেন আসামে চাবাগানে থাকাকালীন শিশু অবস্থায় ছেলেটিকে চা বাগানের কুলী ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইত এবং সেই স্ত্রীলোকটীর কোমরে একপ্রকার চর্ম্মরোগ ছিল যদি তাহা হইতে কিছু হইয়া থাকে এবং ইহাও জানিতে পারিলাম বালকের পিতার কখন উপদংশ কিংবা পারদের দোষ ছিল না। তিনি আরো বলিলেন এইরূপ অবস্থা বহুদিন হইতেই হইয়াছে। কবিরাজী চিকিৎসায় একবার সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পুনরায় হইয়াছে। বালকটি

দেখিতে কিঞ্চিৎ কৃশ গাত্রের রং বেশ পরিষ্কার, হস্তের চেটোয় উচু উচু হইয়া কুষ্ঠ ব্যাধী সদৃশ মাংস ঠেলিয়া উঠিয়াছে। শক্ত, অসমান এবং খস খসে ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সন্ধি স্থলেও উক্ত প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে। আমি রোগটি সঠিক নির্ণয় করিতে না পারায় ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে বলিলাম। তদনুযায়ী পরদিবস প্রাতে আমরা সেই রোগীকে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনিও দেখিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। কোন প্রকার পারদ কিংবা উপদংশ অথবা প্রমেহ রোগ পিতার হইয়াছিল কিনা এবং চুলকায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। এবম্প্রকার কিছুই হয় নাই জানিতে পারিলেন। তথাপি তিনি রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন এবং বলিলেন আমার ইহা কড়া (corns) বলিয়াই বোধ হইতেছে এবং এন্টিমক্রুডাম ৬ষ্ঠক্রম দুইবার করিয়া সেবন করিতে এবং উক্ত ঔষধের ১× চূর্ণ ভেসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া হস্তে এবং অন্যান্য আক্রান্ত স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইতে ব্যবস্থা দিলেন। দেখা গেল এক সপ্তাহে রোগীর হস্ত অনেক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং হস্তের চেটো পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কোমলও হইয়াছে এই একমাত্র এন্টিমক্রুডাম ধৈর্য্য সহকারে ব্যবহারে বালকটী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং এখন পর্য্যন্ত সুস্থভাবেই বাস করিতেছে।

২। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কার্য্য সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছি, এইরূপ সময়ে একদিন একজন চর্ম্মকার—আমার নিকট তাহার এক পুত্রকে চিকিৎসার্থ লইয়া আইসে। বালকটির বয়স ৭ বৎসর হইবে, সম্পূর্ণ কৃশ নয় এবং অধিক স্থূলকারও নয় ৫ দিন হইতে জ্বরে ভুগিতেছে, জ্বর সমস্ত সময় লাগিয়া থাকে, বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরে অধিক হয়, পিপাসা অতি সামান্য, ঘর্ম্ম কিছুমাত্র নাই, অত্যন্ত খিট্ খিটে, সর্ব্বদাই ঘ্যান ঘ্যান্যনি লাগিয়া রহিয়াছে— ৩ দিন হইতে মলত্যাগ হইতেছে না, জিহ্বা অত্যন্ত শ্বেত লেপাবৃত এবং নাসিকার ধার সমূহ যেন ক্ষতযুক্ত। গাত্র ত্বকও অগ্নিবৎ উষ্ণ। এতদলক্ষণে আমি তাহাকে প্রথম দিবস একমাত্রা সিনা ২০০ ক্রম দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম, তৎপর দিন সংবাদ পাইলাম জ্বরের কিছুই উপশম হয় নাই বরং আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রাইওনিয়া ৩০ ক্রম ৪ মাত্রা দিয়া বলিয়া দিলাম—আগামী কল্য যেন একবার সংবাদ দেওয়া হয়—তাহাতেও জ্বরের বিশেষ কিছুই উপকার হইল না কিন্তু একবার মাত্র মলত্যাগ হইয়াছিল। জিহ্বার অবস্থা দেখিয়া পুনঃ পুন এন্টিমক্রুডামের কথা স্মরণ হইতেছিল বটে কিন্তু এন্টিম ক্রুডামের জিহ্বার শ্বেত

লেপাবৃত চুনের প্রলেপ সদৃশ, জিহ্বার অবস্থা এতাদৃশ লেপাবৃত না থাকায় ইহা প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিলাম কিন্তু দ্বিপ্রহরে জ্বর অধিক হয়, নাসিকার ধার সমূহ কিঞ্চিৎ ক্ষতযুক্ত এবং খিট্‌ খিটে মেজাজ ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া এন্টিম ক্রুডাম ৩০ এক মাত্রা দিয়া বিদায় করিয়া বলিয়া দিলাম—"কল্য তোমার সন্তানের জ্বর নিশ্চয়ই উপশম হইবে" এবং তৎপর দিন প্রাতে সংবাদ পাইলাম জ্বর আর বৃদ্ধি হয় নাই, অনেকটা সুস্থ আছে। এন্টিম ক্রুডামেই অবশেষে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল।

এই রোগীটি প্রথম হইতেই এন্টিমক্রুডামের ছিল। জিহ্বার শ্বেত লেপাবৃত যদিও সম্পূর্ণ এন্টিমক্রুডামের ন্যায় ছিল না তথাপি অনেকটা সাদা ছিল, এতদ্ব্যতীত রোগীর মেজাজ নাসিকার ধার ইত্যাদি অনেক লক্ষণ ছিল যাহাতে সর্ব্বপ্রথমেই এন্টিমক্রুডাম আমার প্রয়োগ করা উচিত ছিল।

ইস্কিউলাস (Aesculus)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইস্কিউলাস হিপোক্যাষ্টানাম (Aesculus Hippocastanum)। ইহা মধ্য এশিয়া জাত বৃক্ষ বিশেষ। পরিপক্ক ফলের ভাল শাস হইতে মূল আরক প্রস্তুত হয়।

ডাক্তার ব্যাকম্যান প্রথমতঃ এই ঔষধটি সাত জন ব্যক্তির উপর পরীক্ষা করেন তৎপর ডাক্তার হেল আরো অনেক লক্ষণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করেন কিন্তু সমুদায় সিদ্ধান্ত করণেই (proving) দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে সকলেরই (যাহাদিগের উপর এই ঔষধ পরীক্ষিত হইয়াছিল) পশ্চাদ্দেশের নিম্নে (Lower back) অর্থাৎ সরলান্ত্র এবং বস্তি প্রদেশে (pelvic region) ইহার কার্য্য— যন্ত্রণা, ভার ভার বোধ, শুষ্কতা, পূর্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। কাজে কাজেই উক্ত স্থানের লক্ষণ সমূহের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইস্কিউলাসে রক্তাতিশয্য (Plethora) লক্ষণটি সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর বর্ত্তমান

দেখিতে পাওয়া যায়—যেন শরীরের নাড়ী সমুদায় রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং শরীরের এই প্রকার পূর্ণতা অর্থাৎ ভার ভার বোধ নিদ্রার পর অধিক প্রকাশ পায়—রোগী নিদ্রা ভঙ্গের পর অত্যন্ত খারাপ বোধ করে, কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনায় কিংবা পরিশ্রম করিলে ভার ভার বোধ থাকে না। এই পূর্ণতা যেন কত রক্ত সঞ্চয় হইয়াছে, এই প্রকার বোধ—হৃৎপিণ্ডে, ফুসফুসে, পাকস্থলীতে, মস্তিষ্কে, বস্তি কোটরে, চর্ম্মে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইলেও বস্তি কোটরে (Pelvic cavity) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। শরীরের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, বস্তি কোটর ইত্যাদি নানা স্থানে রক্তাধিক্যতা বশতঃ পূর্ণতা এবং ভার ভার বোধ (fullness and heavyness in various parts)।

২। মলদ্বার—শুষ্ক এবং উত্তপ্ত, মনে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের কুচি যেন আটকাইয়া রহিয়াছে, কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া ঊর্দ্ধ দিকে ঠেলা মারে (Rectum dry and hot, feels as if full of small sticks)।

৩। অর্শ—নীল আভাযুক্ত। রক্তস্রাব শূন্য অথবা কদাচ রক্ত-স্রাবসহ এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত, (Haemorrhoids blind, painful, burning, purplish, rarely bleeding)।

৪। ভীষণ কটিদেশ যন্ত্রণা—যন্ত্রণা সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে—(Severe dull backache in lumbo-sacral articulation)।

৫। কোষ্ঠকাঠিন্য—শক্ত শুষ্ক মল, সহজে নির্গত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী বিমর্ষ, খিট্‌ খিটে, সহজেই বিরক্ত হয়।

২। সর্দ্দি—জলবৎ তরল এবং জ্বালা জনক।

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষযুক্ত গলদেশ প্রদাহ (follicular pharyngitis)। গলদেশে ভীষণ যন্ত্রণা।

মানসিক লক্ষণ—অত্যন্ত খিটখিটে, বিষাদপূর্ণ, অল্প কথাতেই বিরক্ত হইয়া উঠে, কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না।

অর্শ এবং কটি দেশের যন্ত্রণা—ইস্কিউলাসের সর্ব্ব প্রধান ব্যবহারই হইতেছে অর্শ রোগের উপর—ইহাকে এক কথায় অর্শ রোগের ঔষধ বলিলেই হয় এবং সর্ব্ব স্থলে ও সর্ব্বজনে ইহা অর্শ রোগের ঔষধ বলিয়াই সুপরিচিত কিন্তু সকল প্রকার অর্শ রোগেই যে ইহা কার্য্য করিবে—এ মত কিছুই নয়—ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে—

সর্ব্বদা কটি দেশে ভার ভার বোধ এবং যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং এই যন্ত্রণা Sacrum এবং জানু (Hip) পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। ইহা ব্যতীত মলদ্বার শুষ্ক, উষ্ণ এবং ক্ষুদ্র কুচি কুচি কাষ্ঠের কিংবা কাঁচের টুক্‌রা পরিপূর্ণ বোধ হয় ও তদহেতু মলদ্বারে খচ্ খচ্ ভীষণ যন্ত্রনা হয়, চুলকায়, জ্বালা করে। রোগী এতদ যন্ত্রণা হেতু চলাফেরা করিতে পারে না। সরলান্ত্রে সর্ব্বদা যেন রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে (constant dull backache affecting the sacrum and hips much aggravated by walking and stooping. In addition to this backache, there is a feeling of fullness, dryness and sticking as if the rectum was full of sticks)। ইস্কিউলাসের অর্শ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় না, হইলেও অল্পই হয়। রক্তস্রাবহীন বলিলেই হয়। ইগ্নেসিয়া এলোজ, পডফাইলাম ইত্যাদির ন্যায় বলি বহিঃ নিঃসরণের কিংবা নির্গমনের কোন সম্ভাবনা থাকে না (No tendency to protrusion or prolupsus)। ডাক্তার হিউজ বলেন যে স্থলে কোষ্ঠ কাঠিন্যই কেবল লক্ষণ কিংবা কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং যে স্থলে যন্ত্রণা অধিক, রক্তস্রাব স্বল্প থাকে। সেইরূপ স্থলেই ইস্কিউলাস প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায় (The form of disease in which I have found it specially efficient is that in which the only connected symptom or appreciable cause is constipation and where there is much uneasiness and pain but little bleeding—Dr. Hughes)।

ইস্কিউলাসের অর্শ সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে পারিলেই যথেষ্ট—Haemorrhoids, which may or may not bleed, are accompanied by a feeling of dryness in the rectum, as though little sticks or splinters were pricking the folds of the mucous membrane. This is the keynote for Aesculus, Aesculus also has weak feeling at the sacro-iliac—region, as though the back were about to give out at this point. অর্শ রোগে ইস্কিউলাস বাহ্যিক লোসন দেওয়া হয়। এক ভাগ ইস্কিউলাস মূল অরিষ্ট ৪ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

ইস্কিউলাসে lumbro sacral region অর্থাৎ কটিদেশের যন্ত্রণা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং অর্শের সহিত ইহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার গারেন্সি এই লক্ষণটির উপর অধিকরূপ বিশেষত্ব দিয়াছেন, তিনি বলেন ইস্কিউলাসের উক্ত কটিদেশে যন্ত্রণা অত্যন্ত গভীর হয় না বরং উহা যন্ত্রণাযুক্ত দুর্ব্বলতা মাত্র। সঞ্চালনে, কাজ কর্ম্মে প্রারিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। বিশ্রামে উপশম হয়। কোন কাজকর্ম্ম করিতে হইলে কিংবা হাটাহাটি করিতে হইলে কটিদেশে যেন ছিঁড়িয়া খসিয়া যাইতে চাহে, কাজেকাজেই রোগীকে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে হয়।

(Dr. Guernsey attaches great importance to this pain as a "key note" for this remedy. "The pain" he writes "in this region is not severe, more a sensation of painful weakness and is brought on by exercise and relieved by rest, when attempting to walk about or attend to usual occupations, the back gives out and the patient is obliged to rest).

Lumbo sacral region এর যন্ত্রণার লক্ষণটি অর্শ রোগ ব্যতীত সরলান্ত্র অথবা জননেন্দ্রিয়ের রোগেও যেমন জরায়ুচ্যুত জরায়ুভ্রংশ জরায়ু প্রদাহ এবং পুরাতন কৃষ্ণবর্ণ ক্ষয়কারক স্রাবযুক্ত শ্বেত প্রদরের সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও ইস্কিউলাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

• কটিদেশের যন্ত্রণা রোগী উপবেশন অবস্থা হইতে দাঁড়াইতে কিংবা চলাফেরা করিতেই পারে না, রোগীকে দাঁড়াইতে হইলে অনেক চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ লক্ষণ অনেকটা সালফার এবং পেট্রোলিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায় (You will see one suffering from the Aesculus

backache on attempting to rise from sitting make many painful efforts before he finally succeeds—Kent)

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত এবং শুষ্ক, সহজে নির্গত হয় না। সরলান্ত্রে শুষ্কতা এবং উষ্ণ ভাব ও তদ সহিত কটিদেশে যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। মলত্যাগের পর মলদ্বারে পূর্ণতা এবং ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় (এলোজ, ইগ্নেসিয়া, এসিড মিউর, সালফার)।

সর্দ্দি, গলকোষ প্রদাহ এবং শিরার বিবৃদ্ধি—সর্দ্দি এবং গল কোষপ্রদাহের ইস্কিউলাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দ্দি জলবৎ তরল এবং জলন যুক্ত, অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায় কিন্তু গলদেশে (fauces) শুষ্ক এবং কাঁচা কাঁচা বোধ বর্ত্তমান থাকে ও জ্বালা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সংক্রান্ত গলদেশ প্রদাহে (Follicular pharyngitis) ইস্কিউলাসের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু এই স্থলেও শুষ্কতা এবং কাঁচা কাঁচা বোধ ও অত্যন্ত জলন বর্ত্তমান থাকে। ইস্কিউলাসে গলদেশের প্রদাহে স্থান লালবর্ণ না হইয়া বরং নীলবর্ণ হয় (purple or blue)। ইস্কিউলাসে শৈরিক রক্তের (venons blood) সঞ্চার হয় এবং শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠে, এতদহেতুই শিরার বিবৃদ্ধিতে (Varicose veins) এই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। যে স্থলেই শিরার বিবৃদ্ধি তদসহ প্রদাহ ও নীল আভাযুক্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে সেইরূপ স্থলে ইস্কিউলাসের বিষয় একবার চিন্তা করিবে। চক্ষুর প্রদাহেও আমরা এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাই—চক্ষুর শিরাগুলি প্রদাহ হইয়া বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও লাল না হইয়া বরং ঈষৎ নীলাভাযুক্ত হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—ইস্কিউলাসে পরিপাক ক্রিয়ার অনেকটা ফসফরাস ফেরাম এবং আর্সেনিকের লক্ষণ দেখা যায়। রোগী যেমনি আহার করে কিংবা আহারের কিছুক্ষণ পর ভুক্ত দ্রব্য অম্বলে পরিণত হয় এবং মুখে জল উঠিতে থাকে অবশেষে উদ্গার হইয়া বমন হইয়া যায়। এইরূপ লক্ষণ আমরা উল্লিখিত ঔষধ সমুহে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত পাকস্থলীতে সর্ব্বদা জ্বালা যন্ত্রণা এবং বমনোদ্বেগ লাগিয়া থাকে। পাকস্থলীর ক্ষতেও এই প্রকার অবস্থা প্রকাশ পায়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—স্ত্রীলোকের জরায়ু রোগে ইহা অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। বস্তিকোটর প্রদেশে ভার ভার বোধ এবং যেন কিছু বহির্গত হইয়া আসিবে এইরূপ মনে হয় (with dragging down

pain) এতদ সহিত সময় সময় প্রচুর শ্বেত প্রদর স্রাবও থাকে। জরায়ু প্রদেশ মনে হয় রক্তাধিক্য হইয়া রহিয়াছে এবং নিম্নোদর ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং পরে ভারী হইয়া থাকে। ইস্কিউলাসের নিম্নোদর ভার ভার বোধ একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। যে কোন রোগের সহিত এই ভার ভার বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইস্কিউলাসকে একবার স্মরণ করিবে।

শ্বেত প্রদর স্রাব—পুরাতন শ্বেত প্রদর স্রাবে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, স্রাব গাঢ় পীতবর্ণ এবং চট্ চটে। এতদসহ কটিদেশে যন্ত্রণা এবং ভার ভার বোধ থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইস্কিউলাস অর্শ রোগে সর্ব্বদা নিম্ন ৩x, ৬x অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্বেত প্রদর, গলদেশের প্রদাহ ইত্যাদিতে উচ্চ ক্রম, ৩০,২০০ প্রয়োগ হইতে পারে এবং অনেকে প্রয়োগ করিয়াও থাকে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—(অর্শ রোগে) এলোজ, কোলিন সোনিয়া, ইগ্নেসিয়া, এসিড মিউরেটিক, নক্স ভমিকা, এবং সালফার। নক্স এবং সালফার প্রয়োগে অর্শ রোগের উপকার হইয়াও যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তাহা হইলে ইস্কিউলাস প্রয়োগ আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

অর্শ রোগ কোলিন সোনিয়ার পরও ইস্কিউলাস উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি-সঞ্চালনে, হাটাহাটিতে, অবনত হইলে কটিদেশের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

রোগীর বিবরণ

১। কলুটোলায় একটি রোগী দেখিতে যাই। রোগীর বয়স প্রায় ৫০।৬০ হইবে, শীর্ণ এবং লম্বা প্রকৃতির অর্শের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। রোগী বলিলেন যদি আমার সংসারিক কোন প্রকার বন্ধন না থাকিত তাহা হইলে আত্মহত্যা করিয়া প্রাণ নষ্ট করিতাম—এত ভীষণ যন্ত্রণা হইতেছিল। বলি হইতে, রক্তস্রাব বিশেষ ছিল না দপ্ দপ্ খচ্ খচ্ যন্ত্রণা হইতেছিল এবং মনে হইতেছিল স্থান যেন ফাটিয়া যাইবে। আমি তাহাকে ইস্কিউলাস নিম্নক্রম ৬x সেবন করিতে দিলাম এবং বাহ্যিক লোশন করিয়া লাগাইতেও দিলাম, সেইদিন অপরাহ্নেই যাইয়া দেখি রোগীর যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়াছে এবং রোগী বলিলেন ঔষধ খাওয়া এবং লাগান মাত্রই অত্যন্ত উপশম পাইয়াছি। ইহা বলা

বাহুল্য—নানাবিধ এলোপ্যাথিক এবং জার্ম্মাণে প্রস্তুত হাডেন্সা ইত্যাদি ব্যবহার করা হইয়াছিল অথচ ইহাতে কিছুমাত্র উপকার পায় নাই।

২। একটি রোগীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। বহুদিন যাবৎ কটিদেশের যন্ত্রণায় ভুগিতেছিল এবং তৎসহিত পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিস বর্ত্তমান ছিল। কটিদেশের যন্ত্রণাহেতু হাঁটিতে চলাফেরা করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেন। পথে যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে বসিয়া বিশ্রাম করিতে হইত। শরীর নোয়াইতে হইলে কটিদেশ যেন ফাটিয়া যাইত। ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করিতেন, অথচ রাত্রিতে চিৎ হইয়া শয়নে অত্যন্ত উপশম বোধ করিতেন। শয়ন অবস্থায় এপাশ ওপাশ সঞ্চালন করিতেও কোন কষ্ট বোধ করিত না। রোগী দেখিতে লম্বা কৃশ এবং ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য। তিনি নিজেও একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল না পাইয়া অবশেষে আমাকে ডাকিয়া পাঠান আমি তাঁহার উল্লিখিত অবস্থা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ইস্কিউলাস ২০০ শক্তি সেবন করিতে বলিলাম এবং ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আর তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই।

থুজা (Thuja)

ইহার সম্পূর্ণ নাম থুজা অক্সিডেণ্টালিস।

একদা মহাত্মা হ্যানিমান তাঁহার নিজের চিকিৎসাগারে বসিয়া রোগী দেখিতেছেন এমন সময় একটি রোগী আসিয়া তাহার পুরুষাঙ্গে রোগ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পুরুষাঙ্গের মুখ হইতে গাঢ় পুঁজ স্রাব হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা এবং যন্ত্রণাও রহিয়াছে। লিঙ্গমুণ্ডে (Glans penis) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ফুস্কুড়ি উঠিয়াছে এবং স্থানটি কিঞ্চিৎ স্ফীতও হইয়াছে ও চুলকাইতেছে। এতদসমুদয় লক্ষণ দৃষ্টে মহাত্মা হ্যানিমান প্রমেহ রোগ হইয়াছে বলেন—তাহাতে উক্ত রোগী উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ওঠেন "কখনই না, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন।" মহাত্মা হ্যানিমান অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে সেই দিবস কোন ঔষধ না দিয়া ৩ দিন পর তাহার

সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন। তিন দিন পর রোগী ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দেখা করিলেন এবং বলিলেন রোগ আপনা হইতেই আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হ্যানিমান অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং এইরূপ হওয়ার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। হ্যানিমান অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই ভদ্রলোকটিকে পুনরায় রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর রোগীর মনে পড়িল যে, সে একদা একটি উদ্যানে ভ্রমণকালীন একটি বৃক্ষের পত্র অন্যমনস্কভাবে হস্তে লইয়া তাহা চিবাইয়াছিলেন এবং তৎপর দিবস হইতেই এইরূপ রোগ প্রকাশ পায়। হ্যানিমান এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ঐ বৃক্ষপত্র পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন উহা থুজা বৃক্ষ। এই প্রকারে এই মহৎ ঔষধ আবিষ্কার হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। ঈষৎ স্থূলকায় শ্লেষ্মাপ্রধান, চর্ম্মরোগ এবং সাইকোসিস্ দোষযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ লোকের প্রতি থুজা উত্তম কার্য্য করে।

২। থুজা সাইকোসিস দোষজাত ডুমুর সদৃশ আঁচিল, উপমাংস, মাংসাঙ্কুর, শ্লেষ্মা বটি ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩। টীকা এবং প্রমেহ দোষে কিংবা প্রমেহস্রাব অবরুদ্ধ হেতু দোষে থুজার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়।

৪। মনের বিকৃতি অবস্থা—যেন কোন অপরিচিত লোক তাহার সঙ্গে রহিয়াছে। আত্মা এবং দেহ শরীর হইতে যেন বিচ্ছিন্ন, পেটে জীবন্ত কোন জন্তু যেন নড়িয়া বেড়াইতেছে (ক্রোকাস, নাক্সমশ্চেটা), কোন অসাধারণ ক্ষমতার দ্বারা যেন পরিচালিত হইতেছে, সমুদায় শরীর যেন কাঁচের দ্বারা প্রস্তুত, আঘাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা, কাহাকেও তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে দেয় না।

৫। প্রমেহ কিংবা উপদংশ দোষ হেতু নবজাত শিশুর চক্ষুর প্রদাহ। আঁচিল কিংবা ফোস্কার ন্যায় বৃহৎ মাংসাঙ্কুর চক্ষুর পাতায় জন্মায়। উত্তাপে এবং আচ্ছাদনে উপশম হয়। রাত্রিতে চক্ষুর

পাতা জুড়িয়া যায়। পাতার ধারগুলি শুষ্ক চৰ্ম্ম পাপড়িযুক্ত (dry and scaly) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত আঁচিলে পূর্ণ হয় (ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া)।

৬। কেবলমাত্র অনাবৃত স্থানে কিংবা মস্তক ব্যতীত শরীরের সর্ব্বস্থানে ঘর্ম্ম হয় (সাইলিসিয়ার বিপরীত) এতদ্ব্যতীত নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম্ম হয়। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায় (স্যাম্বুকাসের বিপরীত)।

৭। শিরঃপীড়া পুরাতন প্রমেহ কিংবা উপদংশ দোষজাত। মস্তকের পাশে যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে (কফিয়া, ইগ্নেসিয়া)। অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়ায়, উত্তাপে এবং চা পানে বৃদ্ধি।

৮। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মলত্যাগকালীন মলদ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এমন কি রোগী কোঁথ দিতে পারে না। মল আংশিক বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া)।

৯। প্রমেহ অবরুদ্ধ হেতু বাত, ধ্বজভঙ্গ, আঁচিল ইত্যাদি নানাপ্রকার শারীরিক ধাতু দোষ জন্মায়।

১০। চৰ্ম্ম অপরিষ্কার, তৈলাক্ত, স্থানে স্থানে কটাবর্ণ দাগযুক্ত। বৃহদাকার বিচি এবং পুষ্পবৃন্তসদৃশ আঁচিল।

১১। প্রাতঃকালীন উদরাময় মল বেগের সহিত নির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ হয় (এলোজ)। পেটে ঢল ঢল শব্দ হয় যেন ফাঁপা নল হইতে জল ঢালা হইতেছে। প্রাতঃভোজন, ঘৃতপক্ক খাদ্য সামগ্রী আহার, পলাণ্ডু ভক্ষণ এবং টীকা দেওয়ার পর বৃদ্ধি।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক স্পর্শাধিক্যতা হেতু সঙ্গম ক্রিয়ায় অসমর্থ (প্ল্যাটিনা)। শুষ্কতা হেতু অসমর্থ—লাইকোপোডিয়াম, লাইসিন, নেট্রামমিউর)।

২। জননেন্দ্রিয় প্রদেশের ঘর্ম্মে মধুর ন্যায় গন্ধ।

৩। মলদ্বার বিদারণ এবং যন্ত্রণায় স্পর্শাধিক্য। মলদ্বার চ্যাপটা আঁচিলে অথবা রসযুক্ত শ্লেষ্মা গুটীতে বেষ্টিত।

৪। মলত্যাগান্তেও মনে হয়—আরো মূত্র যেন বহিয়া আসিতেছে এবং মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পর অর্থাৎ মূত্র শেষ হইবামাত্রই অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। (সার্সা। (Cutting pain at the close of urination)।

৫। দন্তের মাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত অথচ অগ্রভাব সুস্থ অবস্থাযুক্ত।

শারীরিক ধাতুপ্রকৃতি-সাইকোসিস-

সালফার লেখা কালীন বোধ হয় তিনটি miasm (দূষিত বাষ্প) সোরা (Psora), সাইকোসিস (Sycosis) এবং সিফিলিসের (Syphilis) বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়াছি। সালফার সোরিক ধাতুগ্রস্তের একটি সর্ব্বপ্রধান anti Psoric ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেইরূপ থুজা সাইকোসিসের (sycosis) একটি সর্ব্বপ্রধান antisycotic এবং মার্কারি উপদংশ (syphilis) ধাতুর প্রধান anti-syphilitic। সাইকোসিস (sycosis) ধাতুর বাহ্যিক পরিচয় অনেক সময় শরীরে প্রকাশ পায়—ইহা দেখিতে অনেকটা ডম্বুর সদৃশ (figwart, an excrescence at the roots of the hair or beard which resembles the interior of fig) কিম্বা শ্লেষ্মা গুটী (condylomata) কিংবা আচিল কিংবা একপ্রকার উপমাংস (excrescence) শরীরের চর্ম্মের উপর, কেশের গোড়ায় কিংবা শ্মশ্রুতে (beard) কিংবা লিঙ্গমুণ্ডে মলদ্বারে কিংবা শরীরের অন্যত্র উৎপন্ন হয়। এই সমুদয় লক্ষণ প্রমেহ রোগবশতঃ কিংবা প্রমেহ রোগ বাহ্যিক কোনপ্রকার ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধহেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং থুজা এই প্রকার অবস্থার একটি সর্ব্বপ্রধান বিষঘ্ন ঔষধ জানিবে।

একটি রোগীর অসাড়ে মূত্রস্রাব হইত। অনেক ভাল ভাল ঔষধ ব্যবহার করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল, তাহার হস্তের চেটো আঁচিলে ভরিয়া রহিয়াছে। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া থুজা প্রয়োগ করায় তাহার অসাড়ে মূত্রস্রাব রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

• থুজাই যে একমাত্র সাইকোসিসের (anti sycotic) বিষঘ্ন ঔষধ তাহা নয় —নাইট্রিক এসিড, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, স্যাবাইনা, সিনাবারিস ইত্যাদি অনেক সময় থুজার পূর্ব্বে কিংবা পরে প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু মহাত্মা

হানিমান থুজাকেই এইরূপস্থলে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলেন। অথবা চিকিৎসায় দেখিতে পাই কাহারো কাহারো প্রমেহ দোষ শরীর হইতে শীঘ্র দূরীভূত হয় না—একবার যদি কোন প্রকারে আক্রান্ত হইয়াছে তাহা হইলে তাহা তাহার ধাতুগত দোষ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রকার লোকের দেহ স্বভাবকে ডাক্তার গ্রাভল (Grauvgl) Hydrogenoid constitution আখ্যা দিয়াছেন এই প্রকার ধাতুগ্রস্তে অর্থাৎ Hydrogenoid constitution প্রমেহ বিষ অত্যন্ত ভীষণ ভাবে কার্য্য করে এবং এই প্রকার ধাতুতে যে সাইকোসিস দোষ থাকিতেই হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই। সাইকোসিস দোষ ব্যতীতও এই প্রকার দেহ স্বভাব (Hydrogeniod constitution) দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকার উপসর্গ (Bad effects of vaccination)—প্রমেহ বিষ ব্যতীত আরো দেখিতে পাই যে Hydrogenoid constitution ব্যক্তির উপর টীকা দেওয়া হইলে অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থা উৎপন্ন হয়—শীঘ্র টীকা শুষ্ক হয় না। টীকা দেওয়ায় (vaccination) নানা উপসর্গ উপস্থিত হইলে জানিতে হইবে যে উক্ত ব্যক্তি Hydrogenoid constitution শ্রেণীর। এই প্রকার টীকা হেতু দোষ নষ্ট করিতে সচরাচর দুইটি ঔষধকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে তাহা সাইলিসিয়া এবং থুজা। ইহারা উভয়ই এইরূপ অবস্থার বিষঘ্ন ঔষধ—সাইলিসিয়া টীকার দোষজনক সকল প্রকার এমন কি তড়কায়ও ব্যবহার হয়। থুজা—বিশেষতঃ উদরাময়ে এবং বসন্ত গুটিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ আকারের হইলে উত্তম কার্য্য করে কিন্তু আমরা থুজার ব্যবহার অধিক দেখিতে পাই। এতদহেতুই ডাক্তার বোণিংহাসেন বসন্ত গুটীতে পূঁজ সঞ্চয় হইতে আরম্ভ হইলেই থুজা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন এবং তিনি আরো বলেন যে এইরূপ অবস্থায় থুজা ব্যবহার করিলে শরীরে বসন্তজনিত দাগ হয় না।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণঃ—থুজা সাধারণতঃ সাইকোটিক এবং শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। মুখমণ্ডল চকচকে যেন চর্ব্বি মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলের উপর থুজার যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। থুজা রোগী অত্যন্ত ব্যস্তত্রস্ত, সমুদায় বিষয়েতেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। কাজকর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় দ্রুত ও চটপটে। মেজাজও অল্পতেই বিগড়াইয়া যায়। সামান্য বিষয়েই রাগান্বিত এবং উত্তেজিত হয়।

উন্মাদ এবং হিষ্টিরিয়া—থুজা রোগীতে কতকগুলি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকটা উন্মাদের ন্যায়—রোগী মনে করে তাহার সমুদয় শরীর কাঁচ কিম্বা কাঁচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ (Brittle) দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত এতদহেতু রোগী কাহাকেও তাহার নিকটে আসিতে কিংবা গাত্র স্পর্শ করিতে দেয় না, ভয় পায় কিছু লাগিলেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবম্প্রকার মানসিক অবস্থা, একমাত্র থুজা ব্যতীত আর কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। এণ্টিমক্রুডাম রোগীও কাহাকেও তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে কিংবা তাহার প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকাইতে দেয় না কিন্তু ইহা থুজা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। থুজার উক্ত প্রকার লক্ষণ মানসিক বিকৃতহেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত মানসিক অবস্থা ব্যতীত আর একটি অদ্ভুত মানসিক লক্ষণ থুজাতে বর্ত্তমান থাকে—তাহা হইতেছে রোগী মনে করে তাহার শরীর এবং আত্মা পৃথক অথবা কোন এক অপরিচিত ব্যক্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা রহিয়াছে অথবা কোন এক অস্বাভাবিক ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এতদ্ব্যতীত বয়স্কা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—রোগীর মনে হয় উদরে যেন কোন জীবন্ত জন্তু কোঁ কোঁ শব্দ করিতেছে অথবা জীবন্ত শিশু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এতদহেতু কৃত্রিম গর্ভে (false conception) থুজার ব্যবহার সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় (ক্রোকাস, নাক্সমশ্চেটা)। এই লক্ষণ সমুদয় সুস্থ অবস্থায় কদাচিত প্রকাশ পায়। উন্মাদ, হিষ্টিরিয়া এবং বিষিণ্ণচিত্ততা ইত্যাদি রোগে ইহাদিগকে প্রাবল্য দেখা যায়।

শিরঃপীড়া—থুজার শিরঃপীড়া মস্তকশূলের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ হয়। মস্তকের তালুতে অথবা কপালের পার্শ্বর অস্থিতে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী সহ্য করিতে পারে না অস্থির হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে (কফিয়া, ইগ্নেসিয়া) যন্ত্রণা একস্থানে লাগিয়া থাকে। অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়ায়, অধিক শারীরিক উষ্ণতায় এবং চা পানে (সিলিনিয়াম) শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত পুরাতন প্রমেহ অথবা উপদংশ রোগের দোষ বর্ত্তমান থাকা অত্যন্ত সম্ভাবনা।

মস্তক ঘূর্ণন—শিরঃপীড়ার সহিত সময় সময় মস্তক ঘূর্ণন

লক্ষণও প্রকাশ পায় এবং চক্ষু বুজিলে অধিক বৃদ্ধি হয়—(ল্যাকেসিস্, থেরিডিয়ন)।

স্নায়ু শূল—স্নায়ু শূল যন্ত্রণায় থুজার ব্যবহার সময় সময় দেখা যায় যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় যেন স্থান ফাটিয়া যাইতে চাহে। থুজায় স্নায়ুশূল যন্ত্রণা উপবেশন অবস্থায় এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে, রোগী অনেক সময় অচৈতন্যবৎ হইয়া পরে কাজে কাজেই রোগী সোজা হইয়া অর্থাৎ Horizontal Positionএ থাকিতে চেষ্টা করে। যন্ত্রণা গণ্ডস্থলের অস্থি এবং চক্ষু হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বিস্তারিত হয় এবং যন্ত্রণা মস্তক ও মুখমণ্ডলেই অধিক হয়, থুজার এই প্রকার স্নায়ুশূল যন্ত্রণা পীড়কা অবরুদ্ধ হেতুও (Suppressed eruption) হইয়া থাকে। পুরাতন প্রমেহ জনিত হইলে থুজাকেই প্রধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্পাইজেলিয়া—চক্ষুর এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ইহা একটি অতি উত্তম ঔষধ কিন্তু স্পাইজেলিয়ার যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া চক্ষুতে বিস্তারিত হয় এবং সূর্য্যের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়।

প্রমেহ—প্রমেহ রোগের থুজা একটি অতি মহৎ ঔষধ কিন্তু নূতন অবস্থাপেক্ষা পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ গ্লিট (Gleet) অবস্থায় এবং প্রমেহ রোগসহ আঁচিল বর্ত্তমান থাকিলেই ইহা অব্যর্থরূপে কার্য্য করে। প্রমেহ স্রাব তরল এবং সবুজ আভাযুক্ত ও মূত্রত্যাগকালীন ঈষৎ জ্বালা হয়। মূত্রত্যাগান্তের কিছুক্ষণ পর মূত্র নলীতে (urethra) কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব যেন বহিয়া আসিতেছে, এই প্রকার সুড় সুড় বোধ হয় (after urination there is a sensation as if a few drops of urine ran down the urethra)। প্রস্রাব শেষ হইবার অব্যবহিত পরই অনেক সময় কর্ত্তণবৎ যন্ত্রণা হয় (সার্স প্যারিলা)। থুজার প্রমেহ রোগের সহিত আঁচিল কিংবা উপমাংশ জননেন্দ্রিয়ে, মলদ্বারে, বিটপদেশে (perineum) কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে—

প্রমেহ রোগে থুজার প্রয়োগ আমরা সর্ব্বপ্রথম পাই না সাধারণতঃ দ্বিতীয় অবস্থায় যখন জ্বালা যন্ত্রণা হ্রাস হইয়া আইসে। পূঁজ জলবৎ তরল অবস্থা প্রাপ্ত

হয় এবং রোগ পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গদেশে কিংবা তৎনিকটস্থ অবস্থা শরীরের অন্য কোন স্থানে আঁচিল (warts) প্রকাশ পায় মুখশায়ী গ্রন্থি (Prostrate gland) আক্রান্ত হয় অল্প অল্প পূঁজ স্রাব লাগিয়া থাকে অথবা মধ্যে মধ্যে পূঁজে মূত্রাশয় অবরোধ হয় এইরূপ অবস্থায় এবং যাহারা পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগে ভোগে তাহাদিগের প্রতি থুজা উত্তম কার্য্য করে। পুরাতন প্রমেহ রোগে থুজা অত্যন্ত অধিকরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পুরাতন প্রমেহ রোগ অত্যন্ত দুরোরোগ্য এই বিষয়ে চিকিৎসক এবং রোগী উভয়কেই ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত। আমি এইরূপ স্থলে জিঙ্ক পারমাঙ্গানেট লোসন করিয়া (৪ আউন্স জলে এক গ্রেন) দিনে একবার পিচকারী দিতে ব্যবস্থা দিয়া আশু উপকার পাইয়াছি। পূঁজস্রাব অধিক থাকিলে এই প্রকার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নয়, কারণ অপকার হইতে পারে। যখন অতি অল্প পাতলা জলের ন্যায় পূঁজ মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে কিংবা লিঙ্গমুণ্ড কেবলমাত্র ভিজিয়া যায়—জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না কিংবা অতি অল্প থাকে—এইরূপ অবস্থায় উক্তরূপ লোসন ব্যবহার করা যাইতে পারে—

একোনাইট—প্রমেহ রোগের সর্ব্বপ্রথম অবস্থায় যখন প্রদাহ কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে ও পূঁজস্রাব দেখা দিয়াছে এবং রোগী জ্বর জ্বর বোধ করিতেছে এইরূপ অবস্থায় একোনাইট দিলে রোগ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না, আরম্ভে হ্রাস হইয়া যায়। আমি এইরূপস্থলে একোনাইট, সিপিয়া এবং জেলসেমিয়ামকে প্রাধান্য দিয়া থাকি। একোনাইটে উপকার না হইলে জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে পূঁজস্রাব প্রচুর আসিতে থাকিলে অর্থাৎ রোগের তরুণ অবস্থায় লক্ষণানুযায়ী ক্যান্থারিস, মার্কিউরিয়াস সল, ক্যানাবিস্ স্যাটাইভা ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে। ডাক্তার জেলডাম—ক্যানাবিস স্যাটাইভা এবং ডাক্তার বেয়ার মার্কিউরিয়াস সলকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু ইহারা তরুণ রোগের ঔষধ।

পুরাতন প্রমেহ রোগের সমগুণ ঔষধসমূহ—

গ্র্যাফাইটিস এবং সালফার—স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সালফার এবং গ্র্যাফাইটিসকে পুরাতন প্রমেহ রোগে উচ্চ স্থান

প্রদান করেন। তিনি বলেন প্রস্রাবে জ্বালা এবং পূঁজ নিঃসরণ থাকিলে ও তদ সহিত যদি হস্ত পদের জ্বলন থাকে সালফার দিবে আর যদি মূত্র নলীর মুখ পূঁজে জুড়িয়া যায় এবং তদহেতু প্রস্রাবে কষ্ট হয় ও জননেন্দ্রিয়ে খোসের মত ফুস্কুড়ি বহির্গত হয় তাহা হইলে গ্র্যাফাইটিস দিবে।

হাইড্রাসটিস—প্রদাহের শেষ অবস্থার যখন তরুণ লক্ষণ সমুদায় পরিষ্কার হইয়া যায়, অধিক পরিমাণ হলুদ বর্ণ পূঁজ পড়িতে থাকে, জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে এইরূপ অবস্থায় ইহা অধিক উপযোগী—

পালসেটিলা—ইহাও প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না, হলুদ বর্ণ ঘন প্রচুর পূজস্রাব হইতে থাকে এবং কাপড়ে হলদে বর্ণ দাগ লাগে, ধীর শান্ত প্রকৃতির লোকে উত্তম কার্য্য করে। হঠাৎ পূজ বন্ধ হইয়া গেলেও ইহা প্রযোজ্য, পূঁজবন্ধ হইয়া অণ্ডকোষ স্ফীত এবং একশিরা হইলেও পালসেটিলা নির্ব্বাচিত হয়।

নেট্রাম মিউর—সময় সময় মূত্রত্যাগের পরক্ষণই অর্থাৎ শেষ হইবার কালীন মুত্র পথে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। ইহার স্রাব জলের ন্যায় পরিষ্কার (clear and watery)। স্রাব অধিক হয় না, অতি অল্প অল্প হয় এবং রোগী কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্লিমেটিস—প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় এবং যখন এতদহেতু মূত্র কৃচ্ছ্র (stricture) হইবার সম্ভাবনা হয় তখনি ইহার প্রয়োগ অধিক দেখা যায়। এইরূপ স্থলে ইহা উচ্চ ক্রম ২০০ শক্তি প্রয়োগ হয়।

কোপেবা—রোগ যখন মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণ চটচটে আটাবৎ শ্লেষ্মা অথবা রক্ত এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে—তখন ইহা চিন্তা করিবে। ইহা নিম্নক্রম ১× অধিক ব্যবহার হয়।

কেউবেব—প্রথম অর্থাৎ প্রদাহ অবস্থা হ্রাস হইয়া গেলেও যখন মূত্রপথে মূত্রত্যাগের পর জ্বলন থাকে এবং হলুদবর্ণ গাঢ় অথবা পূঁজের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে, পালসেটিলা এবং মার্কিউরিয়াস ব্যবহারের পরও ইহা নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

পেট্রোসিলিনিয়াম—প্রমেহের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ প্রমেহের দরুণ হঠাৎ মূত্র ত্যাগের অত্যন্ত বেগ এমন কি কাপড় নষ্ট হইবার

উপক্রম হয় (great and sudden desire to urinate) এইরূপ লক্ষণে পেট্রোসিলিনিয়ামকে স্মরণ করিবে।

হেপার সালফার—মার্কিউরিয়াস সলের পর ইহা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। যন্ত্রণা হ্রাস হইয়া আসিলে এবং পুঁজের বর্ণ সাদা হইলে হেপার সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, রোগের এইরূপ অবস্থা প্রায় ৯।১০ দিবস পর উপস্থিত হয়। বেয়ার সাহেব মার্কিউরিয়াস সলের পর হেপার সালফারকে এইরূপ অবস্থায় অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন—

নাইট্রিক এসিড—প্রমেহ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা থুজার একটি সমকক্ষ ঔষধ। থুজায় সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (as a rule it seems to act best in case where Thuja proved useless—Dr Bahaer).

থুজা কদাচিৎ প্রমেহ রোগের তরুণ অবস্থায় অর্থাৎ জ্বালা যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়। যদিও বহু প্রবীণ চিকিৎসকগণ তরুণ প্রমেহ রোগে থুজা প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন আমার মনে হয় এতদসহ লিঙ্গদেশে কিংবা গুহ্যদ্বারে কিংবা নিকটস্থ স্থানে আঁচিল বর্ত্তমান থাকিলেই এই প্রকার ব্যবস্থা ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে। থুজা প্রমেহের দ্বিতীয় অবস্থায় আঁচিল না থাকিলেও ব্যবহার হয়, অনেক স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে সাইকোসিস প্রমেহ অর্থাৎ আঁচিল যুক্ত প্রমেহ রোগ থুজায় আরোগ্য না হইয়া নাইট্রিক এসিড ৩০ ক্রম এবং সিনাবারিস ৬ ক্রম দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

পুরাতন প্রমেহ সম্বন্ধে ডাক্তার হ্যাস কি ব্যবস্থা দেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—তিনি বলিতেছেন—After the inflammatory symptoms have subsided and the thin discharge have thickened and become greenish in appearance, Mercurius solubilis 6x trituration, a powder three times a day, would often finish the case. Or, if a little thin gleety discharge remain I cure that with Sulphur, Capsicum or Kali Iod. I have cured many cases in from one to two weeks in this way, Some times Pulsatilla, Sulphur or Sepia to finish up the case. (প্রদাহ লক্ষণ হ্রাস হইলে পাতলা পূঁজ স্রাব ঘন এবং নীলআভা ধারণ করিলে, মার্কসল ৬x চূর্ণ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করাইলে রোগ প্রায় ইহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায় অথবা যদি পাতলা গ্লিটের ন্যায় স্রাব থাকে সালফার,

ক্যাপ্সিকম কেলিআইওড ইত্যাদি ঔষধেই তাহা চলিয়া যায়। সময় সময় পালসেটিলা, সিপিয়া ইত্যাদির সাহায্যও লইতে হয়)।

আঁচিল (Warts)—যে আঁচিলের কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি এবং যাহা লইয়া থুজার বিশেষত্ব তাহার গাত্র দেখিতে অনেকটা ফুলকপি কিংবা ওল কচুর ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ফুলকপির ন্যায় খসখসে উপমাংসযুক্ত আঁচিল অধিকাংশস্থলে জরায়ুগ্রীবায় অধিক জন্মায়—অন্যান্য স্থলে এবম্প্রকার আঁচিল সমূহ রসযুক্ত হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত চট্‌চটে স্রাব নির্গত হয়, অনেক সময় আবার উপদংশ ক্ষত সদৃশ আঁচিল জননেন্দ্রিয়ে প্রকাশ হইতেও দেখা যায়—ধারগুলি শক্ত কঠিন এবং মধ্যস্থল অপরিষ্কার পীতবর্ণ লেপাবৃত এতদ্ব্যতীত বিটপ প্রদেশ, অণ্ডকোষ, লিঙ্গমুণ্ড ইত্যাদি স্থান বিদারণ হইয়া গভীর এবং পূঁজযুক্ত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ফুলকপির ন্যায় উপমাংসযুক্ত আঁচিল প্রকাশ ব্যতীত উপদংশ কিংবা প্রমেহ দোষ বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের চারিপার্শ্বে শৈবাল ছত্রের ন্যায় (Fungus like) উপমাংসও উৎপন্ন হয় এবং পুরুষলোকদিগের ন্যায় পাতলা সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ পুরাতন প্রমেহ (Gleet) স্রাবের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও ঘন সবুজ শ্বেতপ্রদর স্রাবও হয় ও তৎসহিত আঁচিল বর্ত্তমান থাকে।

থুজার কঠিন টিস্থকে কোমল করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই আঁচিল ইত্যাদি আরোগ্য করিয়া দেয়।

থুজা যে আঁচিলের একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ সে বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন ইহা সাধারণতঃ প্রমেহ, উপপ্রমেহ, উপদংশ ইত্যাদির মুখ্য এবং গৌণ দোষ হেতু উৎপন্ন হয়। আঁচিল তীক্ষ্ণ (Acuminated) অথবা চ্যাপ্টা, শুষ্ক অথবা রসযুক্ত যে প্রকারেরই হউক, প্রমেহ দোষযুক্ত জানিতে পারিলে থুজাকেই তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। হ্যানিমান স্বয়ং নিজেই বৃহদাকারের আঁচিল সমূহতে প্রত্যহ একবার করিয়া থুজার বাহ্যিক অরিষ্ট প্রলেপ করিতে যদিও ব্যবস্থা দিয়াছিল কিন্তু তাঁহার সময়ে ইহা তত অধিক ব্যবহার হয় নাই। এই বিষয়ে ডাক্তার ফিলিপকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য তিনি এতদ্বিষয়ে থুজার বাহ্যিক অরিষ্টের প্রচলন সর্ব্বপ্রথম করেন। দুই একটি আঁচিল হইলে তাহাতে প্রত্যহ অন্ততঃ একবার করিয়া থুজার প্রলেপ দেওয়া উচিত, অধিক অর্থাৎ গুচ্ছাকারে হইলে সেইসব স্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধ দেওয়াই অধিক

কর্ত্তব্য কিন্তু সর্ব্বস্থলে বাহ্যিক অপেক্ষা আভ্যন্তরিক ঔষধকেই অধিক প্রাধান্য দিবে। আভ্যন্তরিক ঔষধের সহিত বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারে স্থানীয় রোগ অথবা ক্ষতের শীঘ্র উপকার হয়। এতদ্ হেতু বাহ্যিক ঔষধকে সহজে পরিত্যাগ করিবে না। If one or two only are present they should be painted with the mother-tincture daily. But when they come in crops, the internal administration of the drug is the proper treatment. I have more than once seen large collection of these excrescences, of long, standing disappear in a few weeks under infinitismal doses of the medicines. I have also obtained the detachment of an aural polypus from its use and the rapid withering of an elevated enlarging naevus on the thigh in a child of five months old. Dr. Quin has recorded a case of cauliflower excrescence of the os-uteri in which the medicine was strikingly benificial এইপ্রকার অনেক রোগীর বিবরণ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যেস্থলে সাইকোসিসের দোষ রহিয়াছে সেইরূপস্থলে থুজার কার্য্য অপ্রতিহত (Suffice it to say that whatever you may be led to think of the sycosis theory, the presence of excrescences on skin or mucous membrane may always suggest to you the use of Thuja),

আঁচিলের সমগুণ ঔষধসমূহ—

ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া—আঁচিল লম্বা বৃন্ত সদৃশ কিন্তু শুষ্ক। (থুজা নাইট্রিক এসিডের আঁচিল শুষ্ক অথবা রসযুক্ত এবং রক্তস্রাবী) শরীর নিস্তেজ, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চক্ষুর ধার কালিমাযুক্ত, দন্তমাড়ী শীথিল। ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়া পারদের অপব্যবহার হেতু দোষে উত্তম কার্য্য করে এবং প্রায়ই দেখা যায় ইহাতে একটি অণ্ডকোষ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

স্যাবাইনা—ইহাও একটি আঁচিলের উত্তম ঔষধ। আঁচিল চুলকায় এবং জ্বালা করে। স্ত্রীলোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

সিনা বারিস—সিফিলিস্ এবং সাইকোসিসের সংযোগ যুক্ত আঁচিলে ইহা অধিক নর্ব্বাচিত হয়। আঁচিলের আকৃতি অনেকটা পাখার ন্যায় (Fan shaped) এবং অত্যন্ত চুলকায়। সন্ধির সংযোগ স্থলে ও লিঙ্গত্বকে (Prepuce) অধিক হয়।

নাইট্রিক এসিড—ইহার সহিত থুজার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে। পুরাতন প্রমেহ রোগে নাইট্রিক এসিড থুজার পর উত্তম কার্য্য করে, ইহাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা ব্যতীত নাইট্রিক এসিডের আঁচিল দেখিতে অনেকটা থুজার আঁচিলের ন্যায় বৃহৎ, অসমান, খস্‌খসে ফুলকপির গ্যাঁজের ন্যায়, লম্বা পুষ্পবৃন্ত সদৃশ ও রক্তস্রাবী। ইহাতেও থুজার ন্যায় রসযুক্ত বিদারণ (fissures) পাতলা সবুজ আভাযুক্ত শ্বেত প্রদর এবং উপমেহ (Balanorrhoea) বর্ত্তমান থাকে কিন্তু থুজায় নাইট্রিক এসিডের ন্যায় পেশী শূন্য অস্থিতে (যেমন টিবিয়া) বেদনা এবং স্রাবের উগ্রতা (acridity) নাই। থুজার আঁচিল সাধারণতঃ রসযুক্ত।

স্থান বিশেষে আঁচিলের ঔষধ।

হস্তের চেটোর পশ্চাতে, মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এবং চিবুকে—থুজা। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠে—নাইট্রিক এসিড, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

একসঙ্গে অনেকগুলি লম্বাবৃন্তবিশিষ্ট আঁচিল—ফেরাম পিকরিক ৩× চূর্ণ।

বাহুতে, চক্ষুর পাতায় এবং মুখমণ্ডলে—কষ্টিকাম।

হস্তেতে—কেলিমিউর ৩× চূর্ণ।

হস্তের চেটোয়—নেট্রাম মিউর।

লিঙ্গের ত্বকের (Prepuce) কিনারায় এবং লিঙ্গ গাত্রে—শক্ত এবং বৃহৎ—সিনাবারিস।

লিঙ্গমুণ্ডের (glans penis) পশ্চাতে—এন্টিমটার্ট।

(ডাক্তার ক্লার্ক)

স্থান বিশেষে যদিও আঁচিলের কয়েকটি ঔষধ উল্লেখ করিলাম কিন্তু আঁচিলে সাধারণতঃ থুজাকেই আমরা সর্ব্বপ্রধান স্থান দিয়া থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধের বাহ্যিক মূল অরিষ্ট প্রয়োগের ব্যবস্থাও দেওয়া হয়। থুজা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট (জলের সহিত মিশ্রিত না করিয়া) আঁচিলে প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া লাগাইতে দেওয়া উচিত।

বাত (Rheumatism)—থুজার বাত সাধারণতঃ প্রমেহ দোষ হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রমেহ স্রাব ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা কোন প্রকার বাহ্যিক ঔষধ অথবা পিচকারীর দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইলে তদ্দহেতু বিশেষতঃ সন্ধি স্থলে বাত প্রকাশ পাইলে ও ধাতুগত (Constitutional) দোষ জন্মিলে থুজাকে

এতদ্বিষয়ের একটি উত্তম ঔষধ জানিবে এইরূপ অবস্থায় মস্তকের কেশ শুষ্ক এবং ভঙ্গ প্রবণ হয়। মৎস্যের আঁইসের ন্যায় শুষ্ক মরামাসে মস্তক ভরিয়া উঠে, চক্ষুর তারকা মণ্ডলে এবং অক্ষি পুটের প্রদাহ হয় ও আঁচিল প্রকাশ পায়। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ এবং সময় সময় রক্তযুক্ত পীতাভ শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়, দন্তের মাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া আইসে অথচ দন্তের অগ্রভাগ স্বাভাবিক অবস্থায়ই থাকে, ইত্যাদি নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

পালসেটিলা—প্রমেহ জনিত বাতে ইহার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। স্রাব অবরুদ্ধ হেতু অণ্ডোকোষ প্রদাহ একশিরা, শরীরের স্থানের স্থানের সন্ধিস্থল প্রদাহ এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। থুজা এবং পালসেটিলার লক্ষণ এইরূপ স্থলে অনেকটা এক প্রকার হইলেও এবং প্রমেহ স্রাব বিষয়ে এই দুইটি ঔষধের অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু যে স্থলে আঁচিল কিংবা মাংসাঙ্কুরের কোন প্রকার প্রকাশ থাকে সে স্থলে থুজাকেই প্রধান্য দিবে। পালসেটিলায় কোন প্রকার আঁচিল কিংবা অর্ব্বুদ প্রকাশ থাকে না।

চক্ষু প্রদাহ এবং অক্ষিপুটের অর্ব্বুদ—প্রমেহ কিংবা উপদংশ দোষ হেতু নবজাত শিশুর আঁচিল কিংবা ফুস্কুড়িবৎ বৃহৎ মাংসাঙ্কুর (granulation) সহ চক্ষু প্রদাহের (ophthalmia neonatorum) থুজা একটি অতি মহৎ ঔষধ। উত্তাপে এবং আচ্ছাদনে যন্ত্রণার উপশম হয়। চক্ষুর পাতা রাত্রিতে জুড়িয়া যায়। পাতার ধারে ধারে মাছের আঁসের ন্যায় চর্ম্ম পাপরি ওঠে, অঞ্জনি কিংবা অক্ষি পুটে অর্ব্বুদ (tarsal tumour) দেখা দেয়। আঁচিল সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোটা গোটা শক্ত উপমাংস উৎপন্ন হয় (chalazae thick hard knots like small condylomata)। এইরূপ স্থলে অধিকাংশ চিকিৎসকই প্রথমতঃ ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন, ষ্ট্যাফি সাইগ্রিয়াতে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে থুজা প্রয়োগ করা উচিৎ। ডাক্তার এলেন এবং নর্টন থুজাকে চক্ষুর শ্বেতাংশের (sclerotic) রোগে অর্থাৎ চক্ষুর শ্বেতাংশে কোন প্রকার উপমাংস গোটা হইলে থুজা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

কর্ণরোগ—পুরাতন কর্ণ রোগে থুজা প্রয়োগ হয়, দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ এবং রসস্রাবসহ উপমাংস কিংবা মাংসাঙ্কুর বর্ত্তমান থাকিলে অথবা কর্ণমধ্যে অত্যন্ত রসস্রাব অর্ব্বুদ জন্মিলে থুজা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

পিনাস (Ozaena)—পুরাতন 'পিনাস্ রোগে থুজা অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে ইহার সহিত প্রমেহ দোষ থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার স্রাব পালসেটিলার ন্যায় ঘন এবং সবুজ আভাযুক্ত (greenish yellow) পীতবর্ণ।

ক্যালিবাইক্রমিকাম—সাইকোটিক ধাতুগ্রস্থ লোকদিগের নাসারন্ধ্রের ক্ষতের ইহাও একটি উত্তম ঔষধ, স্রাব পালসেটিলার ন্যায় পীত অথবা সবুজ আভাযুক্ত কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যে, শ্লেষ্মা টানিলে দড়ির ন্যায় লম্বা হয় (stringy) অর্থাৎ স্থান হইতে ছাড়ে না। এতদ্ব্যতীত সময় সময় ঘোর সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মাবটি কফের ন্যায় মুখ হইতে বহির্গত হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগ কালীন মলদ্বারে এত অধিক যন্ত্রনা হয় যে. রোগী বেগ দিতে পারে না। মল আংশিক বহির্গত হইয়াও পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া)।

উদরাময়—মল পীতাভ জলবৎ এবং প্রচুর, পেটে জলের ন্যায় ঢক ঢক শব্দ হয় যেন কোন ফাঁপা নল হইতে জল নির্গত হইতেছে (গ্র্যাটিওলা) এবং বায়ু নিঃসরণও হয়। প্রত্যূষে প্রাতঃভোজনের পর, টীকাজনিত এবং পলাণ্ডু ভক্ষণে উদরাময় হইলে থুজার বিষয় চিন্তা করিবে, কিন্তু ইহা সচরাচর পুরাতন উদরাময়ে টীকা অথবা প্রমেহ রোগের কোন দোষ থাকিলে বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

ঘর্ম্ম—অনাচ্ছাদিত স্থানে অথবা মস্তক ব্যতীত সমুদায় স্থানে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় (সাইলিসিয়ার বিপরীত), এতদ্ব্যতীত নিদ্রিত হইলেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঘর্ম্ম বন্ধ হয়—স্যাম্বুকাসে বিপরীত)। ঘর্ম্ম প্রচুর দুর্গন্ধ অথবা অম্লগন্ধ বিশিষ্ট।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—বাম ডিম্বাশয়ে চলাফেরা কালীন অত্যন্ত জ্বালা করে এমন কি এতদহেতু রোগী বসিয়া থাকিতে কিংবা শুইতে বাধ্য হয়। যোনিদেশের স্পর্শাধিক্যতাবশতঃ সহবাসে অসমর্থ (প্ল্যাটিনা। শুষ্কতা হেতু অসমর্থ—লাইকোপোডিয়াম, লাইসিন)।

জ্বর

সময়—শেষরাত্রি ৩টা বিশেষত্ব।

শীত অবস্থা—পিপাসা বিশেষ কিছু থাকে না। শীত ভাব উরুদেশ হইতে আরম্ভ হয়। শেষ রাত্রি ৩টার সময় কম্প দিয়া শীত আইসে এবং প্রায় ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। উষ্ণ বায়ুতে ও সামান্য গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলে ভয়ানক শীত বোধ করে। (শীতল বায়ুতে নাক্সভমিকা)। শেষ রাত্রি ৩টা ব্যতীত কখন কখন সন্ধ্যা ৭টার সময়ও উরুদেশে শীত আরম্ভ হইয়া কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয়।

দাহ অবস্থা—জল পিপাসা থাকে। মুখমণ্ডল এবং গণ্ডযুগল অত্যন্ত উষ্ণ বোধ করে এবং সমস্ত দিন থাকে কিন্তু রক্তাধিক্য হয় না। কেবল মুখমণ্ডলেই উত্তাপ অধিক হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—শরীরের কেবল অনাচ্ছাদিতস্থানে কিংবা মস্তক ব্যতীত শরীরের আর সমুদয় স্থানে ঘর্ম্ম হয় (সাইলিসিয়ার বিপরীত)। নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম প্রকাশ হয় এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঘর্ম্ম বন্ধ হয় (স্যাম্বুকাসের বিপরীত)। রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্মে কাপড়ে হলদে দাগ লাগে, দেখিলে মনে হয় কাপড় যেন তৈলে সিক্ত করা হইয়াছে। রোগীকে এতদ হেতু জামা কাপড় অনেকবার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। রাত্রিতে যে ঘর্ম্ম হয় তাহা প্রায়ই অম্ল অথবা বদগন্ধ যুক্ত। ঘর্ম্ম বিশেষভাবে অণ্ডকোষ জননেন্দ্রিয়ে এবং উরু প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ ফাঁকে অত্যন্ত অধিক হয়। থুজার জননেন্দ্রিয়ে যে ঘর্ম্ম হয় তাহা অনেক সময় মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত।

থুজায় অনেক সময় শীত অবস্থার পরই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, দাহ অবস্থা থাকে না। যদি শরীরের মধ্যে সাইকোটিক কিংবা প্রমেহ দোষ থাকে—তাহা হইলে থুজা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ৩০, ২০০, ইত্যাদি উচ্চ ক্রম প্রয়োগ হয়। নিম্নক্রম ব্যবহার, ইহার কদাচিত দেখা যায়। আঁচিলে ইহার

মূল অরিষ্ট পুনঃ পুনঃ লাগাইতে দেওয়া হয় অথবা স্থান বিশেষে পরিশ্রুত জলের সহিত মূল অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আঁচিলযুক্ত স্থান সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়।

অনুপূরক (complementary)—মেডোরিহিনাম, সাইলিসিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে, প্রত্যূষে ৩টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা, স্যাংসেতে বায়ুতে।

রোগীর বিবরণ।

১। মিঃ এস্ বয়স ৫২ বৎসর, হৃষ্ট, পুষ্ট, লম্বা, চওড়া এবং দেখিতে বেশ সুস্থ সবল। ৬ই নভেম্বর আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসেন। ২০ বৎসর যাবৎ অত্যন্ত অধিক প্রস্রাবে ভুগিতেছেন প্রস্রাবের যেন আর বিরাম নাই রাত্রিতেও প্রস্রাবের জন্য উঠিতে হয়। প্রস্রাব সরল হয় না অতি অল্প অল্প এবং পুনঃ পুনঃ হয়। যখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর তখন একবার প্রমেহ রোগ হইয়াছিল। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মূত্রনালীর সঙ্কোচনও হইয়াছিল (stricture) অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়াছেন এবং পিচকারীও দিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই প্রস্রাব সরল করিতে পারে নাই। প্রস্রাব কালীন অত্যন্ত কোঁথ দিতে হয় এবং প্রস্রাবের বেগ আদপেই ধারণ করিতে পারিতেন না, মূত্রপথে জ্বালা এবং যন্ত্রণা হইতও প্রস্রাব সরু ধারে অথবা ফোঁটা ফোঁটা ভাবে নির্গত হইত। দিনে প্রায় ১৫ বার প্রস্রাব করিতে হইত, প্রস্রাব সরু ধারে হইতে হইতে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অবরোধ হইয়া আসিত এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতে থাকিত। এতদলক্ষণে থুজা ৩০ ক্রম প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

২১শে নভেম্বর রোগী আসিয়া সংবাদ দেন যে কোন উপকার হয় নাই। এই তারিখে পুনরায় তাঁহাকে কতকগুলি ঔষধশূন্য বটিকা দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল।

২৬শে নভেম্বর আসিয়া বলিলেন যে এই ঔষধ খাইয়া পরদিন অত্যন্ত কষ্ট গিয়াছে সমস্ত দিনরাত প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ বেগ হইয়াছে এমন কি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেই পারি নাই। তৎপরদিন প্রাতঃকালে ৯টার সময় পুনরায় প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রস্রাবের চেষ্টা করা মাত্রই সরলভাবে প্রচুর প্রস্রাব হইয়া যায় ও তদবধি ভাল বোধ করিতেছি। প্রস্রাবে আর

পূর্ব্বের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বেগ হইতেছে না। এই তারিখেও পূর্ব্বের ঔষধগুলি খাইতে বলিয়া দিলাম।

৫ই ডিসেম্বরে খবর পাইলাম রোগীর আর কোন কষ্ট হয় নাই ভালই বোধ করিতেছেন। (F. S. Davis, M. D.) Journal of Homeopathic Vol 3-1899)

২। একজন যুবক বয়স প্রায় ২৫ নিজের গাত্রে একটী আঁচিল হয়; মধ্যে মধ্যে সে ইহা চুল দিয়া কাটিয়া ফেলিত কিন্তু আবার হইত। আমি তখন সবে মাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছি একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল এই প্রকার আঁচিলের হোমিওপ্যাথিকে কোন চিকিৎসা আছে কি না এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা কাটিয়া ফেলিতে চাহেন। কখন প্রমেহ রোগ হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম পাঠ্যাবস্থায় একবার হইয়াছিল। লোকটী দেখিতে লম্বা এবং শীর্ণ গাত্রত্বক ও মুখমণ্ডল অত্যন্ত তৈলাক্ত অর্থাৎ গাত্রে যেন সর্ব্বদা তেল মাখা রহিয়াছে। এইরূপ লক্ষণে আমি তাহাকে থুজা ৩০ ক্রম সপ্তাহে একবার করিয়া সেবন করিতে দিলাম এবং থুজা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট আঁচিলে প্রত্যহ যতবার পারে লাগাইতে বলিলাম এই প্রকারে ক্রমশঃ আঁচিলটী শুষ্ক এবং ক্ষুদ্র হইয়া চর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া গেল।

সাইকোটিক রোগীর চর্ম্ম সচরাচর তৈলাক্ত, মসৃণ এবং চকচকে হয়।

৩। ডাক্তার এলেন লিখিত মেডিকেল অ্যাডভান্স পত্রিকা হইতে নিম্নে বিবরণটি দিলাম।

একটি রোগী বয়স ২৬ বৎসর। প্রত্যহ শীত হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়। এই প্রকার সাত দিন যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছে। শীত ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভীষণ হইত। অগ্নির উত্তাপের নিকট বসিয়াও আরাম বোধ হইত না, এই শীত প্রথমতঃ হাঁটুতে এবং উরু প্রদেশে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ জঙ্ঘা প্রদেশে বিস্তারিত হইয়া সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়িত এইরূপ অবস্থা প্রায় ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিত। শীত অবস্থায় পিপাসা প্রায়ই হইত না হইলেও অতি সামান্য; উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা বোধ করিত এবং জলই ভাল বোধ করিত। ঘর্ম্ম পদদ্বয়ে অধিক হইত শরীরে বিশেষ কিছু হইত না এবং মস্তকে কিছুই প্রকাশ

পাইত না, ইহা ব্যতীত ঘর্ম্ম নিদ্রিতাবস্থায় প্রকাশ পাইত নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই বন্ধ হইয়া যাইত, জিহ্বা পরিষ্কার। এতদলক্ষণে থুজা ৩০ ক্রম প্রত্যহ দুইবার করিয়া দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়।

এই স্থলে আমরা শীতের আরম্ভ, ঘর্ম্মের বিশেষত্ব এবং জ্বরের সময় দেখিয়া থুজা ব্যতীত আর কোন ঔষধকে স্মরণ করিতে পারি না। থুজার জানুদেশ হইতে শীতের আরম্ভ, মস্তক ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অনাবৃত স্থানে ঘর্ম্ম এই দুইটি লক্ষণ বিশেষ পরিজ্ঞাপক।

এলো-সকোট্রিনা (Aloe socotrina)

বাঙ্গালায় ইহাকে মুসর্ব্বর বলে। ইহা একটি অত্যন্ত বিরেচক (cathartic) ঔষধ। এলোজে এক অদ্ভুত প্রকার শিরার স্ফীতি প্রকাশ পায় যেন সমুদায় শরীরের শিরা আড়ষ্ট এবং পূর্ণতা (fullness) প্রাপ্ত হয় কিন্তু যকৃত মণ্ডলীতে (Portal system) অর্থাৎ যকৃদ্ধমনীতে (Portal veins) ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায় কাজে কাজেই যকৃত প্রদেশ, নিম্নোদর, বস্তি দেশ (Pelvis), জরায়ু, সরলান্ত্র এবং মলদ্বার সর্ব্বদা ভার ভার বোধ হয়, এতদস্থানের শিরা সমুহ রক্তে যেন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এলোজের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য স্থল হইতেছে—বৃহৎ অন্ত্রে (large intestine) বিশেষ ভাবে সরলান্ত্রে অধিক প্রকাশ পায়। এতদহেতুই উদরাময়, আমাশয়, অর্শ ইত্যাদি রোগে ইহা অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বিশেষ ভাবে সরলান্ত্রের (Rectum) ঝিল্লি অধিক আক্রান্ত হয় এবং জেলিবৎ শ্লেষ্মা উৎপন্ন করায়।

২। উদরাময়—আহারের অব্যবহিত পরই মলত্যাগের ভীষণ বেগ হয় (ক্রোটন টিগলিনাম) এবং পায়খানায় ছুটিয়া যাইতে হয় নতুবা কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়, মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশী অত্যন্ত দুর্ব্বল, মলত্যাগের বেগ ধারণে অক্ষম।

প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উদরাময় এবং রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (driving out of bed early in the morning Psori, Rumex, Sulphur)।

৩। শূল যন্ত্রণা—মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মলত্যাগান্তে সমুদায় যন্ত্রণার উপশম হয় এবং প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ও রোগী ভীষণ দুর্ব্বলতা অনুভব করে।

৪। মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর ভীষণ দুর্ব্বলতা—মলত্যাগের বেগ সামলাইতে পারে না—বায়ু নিঃসরণে অথবা মূত্রত্যাগেই মল নির্গত হইয়া যায়।

৫। আমাশয়ে মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় ঢক ঢক শব্দ হয়। সর্ব্বদা মলদ্বার ভার ভার বোধ হয়। মলত্যাগ কালীন কোঁথানি থাকে এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়। মলত্যাগান্তে মূর্চ্ছার আশঙ্কা হয় এবং রোগী যন্ত্রণার উপশম পায়।

৬। অর্শ—দেখিতে নীল বর্ণ, আঙ্গুরের থোবার ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে। রক্ত স্রাবী, যন্ত্রণাযুক্ত এবং উত্তপ্ত। শীতল জলে যন্ত্রণার উপশম হয় ও বলি ভীষণ চুলকায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। অলস যাহারা মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ তাহাদিগেতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। রোগী নিজের উপর কিংবা নিজের রোগের জন্য বিশেষতঃ যখন কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়—অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে।

৩। শিরঃপীড়া—উত্তাপে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে (আর্সেনিক)। কপালের চারি পার্শ্বে হয়। বাহ্য পরিষ্কার না হইলে কটি বাতের সহিত শিরঃপীড়া পর্য্যায় ক্রমে হয়।

৪। প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয় অথচ স্বল্প মল ত্যাগ হয়। বায়ু নিঃসরণের পর মলদ্বার জ্বালা করে।

৫। কঠিন মল এবং তদসহিত প্রচুর শ্লেষ্মা অসাড়ে নির্গত হয়।

৬। মলদ্বার চুলকায় এবং জ্বালা করে তদহেতু এমন কি রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না।

সরলান্ত্রে (Rectum)—মলদ্বার অর্থাৎ সরলান্ত্রের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতাই (feeling of weakness and loss of power of sphincter ani) হইতেছে এলোজের সর্ব্বপেক্ষা প্রধান লক্ষণ। রেক্টামের পেশীর যেন কোন ক্ষমতাই নাই। মলত্যাগের বেগ ধারণে অসমর্থ (Insecurity of rectum)। বায়ু নিঃসরণে কিংবা মুত্র ত্যাগেই মল নির্গত হইয়া পড়ে। সরলান্ত্রে এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় যে, অনেক সময় অসাড়েই মল বহির্গত হইয়া পড়ে। রোগী টেরই পায় না। সরলান্ত্র যেন কত ভাড়ী তরল পদার্থে (fiuid) পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং তাহা বাহির হইয়া পড়িয়া যাইবে এইরূপ বোধ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে এবং বাস্তবিকই যদি বিশেষ সাবধান না হয় তাহা হইলে সামান্য বেগেই বাহির হইয়া পড়ে। রোগীকে সকল সময় মলদ্বারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, অন্যমনস্ক হইলেই মল আপনা হইতেই বহির্গত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়।

উদরাময়—এলোজের মল পীতবর্ণ অথবা রক্তযুক্ত অথবা জেলির ন্যায় শ্লেষ্মা মিশ্রিত অথবা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ জেলিবৎ (কেলিবাই)। এক এক সময় মলদ্বার হইতে থপ্ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, কোন প্রকার বেগ দিতেই হয় না এবং রোগী টেরই পায় না (stool yellow fecal, bloody or transparent) jelly like mucous comes in great masses and drops out of the rectum almost unnoticed)। প্রাতে এবং শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, এমন কি মলত্যাগের বেগে রোগীকে শয্যা হইতে ছুটিয়া পায়খানায় যাইতে হয় (সালফার) নতুবা কাপড় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়। ইহা ব্যতীত আহারের পর, হাটাহাটিতে এবং মুত্র ও বায়ু নিঃসরণ কালীন হয়। এলোজের উদরাময়ের আর একটি বিশেষত্ব যে মলত্যাগের পূর্ব্বে নিম্নোদরে অত্যন্ত গড় গড় শব্দ হইতে থাকে (great rumbling in the abdomen just bәfore the stool) এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়। মল যত নয় কিন্তু বায়ু তাহার অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক (much flatus with small stool) এবং বায়ু নিঃসরণের পর মলদ্বার জ্বালা করে। The Diarrhoea of Aloes writes

Dr. Dunham occurs especially in the morning say from 2 A. M, to 10 A. M. the desire for stool is sudden and extremely urgent, being felt in the hypogastrium and in the rectum and being so urgent that the patient can scarcely retain the faeces long enough to effect necessary strategic changes of base during the brief interval, he fears to evacuate wind by the anus or to make any physical exertion or even to strain to pass water, lest he should have an involuntary evacuation of the bowels. There is also a similar frequency of the desire to pass urine, with a similar uncertainty in the tenure of the exertion."

এলোজের সহিত পডফাইলামের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই কারণ উভয় ঔষধেই প্রাতে বৃদ্ধি, উভয় ঔষধেই গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃদ্ধি এবং উভয় ঔষধের সালফার অনুপূরক (Both are apt to be worse in the morning Both are to be worse during hot weather. Both are often well supplemented with sulphur) এতদ্ব্যতীত এলোজেও ও পডফাইলামের ন্যায় পেট ফাঁপা পেট ডাকা ইত্যাদিও রহিয়াছে (Podphylum has great distension, tremendous gushing much flatulence, great rumbling in the bowel) কিন্তু এলোজের মলদ্বারের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতা হইতেছে বিশেষ বিশেষত্ব—ইহা পডফাইলামে নাই।

(প্রাতঃকালীন উদারাময়ের বিষয় সালফারে দেখ)।

ডাক্তার কেণ্ট সাহেব এলোজের উদরাময়ে তিনটি লক্ষণকে প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা হইতেছে—পূর্ণতা, পেট ফাঁপা এবং পেট ডাকা। তিনি বলিতেছেন নিম্নোদর যেন ফাটিয়া যাইতেছে এবং পেট এত ভীষণ ডাকে যে ঘরের অন্যান্য লোকেরা পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে পারে (fullness, distension and rumbling, It seem as if the abdomen would burst and rumbling is so great that it can be heard by any one in the room—Kent,)

আমাশয়—এলোজ আমাশয়ে প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। মল পীতবর্ণ শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্ত মিশ্রিত ও দেখিতে জেলিবৎ (jelly like mucous) বায়ু

অথবা মূত্র ত্যাগকালীন অসাড়ে মল নির্গত হইয়া পড়ে। মলদ্বারের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বাহ্যের বেগ আটকাইতে পারে না। মলের বেগ পাইলে তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ না করিলে কাপড় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা (প্রস্রাবের এইরূপ অবস্থা হইলে—পেট্রোসিলিনাম) এবং বাহ্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে উদরে বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় ঢল ঢল শব্দ হইতে থাকে (ইহা এলোজের আমাশয়ের একটি বিশেষ লক্ষণ—সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে)। মলত্যাগ কালীন ভীষণ কোঁথানি থাকে এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয় ও মলদ্বার উত্তপ্ত বোধ করে এতদ্ব্যতীত উদরে বিশেষভাবে নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্নে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কিন্তু মলত্যাগান্তে রোগী সমুদায় যন্ত্রণার উপশম বোধ করে অথচ রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে মূর্চ্ছার উপক্রম হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব শরীরময় প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় আবার ইহাও দেখা যায় মলত্যাগের পর সকল সময় উদরের যন্ত্রণা উপশম হয় না কিন্তু রোগের সকল অবস্থাতেই সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিৎ, কারণ ইহাই হইতেছে এলোজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

জরায়ুভ্রংশ— জরায়ুভ্রংশেও এলোজের প্রয়োগ দেখা যায়। নিম্নোদর এবং জরায়ুপ্রদেশ রোগী ভার ভার বোধ করে এবং তদসহ এলোজের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ মলদ্বারের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতা এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকা প্রয়োজন। মলত্যাগকালীন মল অপেক্ষা বায়ু নিঃসরণই অধিক হয় এবং অর্শ থাকিলে অর্শবলি বহির্গত হইয়া পড়ে।

পডফাইলাম—ইহাতে উপরিউক্ত অর্থাৎ উদরাময়ের সহিত জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু মলদ্বারের অবরোধক পেশীর দুর্ব্বলতা নাই এবং এলোজের ন্যায় অর্শও নাই।

ষ্ট্যানাম—ইহাও জরায়ু নির্গমনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহাতে কঠিন মলের সহিত জরায়ু নির্গমন হয়।

অর্শ— অর্শের এলোজ একটি অতি পরিচিত ঔষধ। বলি আঙ্গুরের ফলের থোবার ন্যায় (Bunch of grapes) ঝুলিয়া পড়ে অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত এবং রক্তস্রাবী ও যন্ত্রণা শীতল জলে উপশম হয়। বলি দেখিতে নীল আভাযুক্ত এবং ভীষণ চুলকায় এতদ্ব্যতীত মলদ্বারে ভার ভার বোধ লাগিয়া থাকে। এত অধিক

চুলকায় যে রোগী নিদ্রা যাইতে পারেনা, রোগী মলদ্বারে অনেক সময় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া চুলকাইতে থাকে (He is compelled to bore with the finger into the anus, so violent is the itching that patient cannot be let it alone, it seems it will drive him to destraction) এলোজের যন্ত্রণা একমাত্র শীতলজলে কিংবা শীতল প্রলেপে উপশম হয়। একটি অদ্ভুত লক্ষণ এলোজে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে—রোগী কোন প্রকার মলমের প্রলেপ সহ্য করিতে পারে না ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (A common feature of Aloes is that ointment increases the burning—Kent),

মিউরেটিক এসিড—ইহারও নীল আভাযুক্ত অর্শ একটি লক্ষণ বটে কিন্তু মিউরেটিক এসিডের যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয়। এলোজের অর্শে যেমন ভীষণ চুলকাণি থাকে মিউরেটিক এসিডে অত্যন্ত টাটানি এবং স্পর্শাধিক্যতা থাকে—এমন কি শয্যার চাদরের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

কোষ্ঠকাঠিন্য—এলোজে কোষ্ঠকাঠিন্যেও সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা লক্ষণ পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে। কঠিন মল অনিচ্ছায় আপনা হইতেই অজ্ঞাতসারে নির্গত হয় এমন কি রোগী ইহা নিজেই টের পায় না (solid stood passing involuntarily, passing away unnoticed) ইহা ব্যতীত আরো দেখিতে পাওয়া যায়—মলত্যাগের বেগ হয় রোগী পায়খানায় গিয়া বসে কিন্তু কেবল মাত্র কতকগুলি বায়ু নিঃসরণ হয়, মল কিছুই হয় না (The patient goes to stool but when upon the commodes nothing but wind passes. It is useful also in old chronic sufferers from constipation, who go many days without a stool, but feel every little while or several times in the day, that they must go to stool and then only a wind passes—(Nat Sulph,—Kent)

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—আমাশয়ে ডাক্তার হিউজ ৬x অধিক পছন্দ করেন কিন্তু ডাক্তার ডানহাম এবং ওয়েলস ২০০ ক্রম প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। আমরা সর্ব্বপ্রকার রোগে সচরাচর ৩০ ক্রম অধিক ব্যবহার করি।

সমগুণ ঔষধসমূহ—এমন মিউর, গ্যাম্বোজ, নাক্স, পডফাইলাম।

রোগের বৃদ্ধি—অতি প্রত্যুষে, উষ্ণ, শুষ্ক, ঋতুতে আহারের পর, চলাফেরায় অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায়।

রোগের উপশম—শীতল জলে, ঠাণ্ডা ঋতুতে, বায়ু অথবা মল নিঃসরণে।

রোগীর বিবরণ

জন্মাবধি একটি ৫ বৎসরের শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। শিশুটির কিছুতেই মলত্যাগ হইত না, মলত্যাগকালীন চেঁচাচেচি করিত, কাঁদিয়া উঠিত এমন কি এনিমা দিলেও হইত না অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছুই ফল না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। একদিন শিশুটির মলদ্বার পরিস্কার্থ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বলিলাম, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইতে গিয়া দেখি, রোগী শয্যায় অনেকটা শক্ত মলত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে অথচ রোগী নিজেই তাহা টের পায় নাই। শেষোক্ত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া এক মাত্রা এলোজ ২০০ ক্রম প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। (ডাঃ ন্যাস)

ব্যাপ্‌টিসিয়া (Baptisia).

ব্যাপ্টিসিয়া উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ। প্রথমতঃ সাত জন চিকিৎসক সঙ্খেপতঃ ইহার সিদ্ধান্তকরণ (proving) সম্পাদন করেন, তৎপর ডাক্তার হেল, এলেন, বেইস, কিপলিং ডগলাস প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আরো অনেক লক্ষণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করেন। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার হোয়ট (Dr. Hoyt) ইহাকে সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিকে প্রবর্ত্তন করেন, তিনি নর্থ আমেরিকান মাসিক পত্রিকায় (North American Journal) একটি রোগীর ঘটনা উল্লেখ করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তদবধি ইহা টাইফয়েড রোগের একটি বিশিষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় স্রাবই ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত।

২। রোগী কথার উত্তর দিতে দিতেই কিংবা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (কথার ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু কথা শেষ হইবা মাত্রই প্রলাপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়—আর্ণিকা)।

৩। জিহ্বা প্রথমতঃ শ্বেত কিংবা পীত লেপাবৃত থাকে ক্রমশঃ জিহ্বার মাঝখানে কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ রেখা প্রকাশ পায় এবং চির খাইয়া স্ফীত হইয়া যায় (কৃষ্ণবর্ণ রেখা ব্যাপ্টিসিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ) ইহাও দেখা যায় জিহ্বার পার্শ্ব চকচকে লালবর্ণ এবং ফোস্কাযুক্ত।

৪। রোগী স্থিরভাবে থাকিতে পারে না যে অবস্থায় শয়ন করে শয্যা শক্ত মনে হয় তদহেতু রোগী এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (পাইরোজেন) এবং রোগী মনে করে তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে সেইগুলিকে একত্র করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে এবং সেই হেতু নিদ্রা যাইতেও পারে না (cannot go to sleep because

she cannot get herself together, head or body feels scattered about the bed, tosses about to get the pieces together)।

৫। তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে শক্তদ্রব্য আদপেই পারে না। (তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে শক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে না—ল্যাকেসিস)।

৬। মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং ঘোর লালবর্ণ (flushed and dark red.) চেহারা নেশাখোরের ন্যায় বিঘোর (drunken expression) হতবুদ্ধি ভাবাপন্ন।

সাধারণ লক্ষণ

১। আমাশয়—কেবল রক্ত অথবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা, ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত অথচ যন্ত্রণা শূন্য। বৃদ্ধ লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, চিন্তা শক্তির অভাব, উদাসীন, কোন কাজ কর্ম্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই এবং কাজ কর্ম্মে মনোযোগ নিবিষ্ট করিতে অক্ষম।

৩। মুখের দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, যেন মুখ গহ্বরের শৈষ্মিক ঝিল্লি পচিয়া গিয়াছে। দন্তের মাড়ি হইতে কৃষ্ণ বর্ণ রক্ত নিঃসৃত হয়।

———

দেখিতে পাওয়া যায়, সকল গ্রন্থকার এবং ভৈষজ্যবিদগণ ব্যাপ্টিসিয়াকে টাইফয়েডের একটি মহৎ ঔষধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থকার ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েড লক্ষণ ব্যতীত আর কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই কিন্তু আমরা টাইফয়েডে ব্যাপ্টিসিয়ার প্রয়োগোপযোগী লক্ষণ সর্ব্বপ্রথমেই সকল সময় পাই না। প্রথমাবস্থায় অনেকেই জেলসিমিয়ামকে উচ্চস্থান প্রদান করেন আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় অনেক চিকিৎসক টাইফয়েড রোগের প্রথম কিংবা পরবর্ত্তী—অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন, ইহা কত দূর যুক্তি সঙ্গত এবং সমীচিন তাহা অনেকটা সন্দেহের বিষয়। ডাক্তার ডগলাস কর্ত্তৃক ব্যাপ্টিসিয়ার সিদ্ধান্তকরণের (proving) ফিজিওলজিক্যাল কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্যাপটিসিয়ার যে জ্বর উৎপন্ন হয় তাহা টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ—নাড়ীর

গতি মৃদু এবং ভরাটে হয় অথচ দ্রুতভাব, তদসহিত প্রলাপ, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, শিরঃপীড়া, শয়নাবস্থায় অস্থিরতা ইত্যাদি টাইফয়েডের প্রথমাবস্থার সমুদায় লক্ষণ পরিষ্কাররূপ প্রকাশ হয়। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ব্যাপ্টিসিয়ায় পেয়ারাখ্য গ্রন্থির (Peyers gland) উপরে ক্ষমতা নাই (Peyer's gland = The clustered gland of the intestines, first discovered by Peyer. Each gland is surrounded by a circle of minute tubes, called Corona tubulorum) অথচ টাইফয়েডে Peyer gland আক্রান্ত হওয়া একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাহাই হউক ইহা নিশ্চিত যে ব্যাপ্টিসিয়া নিম্নোদরে টাটানি এবং উদরাময় সহ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রক্তাধিক্য এবং শ্লেষ্মা উৎপন্ন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে (We have no evidence that Baptisia affects Peyer's gland as they affected in typhoid in Arsenic, Teribinthina, nor even that it acts upon them at all. But it is certain that it produces congestion and catarrh of the intestinal mucus membrane with abdominal tenderness and diarrhoea-Dr Hughes)। ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েডে পেটভাঙ্গা অর্থাৎ উদরাময় লক্ষণ থাকা চাই এবং ইহাও আমার মনে হয় পেটভাঙ্গা লক্ষণ না থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া সেইরূপস্থলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় না। ডাক্তার বেয়ার প্রকৃত abdominal typhoidএ অর্থাৎ পেটভাঙ্গা লক্ষণ থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়াকে অতি উচ্চস্থানে প্রদান করিয়াছেন। According to my own experience, Baptisia is not so much indicated in fully developed typhoid as in abdominal typhoid my experience in the use of this drug is limited but I doubt whether any good can be expected from it after the ulcerative process in abdominal typhoid has fully set in ; It may do something, when no other medicines are indicated but characteristic—symptoms is in the first stage of exanthematic typhoid—Dr, Bahaer). আর একদিকে ফ্যারিংটন সাহেব বলিতেছেন —Our journals are replete with glowing accounts of cures typhoid.

যে কোন হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থই পাঠ করুন তাহাতেই টাইফয়েডে ব্যাপ্টিসিয়ার ক্ষমতা কি প্রকার অপ্রতিহত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে

পাইবেন। আমার মনে হয় এই ঔষধ ব্যতীরেকে আমরা টাইফয়েড চিকিৎসা করিতেই পারিতাম না।

ব্যাপ্টিসিয়ায় শরীরের যাবতীয় নিঃসরণ অর্থাৎ মল, মূত্র, শ্বাস প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমূহের দুর্গন্ধতা এবং মানসিক ও স্নায়বীর লক্ষণ হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ব্যাপ্টিসিয়ায় রক্তের qualitative এবং quantiative উভয়ই পরিবর্ত্তন ঘটে। শ্বাস প্রশ্বাসের দুর্গন্ধতা টাইফয়েড রোগের বিশেষত্বও বটে (The offensive exhalation, the mental and nervous phenomena which it develops are characteristic of this disease).

ব্যাপটিসিয়ার টাইফয়েডের লক্ষণ সমূহ—প্রলাপের ঠিক পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় মস্তিস্কের উত্তেজনা হয়, রোগী কোন বিষয়েই মনকে স্থির রাখিতে পারে না, অত্যন্ত অস্থির হয়, একবার এখানে একবার ওখানে উঠিয়া বসিয়া বেড়ায় সুনিদ্রা হয় না। রাত্রি ২।৩টার সময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং অস্থিরতা বোধ করে, নিদ্রায় নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখে তাহাকে কেহ যেন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিংবা জলে সাঁতার কাটিতেছে অথবা এমন কিছু কার্য্য করিতে হইতেছে যাহাতে অত্যন্ত বল প্রয়োগ প্রয়োজন হইতেছে।

ব্যাপ্টিসিয়ায় একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহাতে রোগী নিজের বিষয়ে ভুল ধারণা পোষন করে—তাহার শরীর চারিদিকে যেন ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—রোগী সেইগুলিকে একত্র করিবার জন্য শয্যার এপাশ ওপাশ করে এবং হাত দিয়া হাতড়াইতে থাকে (এই লক্ষণটি ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েডের বিশেষ বিশেষত্ব) ইহার সহিত অবসন্নতা এবং গাত্র বেদনা বর্ত্তমান থাকে। কটিদেশ আড়ষ্ট এবং সমস্ত শরীর ক্লান্ত ও বেদনাযুক্ত বোধ করে যেন কেহ প্রহার করিয়াছে, তদহেতু রোগী শয্যা শক্ত মনে করিয়া কোমল স্থান পাইবার নিমিত্ত শয্যার এখানে ওখানে করিতে থাকে, এই প্রকারে রোগী ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া যায়। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ যুক্ত হয়, নেশাখোরের ন্যায় বিঘোর অবস্থায় পড়িয়া থাকে। চক্ষু এবং মুখের চেহারা দেখিলে মনে হয় যেন কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিয়াছে, কপালের-চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেষনবৎ শিরঃপীড়া হয় জিহ্বার অবস্থা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পীতাভ অথবা শ্বেতবর্ণ থাকে কিন্তু ক্রমশঃ রোগের বৃদ্ধির সহিত মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ অথবা লাল রেখা রেখা দাগ যুক্ত

হয় এবং পাশগুলি চক চকে লাল হইয়া আইসে (Tongue coated dark or red in the centre, with red shining edges)।

রোগীর অবস্থা যখন দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে তখন মস্তিষ্কের ক্রিয়াও ক্রমশঃ অধিকতর খারাপ হইয়া আইসে—কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিংবা কথার উত্তর দিতে দিতেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে (কথার উত্তর ঠিক ভাবেই দেয় কিন্তু তৎমুহূর্ত্তেই প্রলাপ বকিতে থাকে—আর্ণিকা)। মস্তিষ্কের এইরূপ অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। অবশেষে উদর আক্রান্ত হইয়া, উদরাময় প্রকাশ পায় বিশেষভাবে ileo caecal অর্থাৎ কুক্ষিপ্রদেশে গড় গড় শব্দ হইতে থাকে এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, তৎপর ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ আরম্ভ হয়—ভেদ পীত কিংবা কৃষ্ণবর্ণ। ব্যাপ্টিসিয়ার কেবল যে ভেদ অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় তাহা নয়—মল, মূত্র, ঘর্ম্ম অর্থাৎ সমুদায় স্রাবই (discharge) ভীষণ বদগন্ধ হয়। ইহা ব্যাপ্‌টিসিয়ার টাইফয়েডের একটি অত্যন্ত পরিজ্ঞাপন লক্ষণ (all the discharges stool urine, sweats are extremely offensive)।

জ্বরের প্রবলতার সহিত যদি প্রথম হইতেই কুক্ষি প্রদেশে গড় গড় শব্দ এবং তৎপর স্পর্শাধিক্য লক্ষণ ও পেটের গোলমাল দেখা দেয় তাহা হইলেও ব্যাপ্‌টিসিয়াকে প্রথমেই চিন্তা করা উচিৎ কারণ ব্যাপ্‌টিসিয়ায় ileo caecal প্রদেশে গড় গড়ানি শব্দ একটি বিশেষ বিশেষত্ব। জ্বর ক্রমশঃই প্রবল হইতে থাকে এবং নাড়ীর গতিও জ্বরের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যাপ্‌টিসিয়ায় টাইফয়েডে উদরাময় এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ অর্থাৎ আচ্ছন্ন ভাব, ভীষণ দুর্ব্বলতা, মল, মূত্র ঘর্ম্ম, শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি সমুদায় দুর্গন্ধতা, দন্ত শর্করা (sordes) ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ রোগের দ্বিতীয় তৃতীয় সপ্তাহে সাধারণতঃ প্রকাশ পায়।

ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগে যদি এই সমুদায় লক্ষণের হ্রাস না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ আর্সেনিক, কার্ব্বভেজ এবং মিউরেটিক এসিডের অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

• ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েডে স্রাবের দুর্গন্ধতা, অস্থিরতা, গাত্রবেদনা, মস্তিষ্কের আচ্ছন্নতা, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা এবং ভীষণ দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকা চাই।

(Offensiveness of the discharges, restlessness, the parts rested upon feel sore and bruised, she feels scattered about tosses around to get herself together, falls asleep when spoken to or in the midst of his answer, stupid besotted drunken expression, dusky redness of the face and profound prostration).

ব্যাপ্‌টিসিয়ার সহিত ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়াম এবং রাসটক্সের পার্থক্য—

এই তিনটি ঔষধেই পেশীর টাটানি (muscular soreness) এবং দুর্ব্বলতা অল্প বিস্তর থাকে কিন্তু ব্যাপটিসিয়ায় গাত্র বেদনা এবং জেলসিমিয়ামে দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক থাকে আবার জেলসিমিয়ামে এবং ব্যাপটিসিয়ায় তন্দ্রাভাব ও মুখ মণ্ডলের আরক্তিমতা থাকে কিন্তু ব্রাইওনিয়ায় কিছুই থাকে না। ব্যাপ্‌টিসিয়ায় মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অধিকতর বিকৃতি হয়, নেশাখোরের ন্যায় হইয়া থাকে জেলসিমিয়ামে অধিক হয় না। ব্রাইওনিয়া এবং জেলসিমিয়াম রোগী স্থির ভাবে পড়িয়া থাকে (কারণ সঞ্চালনে ব্রাইওনিয়া রোগীর গাত্রবেদনা বৃদ্ধি হয় আর জেলসিমিয়াম রোগী দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নড়াচড়া করিতে পারে না) ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগী অত্যন্ত অস্থির (মনে করে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে একত্র করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে ইহা ব্যতীত ব্যাপ্‌টিসিয়া রোগী যে স্থানে শয়ন করে তাহা শক্ত বলিয়া বোধ করে)। ব্রাইওনিয়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, ব্যাপ্‌টিসিয়ায় উদরাময় থাকে, জেলসিমিয়ামে কিছুই থাকে না। মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা ব্যাপ্‌টিসিয়ায় অত্যন্ত অধিক হয়, জেলসিমিয়ামে তদপেক্ষা কম, ব্রাইওনিয়ায় অতি সামান্য হয়। মল, মূত্র এবং ঘর্ম্মের দুর্গন্ধতা ব্যাপ্‌টিসিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ থাকে, ব্রাইওনিয়া এবং জেলসিমিয়ামে থাকে না। ব্রাইওনিয়ায় প্রলাপে ব্যবসা (business) সম্বন্ধে, ব্যাপ্‌টিসিয়ার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র করিবার চেষ্টা, জেলসিমিয়ামে বিড় বিড় করে (muttering delirium) এবং মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া মনে করে।

ব্রাইওনিয়া জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক এবং পিপাসিত। জেলসিমিয়ামে জিহ্বা সামান্য লেপাবৃত ও লেপ শূন্য পিপাসাহীন এবং জিহ্বা বহির্গত করিতে কাঁপে। ব্যাপ্‌টিসিয়ার জিহ্বার মধ্যস্থল লম্বালম্বি কৃষ্ণবর্ণ রেখাযুক্ত

(Baptisea is the only one that turns darker in a well defined streak through the middle in this stage)। ব্রাইওনিয়ার প্রস্রাব স্বল্প এবং অত্যন্ত লাল বর্ণ, জেলসিমিয়ামে প্রচুর জলবৎ এবং পরিষ্কার, ব্যাপ্‌টিসিয়ায় প্রচুর অথবা স্বল্প এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় জেলসিমিয়ামে এবং ব্যাপ্‌টিসিয়ার যথেষ্ট সাদৃশ থাকিলেও কিন্তু জেলসিমিয়ামই সচরাচর প্রথমেই প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং জেলসিমিয়াম দেওয়া সত্ত্বেও যদি জ্বর বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে ব্যাপ্টিসিয়ার বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। জেলসিমিয়ামে জ্বরের সহিত তন্দ্রাভাব অত্যন্ত অধিক রূপে প্রকাশ থাকে। ডাক্তার ন্যাস এক স্থানে বলিতেছেন—I have seen the whole aspect of a very serious case changed to a favourable one on the 9th or 10th days by Baptisea 30 being guided to its selection by its characteristic mind symptoms and the same with Gelsemium 200 after Bryonia had done all it could, the guiding symptoms being the trembling, so characteristic of this drug so it would be a great mistake to lose sight of these remedies, because as a general thing they are most useful in the beginning. বাস্তবিকই টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান তাহা সকল সময় স্মরণ রাখিবে। আমার বোধ হয় ব্যাপ্‌টিসিয়া ৩০ ক্রম অপেক্ষা ১x অধিক ফলপ্রদ।

ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং আর্ণিকার পার্থক্য।

ব্যাপ্‌টিসিয়া	আর্ণিকা
১। চেহারা হতভম্ব, নেশাখোরের ন্যায় তন্দ্রাযুক্ত এবং উদাসীন।	১। তন্দ্রাযুক্ত, হতভম্ব এবং উদাসীন বরং উদাসীনতা ব্যাপটিসিয়া অপেক্ষা অধিক অথচ মুখমণ্ডল নেশাখোরের ন্যায় নয়।
২। মুখমণ্ডল—রক্তিমাভ, অথবা ঘোর লাল বর্ণ।	২। মুখমণ্ডল বরং মস্তক উষ্ণ অর্থাৎ শরীরের উর্দ্ধভাগ উষ্ণ, নিম্নভাগ শীতল।

৩। বিকার অবস্থায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার মাঝামাঝি অথবা কোন কথার উত্তর দিতে দিতেই তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।	৩। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর দেয় বটে কিন্তু তন্দ্রা এবং অচৈতন্যতা তৎক্ষণাৎ আসিয়া পড়ে।
৪। গাত্র বেদনা অথবা টাটানি হেতু শয্যা শক্ত মনে করিয়া ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে ইহাতে যে পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বই টাটায় the parts rested upon feel sore and bruised)।	৪। ইহাতেও গাত্র বেদনা অথবা টাটানি হেতু শয্যা শক্ত মনে করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গময় বেদনা হয়। গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ দাগ প্রকাশ পায়।
৫। সকল প্রকার স্রাব—মল মূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত এবং যন্ত্রণা শূন্য।	৫। মল, মূত্র এবং ঘর্ম্ম ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত নয়। কিন্তু মল মূত্র অসারে হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধ যুক্ত।
৬। কৃষ্ণবর্ণ অথবা লাল রেখা জিহ্বার মধ্য স্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নে লম্বা ভাবে প্রকাশ পায়।	৬। কটাবর্ণ রেখা জিহ্বার মধ্যস্থলে লম্বা ভাবে প্রকাশ পায়।
৭। শ্বাস প্রশ্বাস হাঁ করিয়া নেয়।	৭। শ্বাস প্রশ্বাস জোরে জোরে পড়ে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে নাসিকা রব সদৃশ শব্দ হয়।
৮। পেট ফাঁপা অধিক থাকে না। কুক্ষি প্রদেশে গড় গড় শব্দ হয় এবং স্পর্শাধিক্য।	৮। পেট ফাঁপা থাকে।

আর্ণিকার অবস্থা সচরাচর ব্যাপটিসিয়ার পর উপস্থিত হয় এবং আর্ণিকা কখনই টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার হয় না। যে স্থলে কোন প্রকার অত্যন্ত পরিশ্রমিক কার্য্য করিয়া তৎপর জ্বর হইয়া ক্রমশঃ টাইফয়েড অবস্থা উপস্থিত হয় সেইরূপ স্থলে আর্ণিকা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং রাসটক্সের পার্থক্য—

ব্যাপ্‌টিসিয়া	রাসটক্স
১। গাত্র বেদনা হেতু শয্যা শক্ত মনে করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে থাকে।	১। গাত্র বেদনা হেতু এপাশ ওপাশ করে যেহেতু সঞ্চালনে গাত্র বেদনা উপশম হয়।
২। পেট ফাঁপা অধিক থাকে না।	২। পেট ফাঁপা থাকে।
৩। মলমূত্র ঘর্ম্ম অর্থাৎ সমুদায় স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত।	৩। মলমূত্র অধিক দুর্গন্ধ যুক্ত নয়।
৪। জিহ্বার মাঝখানে লম্বা ভাবে লাল রেখা প্রকাশ পায়। (Red streaks down the middle of the tongue)।	৪। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক এবং জিহ্বাগ্রে লাল ত্রিকোণাকৃতি দাগ প্রকাশ পায় (red at the tip in the shape of a triangle)।
৫। বিকার অবস্থায় শরীর বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িয়া আছে এইরূপ ভ্রমে তাহা একত্র করিবার নিমিত্ত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে।	৫। বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে।
৬। মল রক্ত যুক্ত তরল অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মাবৎ অথবা ঘোর কাংবর্ণ তরল (Dark thin fecal)।	৬। মল জলবৎ তরল অথবা মাংস ধোয়া জলবৎ।

রাসটক্স—এক সময় এই ঔষধটির এত অধিক প্রতিপত্তি ছিল যে, যে কোন রোগেই টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ থাকিলে সেই স্থলেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইত (Formerly Rhus held undisputed sway in almost all diseases which threatened to assume a Typhoid type, whether the disease was diphtheria, scarlatina, peritonitis or Pneumonia—Farrington) কিন্তু আজকাল ব্যাপটিসিয়া সেইরূপ স্থলে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে।

ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফয়েডে অবসন্নতা লক্ষণ অত্যন্ত শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত

হয়, প্রথম হইতেই যেন রোগীর চেহারা নেশাখোরের ন্যায় হইয়া আইসে, একলা থাকিতে চায় আর কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, কুকুরের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া থাকে, নিজ মনে অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করিতে থাকে, মলমূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায়ই অত্যন্ত দুর্গন্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এক সপ্তাহে রোগীর অবস্থা এইরূপ হইয়া যায় যে মনে হয় যেন কতদিন হইতে ভুগিতেছে। ব্যাপটিসিয়ার রোগ অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া যায়, ইহা ব্যাপটিসিয়ার একটি বিশেষত্ব। যে লোককে দেখিলাম এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাস্তায় বেড়াইতেছে তাহাকে অদ্য দেখিতেছি কুকুরের ন্যায় শয্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শয়ন করিয়া আছে, কাহারো সহিত কথা বলিতেছে না; ডাকিলেও সারা দিতেছে না, হয় ত অর্দ্ধেক বলিয়া পুনরায় তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছে নেশাখোরের ন্যায় বিঘোর অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এত দ্রুত রোগীর এই প্রকার বৃদ্ধি একমাত্র ব্যাপটিসিয়াতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থায় ব্যাপটিসিয়া অধিক নির্ব্বাচিতও হয়।

রোগ যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, দেখিতে পাওয়া যায় রোগী সর্ব্বদা একটা কিছু করিতেছে যেন কি একটা অস্বস্থি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে সকল সময় ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে একবার গায়ের কাপড় টানিতেছে আবার ফেলিয়া দিতেছে, নিজের হস্ত পদ নিজে নিজেই টানিতেছে, টিপিতেছে, শয্যায় হাত দিয়া এদিক ওদিক যেন খুঁজিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়া আছে তাহা একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।" সকল সময় এই সমুদায় লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে নিদ্রা যাইতেও পারিতেছে না। রোগী কখন কখন মনে করে তাহার শরীর হইতে হস্তপদ পৃথক হইয়া গিয়াছে অথবা একটি পায়ের স্থলে তিনটি হইয়া গিয়াছে অথবা পার্শ্বে একটি অপর লোক শুইয়া রহিয়াছে, এতদ সমুদায় ভ্রম চিন্তায় এবং ধারণায় রোগীকে অস্থির এবং ব্যস্ত করিয়া রাখে।

ব্যাপটিসিয়ার প্রলাপ অধিকাংশ স্থলে রাত্রিতেই অধিক হয় এবং প্রলাপ অত্যন্ত মৃদু অনেকটা হাইওসিয়ামাসের মত। ব্যাপটিসিয়ার প্রলাপে একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রোগী যখনই চক্ষু বন্ধ করে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রলাপের মৃদু বিড় বিড় করাও বন্ধ হয়, আবার যেমন চক্ষু খোলে

আবার প্রলাপ বকিতে থাকে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না, অৰ্দ্ধেক বলিয়াই আবার নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে।

গাত্র বেদনা লক্ষণ ইহাতে অত্যন্ত বর্ত্তমান থাকে এবং ইহা অনেকটা আর্ণিকার ন্যায়। আর্ণিকার সহিত ব্যাপটিসিয়ায় কতকগুলি অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে উভয়েতেই গাত্র বেদনা রহিয়াছে, উভয় রোগীই হতভম্ব নির্ব্বোধ অবস্থায় পড়িয়া থাকে; উভয় ঔষধই আঘাতে ব্যবহার হয়, উভয় ঔষধেরই স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধ (ব্যাপটিসিয়ার অত্যন্ত অধিক)। আর্ণিকার গাত্রে কালশিরা প্রকাশ পায়, ব্যাপটিসিয়ায় ইহা থাকে না এই লক্ষণটি আর্ণিকার একটি বিশেষ বিশেষত্ব।

রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে দন্তে এবং ওষ্ঠে দন্ত শর্করা সমাবেশ হইতে থাকে ও দুর্গন্ধও অত্যন্ত ভীষণ হয়। জিহ্বা ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখে ক্ষত প্রকাশ পায় চিড় খাইয়া কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে। রোগী ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় অসাড় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, ডাকিয়াও জাগান যায় না।

পেটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়। পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং গুড় গুড় শব্দ হয়, মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে। মল নানান প্রকারের হয় এবং এত ভীষণ দুর্গন্ধ হয় যে ঘরে প্রবেশ করা যায় না। মল সময় সময় অসারে নির্গত হইয়া থাকে—মলের রং কৃষ্ণবর্ণ, তরল রসযুক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট চূর্ণের ন্যায় অথবা ঘোড় কটাবর্ণ। প্রস্রাব অত্যন্ত লালবর্ণ স্বল্প এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

ল্যাকেসিস—ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় ইহাতেও মলমূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদির দুর্গন্ধতা এবং অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলতা লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জিহ্বা বহির্গত করা কালীন জিহ্বাগ্র কাঁপিতে থাকে, দাঁতে জিহ্বা আটকাইয়া যায়। দাঁত হইতে ছাড়াইলেও বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে। পুনরায় ভিতরে টানিয়া প্রবেশ করাইবার ক্ষমতা এবং জ্ঞান থাকে না (trembling of the tongue when attempting to protrude it, the tongue catches on the teeth during the act, when he succeeds in geting it out, it hangs there tremblingly and he may not even have sense enough to draw it again)। রক্তস্রাব যেন শরীরের ছিদ্রযুক্ত স্থান হইতেই নির্গত হইতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয় ফাটিয়া চিড়িয়া যায় এবং কৃষ্ণবর্ণ বদ রক্ত বহির্গত হয়। রক্ত

কিছুক্ষণ থাকিলে পোড়া বিছালি খড়ের ন্যায় তলানি পড়ে (deposits a sediment which looks like charred straw)। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় রোগী গাত্রোপরি এবং গলদেশে কোন প্রকার সামান্য চাপ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না এমন কি কাপড়ের সামান্য চাপও সহ্য হয় না। ল্যাকেসিস্ রোগের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয় এবং সর্প বিষ হইতে প্রস্তুত ঔষধ বলিয়া ব্যাপটিসিয়া অপেক্ষা ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর। ল্যাকেসিসে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে নিদ্রার পর সমুদায় রোগের বৃদ্ধি হয় (If he does any real sleep all his sufferings are greatly aggravated, the more he sleeps, the worse he feels—Nash)। ইহার সমুদায় স্রাব ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইলেও কিন্তু স্রাব সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। ডাক্তার লিপি একস্থানে বলিতেছেন যদি উপযুক্ত এবং নির্ব্বাচিত ঔষধে আশাপ্রদ ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (Lachesis is a remedy that could like Sulphur sometimes be used on the indications, when other apparently well chosen remedies do not act—Dr. Lippe)

মিউরেটিক এসিড—ব্যাপটিসিয়ার সহিত অবসন্নতা, স্রাবের দুর্গন্ধতা ইত্যাদি কতক লক্ষণে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু মিউরেটিক এসিডের দুর্ব্বলতা এত ভীষণ হয় যে রোগীর বালিসে মস্তক রাখিবার ক্ষমতাই থাকে না। কাজে কাজেই রোগীর শরীর ক্রমশঃ শয্যার পায়ের দিকে নামিয়া আসিতে থাকে (The weakness is so great that the patient constantly sinks or slides down to the foot of the bed)। মিউরেটিক এসিডের অবসন্নতা অনেকটা কার্ব্বভেজের ন্যায় বলিতে পারা যায় ইহা শেষ অবস্থার একটি উত্তম ঔষধ। জিহ্বা শুষ্ক হইয়া কোঁচকাইয়া ক্ষুদ্র হইয়া যায়। সঞ্চালন ক্ষমতা শূন্য হয়, দাঁতের মাড়িতে নীলবর্ণ ক্ষত প্রকাশ পায়, অসারে দুর্গন্ধযুক্ত রক্তভেদ প্রস্রাব হয় এবং নাড়ীর গতি প্রতি তৃতীয় আঘাতের পর বিরাম হয়। অনেককে দেখিয়াছি মিউরেটিক এসিড সহজে প্রয়োগ করেন না ইহাকে কার্ব্বভেজের ন্যায় শেষ ঔষধ মনে করেন।

(টাইফয়েড রোগের বিস্তারিত ঔষধ সমূহ রাসটক্সে দেখ)

ডিফ্‌থিরিয়া—ব্যাপটিসিয়া ডিফথিরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ যখন রোগ টাইফয়েড ভাবাপন্ন হইয়া আইসে—মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কৃষ্ণবর্ণ ঝিল্লি (membrane) প্রকাশ পায় এবং রোগ ক্রমশঃ গলিত ক্ষতের ন্যায় অবস্থায় (gangrenous) পরিণত হইতে থাকে, আবার ইহাও দেখা যায় অনেক সময় রোগের প্রারম্ভই উক্ত প্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয়, রোগী কেবল তরল পদার্থ—দুধ জল, ইত্যাদি গলাধঃকরণ করিতে পারে, শক্ত পদার্থ পারে না। (তরল-পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয়, শক্ত পদার্থ তত কষ্ট হয় না—ল্যাকেসিস) ব্যাপটিসিয়ার ডিফথিরিয়ার সহিত আচ্ছন্নতা ভাবও অল্পবিস্তর বর্ত্তমান থাকা উচিত।

এইলান্থাস—টাইফয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত ডিফথিরিয়ার ইহা ব্যাপটিসিয়ার সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু ইহাতে আচ্ছন্নতা ব্যাপটিসিয়া অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক বর্ত্তমান থাকে। নাসিকা হইতে অত্যন্ত ক্ষতকারক জলবৎ স্রাব নির্গত হয়, এবং তদ্বারা উর্দ্ধওষ্ঠে ক্ষত হইয়া যায়। ইহাতে রক্ত বিষাক্ত হইয়া পীড়কা (rash) বহির্গত হইবার সম্ভাবনা প্রায়ই হয়, যদি বহির্গত হয় তাহা দেখিতে অনেকটা নীলবর্ণ (livid purplish hue) হয়।

আমাশয়—মল কেবল শক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ তরল এবং ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত। কোঁথানি থাকে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ব্যাপটিসিয়ার আমাশয়ে কিছুমাত্র যন্ত্রণা থাকে না—ইহা জীবনী শক্তির ভীষণ দুর্ব্বলতার পরিচয়। টাইফয়েড জাতীয় আমাশয়ে ব্যাপটিসিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগের পূর্ব্বে মানসিক লক্ষণ এবং জিহ্বার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

মুখক্ষত—ব্যাপটিসিয়ার মুখক্ষতে অনেকটা ল্যাকেসিসের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। দন্তের মাড়ি হইতে কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঘোর লাল বেগুণে রং সদৃশ রক্ত নিঃসৃত হয়—লালাস্রাব, মুখের গন্ধ, মল ইত্যাদি সমুদায় ল্যাকেসিসের ন্যায় ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। এই উভয় ঔষধ ক্ষয়কাশের শেষ অবস্থায় মুখক্ষতে প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু ইহাদিগের জিহ্বা দেখিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ঘুচিয়া যায়—ব্যাপটিসিয়ার জিহ্বার মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নে পীত অথবা কটাবর্ণ রেখা প্রকাশ পায় এবং ধার উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়। ল্যাকেসিসে জিহ্বা বিশেষতঃ অগ্রভাগ শুষ্ক এবং লাল চকচকে হয় ও ধার সমুদায় ফোস্কাযুক্ত হয়। এই প্রকার ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত মুখক্ষতে ইকিনিসিয়া এঙ্গুষ্ট ফোলিয়ার বিষয় চিন্তা করিবে; ইহা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—টাইফয়েডে ইহা সচরাচর ১x ক্রম অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ১x ক্রম অধিক ফলপ্রদ। যে সমুদায় রোগ টাইফয়েডে পরিণত হইবার আশঙ্কা হয় অথবা টাইফয়েড জাতীয় রোগে ব্যাপটিসিয়া নিম্ন ক্রম ৩, ৬ ইত্যাদি অধিকাংশ চিকিৎসক ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ ৩০ ক্রমও ব্যাবহার করেন।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্ণিকা, আর্সেনিক, ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়ম।

ব্যাপ্‌টিসিয়ার পর—রক্তস্রাবে ক্রোটেলাস, হেমামেলিস, নাইট্রিক এসিড, টেরিবিন্থিনা সাধারণতঃ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ব্যারাইটা কার্ব্ব (Baryta Carb)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। যাহারা শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহাদিগতে এবং স্ক্রফিউলাস্ ও খর্ব্বাকৃতি শিশুদিগেতে যাহাদিগের শরীরের বৃদ্ধি হয় না কিংবা মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় না তাহাদিগেতে ব্যারাইটা কার্ব্ব অধিক নির্ব্বাচিত হয় (Children both physically and mentally weak, dwarfish, who do not grow, scrofulous—Baryta-carb is especally adapted)

২। স্মরণশক্তি অতি দুর্ব্বল,—সহজেই কথা ভুলিয়া যায়, অমনোযোগ, কোন বিষয় শিক্ষা করিতে এবং মনে রাখিতে পারে না—বোকা, নির্ব্বোধ।

৩। বৃদ্ধ লোকদিগের Prostrate এবং testes অর্থাৎ মুখশায়ী গ্রন্থির এবং অণ্ডকোষের কাঠিন্যে, মৃগী রোগের আশঙ্কায় এবং তদ্‌হেতু পক্ষাঘাতে অধিক প্রয়োগ হয়।

৪। ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য,—সহজেই ঠাণ্ডা লাগে এমন কি অতি সামান্য ঠাণ্ডাতেই তালমূল প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়। তরল দ্রব্য ব্যতীত কিছুই আহার করিতে পারে না।

৫। গ্রন্থি সমূহ বিশেষতঃ গ্রীবা এবং কুচকি প্রদেশের গ্রন্থি স্ফীত এবং শক্ত হয়।

৬। পদদ্বয়ের দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। পায়ের তলা এবং আঙ্গুল ঘর্ম্ম হেতু ক্ষত হয়।

৭। পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হেতু গলদেশের প্রদাহ হয় (গ্র্যাফাইটিস্, সোরিনাম, স্যানিকিউলা, সাইলিসিয়া)।

সাধারণ লক্ষণ

১। খর্ব্বাকৃতি হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোক—স্বল্প ঋতুস্রাব, স্বল্প শারীরিক উত্তাপ, গাত্র সর্ব্বদা ঠাণ্ডা এবং শীত শীত ভাব।

২। অর্শ প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগকালীন বহির্গত হইয়া পড়ে—(এসিড মিউর)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় যে কয়েকটি স্ক্রফিউলাস (scrofulous) ঔষধের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই তাহার মধ্যে ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি অন্যতম এবং ইহা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় একটি প্রধান constitutional ঔষধ অর্থাৎ ইহার নির্ব্বাচন শারীরিক গঠন এবং ধাতুর উপর অধিক নির্ভর করে। ব্যারাইটা কার্ব্বের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে—তাহার মধ্যে মানসিক বৃত্তি এব শারীরিক গঠনের বিকাশ উপযুক্ত রূপে না হওয়াই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান—কাজে কাজেই ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগী নির্ব্বোধ এবং খর্ব্বাকার (idiot and dwarfish) প্রকৃতির। মন এবং শরীর উভয়ই দুর্ব্বল, সকল বিষয়েই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় বিশেষরূপে প্রকাশ থাকে। রোগী হয় ত নিশ্চেষ্টভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে

কিংবা উদ্দেশ্য বিহীন যাহা তাহা কাজ করিতে থাকে। শারীরিক গঠনে যেমন খর্ব্ব (dwarfish), বুদ্ধি বৃত্তিতেও সেই প্রকার দুর্ব্বল। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত শিশুর বাক শক্তির বিকাশও শীঘ্র হয় না। কাজে কাজেই শিশু শীঘ্র কথা বলিতে কিংবা হাটিতে শিক্ষা করিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যায়। কোন কথা অধিকক্ষণ স্মরণ থাকে না—সমুদায় বিষয়েই যেন একটা জড় বুদ্ধি ভাবাপন্ন (imbecile)। কোন বিষয় ধারণা করিতে কিংবা বোধগম্য করিতে অক্ষম। শরীর সামঞ্জস্য ভাবে বৃদ্ধি হয় না, সমুদায় শরীর শীর্ণ অথচ উদর বৃহৎ, মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা, গ্রন্থি সমূহ (glands) বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত (inclined to glandular swelling), সর্ব্বদা আহারের চেষ্টা, কিন্তু শরীর এবং মানসিক উন্নতির অভাব।

ব্যারাইটা কার্ব্ব বিশেষতঃ শিশু এবং বৃদ্ধদিগের উক্ত প্রকার মানসিক এবং শারীরিক দুর্ব্বলতার অধিক কার্য্য করে—

(Complaints of dwarfish children, mind and body weak, don't grow, inclined to glandular swelling. The defective growth is both mental and physical. The weakness of the mind may amount almost to idiocy or imbecility. Then again it is equally adapted to old age with mental and physical weakness feeble and tottering, childishness and thoughtless behaviour).

রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে। শীত সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বদা বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। ঠাণ্ডায় সমুদায় রোগের বিশেষভাবে তালুমূল প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়। অন্যান্য গ্রন্থি সমুদায়ও স্ফীত কিংবা যন্ত্রণাযুক্ত হয় অর্থাৎ ব্যারাইটা কার্ব্বের ঠাণ্ডা সহ্য না হওয়া একটি সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদিগের মধ্যেও উক্ত প্রকার হতবুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন (imbecile) অবস্থা প্রকাশ পায় এবং ইহাদিগেতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় তাহা হইতেছে অপরিচিত লোকের উপর ঘৃণা ভাব, কোন অপরিচিত লোক নিকটে আসিতেছে দেখিলেই রোগী সে স্থান হইতে দূরে চলিয়া যায়, যেন মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং মনে করে তাহারা যেন তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে। অতি সহজেই রাগ হইয়া উঠে, এই প্রকার লক্ষণ অনেক সময় মানসিক রোগ বশতঃ বৃদ্ধ এবং অল্প বয়স্ক লোকদিগের মধ্যেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ডাক্তার ট্যালকট (Dr. Talcott) ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণের কথা উল্লেখ করেন তাহাঁর যেন পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং হাটুর উপর ভর দিয়া চলা ফেরা করিতেছে।

কেবল যে (imbecile) নির্ব্বোধ ভাবই বৃদ্ধদিগের প্রতি প্রকাশ পায় এমন কিছু নয়। Second Childhood ভাবও প্রবল হয় অর্থাৎ ৬০ বৎসর বৃদ্ধের কথাবার্ত্তা কার্য্যকলাপ, আচরণ ৫।৭ বৎসর বালক বালিকার ন্যায় শিশুবৎ হয়। এতদহেতুই ব্যারাইটা কার্ব্বকে দ্বিতীয় শিশু অবস্থারও একটি উপযুক্ত ঔষধ বলা হইয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায়ও এমন সমুদায় মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পায় যাহা অত্যন্ত ছেলেমানুষের ন্যায় বোধ হয়। ব্যারাইটা কার্ব্বে বুদ্ধিবৃত্তির অভাবের লক্ষণ সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বেও চলৎ শক্তির বিলম্বতা রহিয়াছে কিন্তু ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগের সহিত ইহার পার্থক্য অত্যন্ত গভীর, ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের হস্তপদের অস্থির বিকাশ উপযুক্তরূপে না হওয়া অর্থাৎ তাহাদিগের দুর্ব্বলত. প্রযুক্ত হাটিতে পারে না। ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীর শারীরিক গঠন বরং কিঞ্চিৎ ভাল থাকা সত্ত্বেও মানসিক বৃত্তির বিকাশ উপযুক্তরূপে না হওয়ায় হাটিতে শিক্ষা করিতে পারে না অর্থাৎ Calcarea carb—Late walking আর Baryta carb—Late learning to walk। ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীতে বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের অভাব অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। কোন কাজ কর্ম্মের উপযুক্ততা শীঘ্র দেখা দেয় না। ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের বিলম্বত' অল্প বিস্তর বোরাক্স এবং নেট্রাম মিউরে দৃষ্ট হয় কিন্তু ব্যারাইটা কার্ব্বই হইতেছে এই বিষয়ের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগীর সর্ব্ব বিষয়েই যেন ছেলে মানুষে ভাব (Childishness) অর্থাৎ পুতুল লইয়া খেলা করা এবং নির্ব্বোধের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলা ইত্যাদি পরিচয় পরিষ্কার রূপে প্রকাশ থাকে। এই প্রকার মানসিক অবস্থা ২৫ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদিগের মধ্যেও প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং এমনও দেখা যায় বালিকার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে কিন্তু তাহার স্ত্রী-ধর্ম্ম প্রকাশ হয় না—কিংবা স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতায় বোধ থাকে না। শরীরের একটি যন্ত্র পরিপুষ্ট হয় অন্যটি হয় ত বিকাশ হয় না—ব্যারাইটা কার্ব্বে এইরূপ দেখা যায়—(A single organ fail to mature and the other go on one sidedness a partiality of devolopment—Kent)

ইহা ব্যতীত কোন কারণবশতঃ শারীরিক কিংবা মানসিক ক্রমোন্নতির বিকাশ যদি বন্ধ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অধিক বয়স এবং শিশুবৎ আচরণ প্রকাশ পায় তাহা হইলেও সকল চিকিৎসকই ব্যারাইটা কার্ব্বকে প্রাধান্য দেন। শিশু দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় হয় এবং আচরণ শিশুবৎ হয়—

(In premature old age these symptoms lead all practitioners to think of Baryta carb, because of the arresting of development, that is deserved in this remedy).

তালুমুল প্রদাহ—ব্যারাইটা কার্ব্বের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে গ্রন্থির বিবৃদ্ধতা (enlargemeut of lymphatic glands all over the body)। শরীরের গ্রন্থি সমুহ বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয়। গ্রন্থি স্ফীত হইয়া শক্ত আকার ধারণ করাই এই ঔষধের একটি বিশেষত্ব। গ্রন্থি ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে, ক্ষতের মূলদেশ শক্ত হয় (inflitration belongs to the remedy, most surely, the glands, become harder and harder, ulcers become indurated in their base)। গ্রীবাদেশের কুচকির, নিম্নোদরের অর্থাৎ সমুদায় স্থানেরই গ্রন্থি আক্রান্ত হইতে পারে। গ্রীবার গ্রন্থি সমুহ বিবৃদ্ধি হইয়া দড়ির ন্যায় গিট্ গিট্ আকারে পরিণত হয়। (great knotty chains form in the neck) এবং গ্রীবার গ্রন্থিই এই ঔষধে অধিক আক্রান্ত হয়। তালুমুল প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া পাকিয়া ওঠে, (This medicine has a peculiarly strong affinity for the throat especially the tonsils which become greatly inflamed, swollen and suppurate as a consequence of the least exposure to cold. Thus it becomes one of our best valuable therapeutic agents in cold quinzy subjects)। তালুমুলের উপর ইহার এই প্রকার কার্য্য থাকায় পুরাতন অবস্থাও ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। উপযুক্তরূপ ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যবহার করিতে পারিলে একমাত্র ইহার দ্বারাই তালুমুল প্রদাহের সমুদায় গতি রোধ হইয়া থাকে এবং উচ্চক্রম মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে ভবিষ্যতে এই রোগের আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। যাহাদিগের সামান্য ঠাণ্ডাতেই তালুমুল প্রদাহ হয় তাহাদিগের পক্ষে ব্যারাইটা কার্ব্ব অতি মহৌষধ। পুরাতন প্রদাহের এবং তালুমুল বিবৃদ্ধি

হইয়া শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্যারাইটা কার্ব্ব তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে (Baryta is really fully as useful to change the constitutional tendencies to quinzy, as it is in the acute attack)। তরুণ তালুমূল প্রদাহের ব্যারাইটা কার্ব্ব যত অধিক কার্য্যকরী নয় কিন্তু পুরাতন অবস্থারই ইহা অধিক উপযুক্ত। সকল গ্রন্থকারই ব্যারাইটা কার্ব্বকে তালুমূল প্রদাহের বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় যখন তালুমূল বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয় তাহার একটি অতি মহৎ ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগের সময় আর একটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে রোগীর শারীরিক গঠন এবং মানসিক লক্ষণ। তালুমূল প্রদাহের সহিত চোয়ালের নিম্নের এবং কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থিও ফুলিয়া ওঠে, এবং বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। তরল দ্রব্য ব্যতীত কিছুই আহার কিংবা পান করিতে পারে না। ডাক্তার ফ্যারিংটন সর্ব্বদা তালুমূল প্রদাহের চিকিৎসায় জলের সহিত সুরাসার মিশ্রিত করিয়া কুলকুচি করিতে ব্যবস্থা দেন, তাহার দ্বারা গলদেশে শ্লেষ্মা সঞ্চার হইতে পারে না (In the treatment of tonsilitis, I frequently use the same prescription that I employ in diphtheria, namely a gargle of alcohol and water. This to remove the accumulation of phlegm from the throat—Farrington)।

তালুমূল প্রদাহে ব্যারাইটা কার্ব্বের সমগুণ ঔষধসমূহ

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—রোগী শ্লেষ্মা এবং রসপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। শারীরিক গঠন এবং constitution এর উপর ইহার নির্ব্বাচন অধিক নির্ভর করে।

ক্যালকেরিয়া ফস—পুরাতন তালুমূল প্রদাহে এবং অস্থি বিকাশের দুর্ব্বলতা থাকিলে।

হেপার সালফার—তালুমূল অত্যন্ত বৃহৎ। কর্ণের কিঞ্চিৎ বধিরতা এবং গলদেশে মৎস্য কাঁটার ন্যায় যন্ত্রণা বোধ।

লাইকোপোডিয়াম—প্রদাহ দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে বিস্তারিত হয়। তালুমূল বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত ক্ষত দ্বারা আবৃত।

কোনিয়াম—শক্ত এবং বৃহৎ তালুমূলেই ইহা প্রয়োগ হয়। পূঁযোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

ক্যালকেরিয়া আইওড-অনেকটা ব্যারাইটা কার্ব্ব সদৃশ ইহাতেও তালুমূল অত্যন্ত শক্ত এবং বৃহৎ হয় কিন্তু ক্যালকেরিয়া আইওডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলিবৎ গর্ত্ত থাকে (filled with little crypts or pockets) ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূল প্রায়ই পাকে না বরং ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগিলেই যন্ত্রণা ও প্রদাহ হয়। যন্ত্রণা ও প্রদাহের অবসানে দেখিতে পাওয়া যায় তালুমূলের আবার পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূলের একটি স্বভাব, যতই ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রদাহ হয় ততই ইহার আকারও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সামান্য ঠাণ্ডার স্পর্শেই তালুমূলের প্রদাহ হয় এবং শিশুদিগেতে শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সমুদায় শিশুদিগের তালুমূল বিবৃদ্ধি এবং শরীরের অন্যান্য গ্রন্থি সমূহও বিবৃদ্ধি (enlarged) ও বুদ্ধিবৃত্তির অভাব (somewhat dwarfish intellectually) তাহাদিগেরই ব্যারাইটা কার্ব্ব উপযুক্ত ঔষধ। এই প্রকার শিশুদিগেতে তালুমূল প্রদাহে ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ করিলে তালুমূল বিবৃদ্ধি শীঘ্রই হ্রাস হয়। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্যারাইটা কার্ব্ব রোগ লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয় না, রোগীর ধাতুর অর্থাৎ constitution এর উপরই এই ঔষধের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ব্যারাইটা কার্ব্বে তালু-মূলের প্রদাহ বেলেডোনার ন্যায় তত অধিক হয় না—হঠাৎ অথবা এক রাত্রিতেই প্রদাহ কিংবা পূঁযোৎপাদন হয় না—। বহুদিন পুনঃ পুনঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে শক্ত অবস্থায় পরিণত হয় ব্যারাইটা কার্ব্বের তালু-মূল প্রদাহের ইহাই হইতেছে রীতি (Progress slowly after many days of exposure and there is gradual growth and gradual development, inflammation generally infiltrated and grow hard, that is the most characteristic nature of Baryta carb, in all of the glands)

বেলেডোনায় অতি দ্রুত ভাবে আক্রমণ হইয়া থাকে। হেপারেও শীঘ্র হয় কিন্তু পূঁযোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে। তালুমূল প্রদাহের সহিত কর্ণে যন্ত্রণা হইলে

এবং উত্তাপে উপশম থাকিলে ক্যামোমিলা তাহার উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু রোগী অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক। ক্যামোমিলার যন্ত্রণা হঠাৎ অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং উত্তাপে উপশম বোধ করে, অনেকে এইরূপ স্থলে বেলেডোনা ভুলক্রমে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূল ফুলিয়া অত্যন্ত বৃহৎ এবং শক্ত হয়, দুই পার্শ্বে দুইটি তাল শাঁসের ন্যায় আকৃতি হয়. গলার স্বর বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, গলাধঃকরণে কষ্ট হয় এবং সামান্য ঠাণ্ডাতেই অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। সর্ব্বদা মনে হয় গলায় যেন কি একটা বস্তু আটকাইয়া রহিয়াছে। ব্যারাইটা কার্ব্বের তালুমূল প্রদাহে আর একটি কথা উল্লেখ করিবার আছে তাহা হইতেছে তালুমূল প্রদাহ নূতন কিংবা পুরাতন হউক যদ্যপি পদযুগলের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ (Suppressed foot sweat) হেতু হয়, তৎক্ষণাৎ ব্যারাইটা কার্ব্ব চিন্তা করা উচিৎ যদিও সাইলিসিয়া ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হেতু উপদ্রবের অত্যন্ত অধিক প্রচলিত এবং প্রধান ঔষধ, তথাপি এইরূপ স্থলে অর্থাৎ তালুমূল প্রদাহ হইলে ব্যারাইটা কার্ব্ব অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে কারণ সাইলিসিয়ার ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় গলদেশে অধিক কার্য্য নাই।

অর্ব্বুদ (Tumors)—ব্যারাইটা কার্ব্ব অর্ব্বুদের একটি উত্তম ঔষধ, ইহা fatty tumors অর্থাৎ চর্ব্বিযুক্ত অর্ব্বুদেই অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং গ্রীবা প্রদেশে (nape of occiput) কর্ণের পশ্চাতে এই প্রকার স্থানে হইলেই ব্যারাইটা কার্ব্বকে সকল চিকিৎসকগণই অধিক প্রাধান্য দিয়া থাকেন। খুব শক্ত আকারের হয় না, রবারের ন্যায় নরম এবং স্থিতি স্থাপক। চর্ব্বিযুক্ত অর্ব্বুদে ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যতীত ক্যালকেরিয়া এবং সাইলিসিয়াও ব্যবহার হইয়া থাকে।—গ্রন্থি জনিত বা গ্ল্যাণ্ডিউলার টিউমারে গ্র্যাফাইটিস, ফাইটোলেক্কা, ইত্যাদির বিষয়ও চিন্তা করিবে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—জরায়ু এবং যকৃতের টিউমারে ইহার উপকারও দেখা গিয়াছে, ইহাতে অনেকগুলি ফাইব্রস টিউমার আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার প্রয়োগ রোগীর শারীরিক ধাতু প্রকৃতির (constitution) উপর নির্ভর করে। কার্ব এনামেলিসে—টিউমার প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। পুংজোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। সময় সময় অত্যন্ত বেদনাও থাকে ইহা জরায়ুর খুব শক্ত টিউমারের একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

কোনায়াম—অর্ব্বুদ অত্যন্ত শক্ত এবং ভারী বোধ হয়, আঘাত পাইয়া হইলেই এবং স্তনের ও পাকস্থলীর অর্ব্বুদে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

গ্র্যাফাইটিস—ইহার অর্ব্বুদের উপর বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে, গ্রীবা প্রদেশ কক্ষতল, কুচকি, নিম্নোদর ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থি সমূহ স্ফীত হইয়া অর্ব্বুদ সদৃশ হয় কিন্তু গ্র্যাফাইটিস চর্ম্মরোগ বিশেষরূপে ইকজিমা থাকিলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সাইলিসিয়া—ফোড়া কিংবা প্রদাহের পর স্থান দরকচা কিংবা থর লইয়া শক্ত হইয়া থাকিলে, ইহার বিষয় চিন্তা করিবে। ইহা ব্যবহারে শক্ত ভাব শীঘ্রই অপসারিত হইয়া যায়।

কাশি—স্ক্রফিউলাস ধাতু বিশিষ্ট শিশুদিগের পূরাতন কাশির ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু এই প্রকার কাশির সহিত সর্ব্বদা তালুমূলের বৃদ্ধি অথবা গ্রীবা দেশের স্ফীতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই শিরঃপীড়া কটিদেশের যন্ত্রণা, উদরাময় এবং কাশি উপস্থিত হয় (ডালকামরা)। গলার স্বর বসিয়া যায় এবং সকল সময় মনে হয় যেন ধূঁয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং এতদ সহিত শুষ্ক ঘং ঘং কাশি হইতে থাকে। বৃদ্ধ লোকদিগের শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে অথচ শ্লেষ্মা উত্তোলন করিতে পারে না, রোগী কাশিতে কাশিতে অস্থির হইয়া উঠে, নিম্নোদর চাপিয়া শুইয়া পড়ে। নিম্নোদর যতক্ষণ চাপিয়া শুইয়া থাকে ততক্ষণ আর কাশি থাকে না, কাশির উপশম হয়। (So long he lies on the abdomen, he is free from cough) এই স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিবে—কাশি এবং শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি শয়ন করিলেই বৃদ্ধি হয় কিন্তু পেটের উপর চাপ দিয়া শুইয়া থাকিলে উপশম হয় (cough and rattling aggravated when lying, except when lying on belly, which relieves, has to sit up frequently in the night—Kent)

কর্ণপ্রদাহ—ঠাণ্ডাতে কর্ণও আক্রান্ত হয়। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ কালীন কর্ণে শ্লেষ্মা হেতু পট পট (crackling) শব্দ হয়। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ কালীন অথচ হাঁচি দিতে হইলে কর্ণে শব্দের প্রতিধ্বনি হয়। কর্ণের চারি পার্শ্বে eruption দেখা দেয় এবং কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থি বৃদ্ধি এবং শক্ত হয়, কর্ণ-

মূলও হয় এবং ক্রমশঃ শক্ত হইতে শক্ত হয় শীঘ্র হ্রাস হয় না, অনেক সময় শক্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থি সমূহও সঙ্গে সঙ্গে বিবৃদ্ধি এবং শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চক্ষু প্রদাহ—স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহে ও ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা নিম্নোদিকে তাকাইলে উপশম হয়। চক্ষু প্রদাহে ব্যারাইটা কার্ব্ব সচরাচর অধিক প্রয়োগ হয় না কিন্তু স্ক্রফিউলাস ধাতু বিশিষ্ট রোগীদিগের প্রতিই উত্তম কার্য্য করে, ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ কালীন রোগীর শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণের প্রতি অধিক প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। চক্ষু প্রদাহে ইহার লক্ষণ অনেকটা ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায়।

দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা (Amblyopia)—বৃদ্ধ লোকদিগের দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতাও ইহা প্রয়োগে অনেক সময় পরিষ্কার হইতে দেখা গিয়াছে রোগী অধিকক্ষণ একটি বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে না। অন্ধকারে চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ দেখায়—

সংন্যাস (apoplexy) **এবং পক্ষাঘাত**—বৃদ্ধ লোকদিগের সংন্যাস রোগে কিংবা যে সমুদায় বৃদ্ধ লোকদিগের সংন্যাস রোগের প্রবনতা আছে, তাহাদিগের প্রতি ইহা বিশেষ ভাবে কার্য্য করে (It is specially adapted to apoplexy of old people or a tendency thereto) এবং সংন্যাস রোগ হেতু পক্ষাঘাতের ইহা একটি অতি উত্তম ঔষধ। এই প্রকার বৃদ্ধ লোকদিগের আচরণ শিশুবৎ এবং স্মরণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, হস্ত পদাদির কম্পন এবং জিহ্বার ভীষণ পক্ষাঘাত হয়। ব্যারাইটা কার্ব্বে সংন্যাস রোগের আক্রমণ হেতু যে পক্ষাঘাত হয় তাহা প্রায় অত্যন্ত অধিক রকমের হয় এবং জিহ্বাতেই অধিক প্রকাশ পায়। জড়বুদ্ধি ভাপাপন্ন (imbecile) বালক বালিকাদিগের মধ্যেও জিহ্বার আংশিক পক্ষাঘাত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুখ অর্দ্ধ হাঁ করিয়া থাকে এবং অনবরত লালা আপনা আপনি গড়াইয়া পড়িতে থাকে, শিশু এক দৃষ্টে শূন্যভাবে (vacant) তাকাইয়া থাকে দেখিলেই মনে হয় মানসিক অবাস্থার সামঞ্জস্য নাই (paralysis of the tongue in old people, Weakness of the tongue in old people, hardness of the tongue in old people—Kent) বৃদ্ধ লোকদিগের

জিহ্বার পক্ষাঘাতের ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি মহৌষধ কিন্তু সংন্যাস রোগের আক্রমণ হেতু হইলেই উত্তম কার্য্য করে।

এই প্রকার লোকের স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা বিষয়ে ব্যারাইটা কার্ব্ব অনেকটা এনাকার্ডিয়ামের সমতুল্য, কোন বিষয়ই স্মরণ রাখিতে পারে না সমস্তই যেন স্বপ্নবৎ মনে হয়।

মাতালদিগের সংন্যাস রোগের ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (ওপিয়ম, ল্যাকেসিস)। কষ্টিকাম যদিও পক্ষাঘাত সম্বন্ধে অনেকটা ব্যারাইটা কার্ব্বের সমতুল্য কিন্তু কষ্টিকামের পক্ষাঘাতে সঙ্কোচন অথবা spasm থাকে। সিকেলি করে অসাড়তা (numbness) জ্বলনভাব থাকে এবং আক্রান্ত স্থানে পচন (gangrene) ধরে।

কলচিকমে এবং আর্সেনিকে—জিহ্বা স্পর্শজ্ঞান শূন্য হয় অর্থাৎ sensibility থাকে না।

হাঁপানি—ব্যারাইটা কার্ব্ব বৃদ্ধ লোকদিগের শ্লেষ্মার একটি উত্তম ঔষধ। শায়িতাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র হয় (orthopnoea) যেন দম বন্ধ হইয়া আইসে, রোগী শুইতেই পারে না। গলদেশে, নাসিকায়, কণ্ঠনালীতে এবং বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। বৃদ্ধ লোকদিগের শ্লেষ্মার আধিক্য হেতু গলদেশের ঘড়ঘড়ানি ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগে শীঘ্র নিবারণ হয়। সামান্য ঠাণ্ডাতেই অর্থাৎ সামান্য ঠাণ্ডার স্পর্শ লাগিলেই ঘড়ঘড়ানি অধিক বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধলোকদিগের এবম্প্রকার এত অধিক ঘড়ঘড়ানির ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যতীত অন্য খুব কম ঔষধ আছে, হঠাৎ রাত্রিতে শ্লেষ্মা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া আইসে—এই প্রকার অবস্থায় এণ্টিম টার্টও অনেকে প্রয়োগ করেন কিন্তু এণ্টিম টার্টে উপকার না হইলে ব্যারাইটা কার্ব্ব দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগী ফুসফুসে যেন ধোঁয়া প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ অনুভব করে। যে সমুদায় বৃদ্ধ লোকদিগের ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা সদা সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকে শীত ঋতুতে আরো অধিক বৃদ্ধি হয়, গ্রীষ্মে বরং কিঞ্চিৎ উপশম থাকে এবং যখন ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিশেষ উপসর্গ থাকে না সেইরূপ স্থলে এমোনিয়াকম একটি অব্যর্থ ঔষধ (when there is a course rattling in the chest all the time in the old person, not a prematurely old person, like we

find in Baryta Carb, but an octogenarian, who is pretty comfortable in summer but miserable all winter from the course rattling in the chest and there are no other symptoms—Ammoniacum will keep the old person comfortable for years—Kent)

অন্ননালীর আক্ষেপ—(spasm of Oesophagus) —গলাধঃকরণ কালীন বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকদিগের অন্ননালীর আক্ষেপ (spasm) হয়। খাদ্য দ্রব্য গলার কতকদূর গেলেই আক্ষেপ হইয়া গলা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সামান্য খাদ্য দ্রবের স্পর্শে অন্ননালীর উক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া গ্রাফাইটিস এবং মার্কিউরিয়াস-করেও অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ রহিয়াছে (This gagging and choking with a little food is a very strong feature for Graphitis and Mer Cor) সুস্থ সবলকার লোক আহারে বসিয়া খাদ্য দ্রব্য মুখে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই অর্থাৎ অন্ননালীতে পহঁছান মাত্রই গলা এবং শ্বাস বন্ধ হইবার (gagging and choking) উপক্রম হয়। যদিও এই লক্ষণটি ব্যারাইটা কার্ব্বের একটি বিশেষত্ব কিন্তু মার্কিউরিয়াস করই ইহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ (ordinarily vigorous people sit down to the table and as soon as the food enters the oesophagus it causes gagging and choking. This is a strong feature of Baryta carb but much stronger in Merc Cor—Kent) ।

জননেন্দ্রিয় এবং মুখশায়ী গ্রন্থির-প্রদাহ (male genital organ and Prostatitis)—পুংজননেন্দ্রিয়ে ব্যারাইটা কার্ব্বের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। সহবাস ইচ্ছা এবং লিঙ্গের ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস হয়, লিঙ্গ শিথিল এবং ধ্বজভঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মুখশায়ী গ্রন্থি (prostatic gland) বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয়। অণ্ডকোষ শুষ্ক হইয়া যায়। মুখশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ব্যতীত লিঙ্গের মুখ হইতে গ্লিটের (Gleety) ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রণা শূন্য সাদা স্রাব হয়! বৃদ্ধ লোকদিগের মুখশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধির ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(Prostate gland—The large heart shaped gland below the neck of the urinary bladder and behind the bulb of the urethra)

শীর্ণতা (marasmus)—ব্যারাইটা কার্ব্ব শিশুদিগের শীর্ণতায় (Infantile maramus) সাইলিসিয়া, নেট্রাম মিউর, এব্রোটেনাম, সালফার, ক্যালকেরিয়া, আইওডিন ইত্যাদির সমকক্ষ। ব্যারাইটা কার্ব্ব শিশুদিগের শীর্ণতা ব্যতীত বার্দ্ধক্য দশার (senile) শীর্ণতায়ও ব্যবহার হয়। এই সমুদায় ঔষধেই শরীরের সমুদায় অংশ শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অথচ উদর শুষ্ক না হইয়া বরং বৃহৎ হইতে থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতে শিশু ভীষণ ক্ষুধা বোধ করে ও সর্ব্বদা আহারও করে কিন্তু শরীরের বৃদ্ধি বিশেষ কিছুই হয় না—খাদ্য দ্রব্য সমীকরণের অভাবই হইতেছে ইহার বিশেষ কারণ (defective assimilation)।

ব্যারাইটা কার্ব্বের শীর্ণতায় দেখিতে পাওয়া যায় শরীরের সমুদায় অংশই শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে অথচ নিম্নোদর ও গ্রন্থি সমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তি সমূহ খর্ব্ব পাইতে থাকে (It has been found suitable in marasmus of children with enlarged gland, enlarged, abdomen, emaciation of the tissues, emaciated limbs and dwarfishness of mind, you have there whole Baryta carb marasmus)।

ব্যারাইটা কার্ব্ব এবং সাইলিসিয়ায় শীর্ণতা বিষয়ে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয় ঔষধেই পদযুগলে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়, উভয় ঔষধেই মস্তক শরীরানুসারে অত্যন্ত বৃহৎ, উভয় ঔষধেই ঠাণ্ডা সহ্য হয় না কিন্তু সাইলিসিয়ার বিশেষত্ব হইতেছে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় ব্যারাইটা কার্ব্বে তাহা হয় না। ইহা ব্যতীত সাইলিসিয়ায় মানসিক দুর্ব্বলতা ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় নয় বরং সাইলিসিয়া রোগী এক গুঁয়ে স্বভাবের।

আইওডিন—শিশু ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় কতকটা নিশ্চেষ্ট জড়ভাবাপন্ন কিন্তু মুখের চেহারায় ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। আইওডিন রোগীর মুখের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ এবং চর্ম্ম swallow, ভীষণ খাই খাই করে এবং আহার না করা পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিরক্তভাব প্রকাশ করে আহারের পর শান্তভাব ধারণ করে, কিন্তু বিশেষত্ব যে প্রচুর আহার করা সত্ত্বেও শিশু শীর্ণ হইতে থাকে। আইওডিন tabes masentricaতে অর্থাৎ মাধ্যান্ত্রিক ক্ষয় রোগে (wasting of the body in consequence of scro fulous disease of the

mesentric gland) মানসিক লক্ষণের প্রকাশ থাকে অর্থাৎ রোগী অত্যন্ত খিট্ খিটে প্রকৃতির এমন কি এন্টিমক্রুডাম হইতেও অধিক।

ক্যালকেরিয়াফস—শিশু শীঘ্র হাটিতে পারে না, অস্থির বিকাশ (osseous growth) ভালমত হয় না, অস্থি পাতলা এবং ভঙ্গপ্রবণ। রোগী সর্ব্বদা অস্থির এবং উদ্বিগ্ন স্বভাবের।

পদে ঘর্ম্ম হওয়া—(foot sweat)—পদযুগলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় পায়ের গোড়ালি এবং আঙ্গুল সমুহে ঘা হইয়া যায়। ল্যাবটিক এসিডেও পদযুগলে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত নয়। দুর্গন্ধযুক্ত পদ ঘর্ম্মের সাইলিসিয়া, থুজা, নাইট্রিক এসিড, কেলি কার্ব্ব, স্যানিকিউলা এবং কার্ব্বভেজ এই কয়েকটি ঔষধই প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। নিম্নক্রমের প্রয়োগ এক প্রকার দেখাই যায় না।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—সোরিনাম, সালফার এবং টিউবার কিউলিনামের পূর্ব্বে কিংবা পরে সচরাচর উত্তম কার্য্য করে। ব্যারাইটা কার্ব্বের পর তালুমূল প্রদাহের আশঙ্কা সোরিনাম ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয়।

সমগুণ ঔষধ সমুহ—এলিউমিনা, ক্যালকেরিয়া আইওড, ডালকামারা, ফ্লুরিক এসিড, আইওডিন, সাইলিসিয়া।

অসম্মিলন (Incompatible) স্ক্রফিউলাস রোগে ক্যালকেরিয়ার পর ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ হয় না।

রোগের বৃদ্ধি—আপন রোগের বিষয় চিন্তা করিলে, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে, আহারের পর, আক্রান্ত স্থান ধৌত করেন।

রোগীর বিবরণ।

একটি বালিকা; বয়স ১৬ বৎসর, বিবাহিতা, শারীরিক গঠন হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু রজঃশূন্য। ঋতু একেবারেই প্রকাশ হয় নাই, মানসিক বুদ্ধি বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব।

সর্ব্বদাই শিশুবৎ আচরণ—দাঁড়াইয়া প্রস্রাব অথবা মলত্যাগ করিয়া ফেলিল ইত্যাদি। লজ্জা বোধ কিছুই নাই অথচ শারীরিক গঠনে কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বালিকার পিতা প্রথমতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন তাহারা বালিকার ডিম্বাশয় (ovary) জন্ম হইতেই হয় নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন এবং বানরের ডিম্বাশয় সংযোগ করিতে (grafting the ovary of monkey) উপদেশ দেন কিন্তু এবম্প্রকার চিকিৎসা সহজসাধ্য নয় এবং তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন। আমি বালিকাটিকে ডাক্তার ইউনানেন (Dr. Younan) নিকট পরামর্শার্থ লইয়া যাই, তিনি বালিকাকে ব্যারাইটা কার্ব্ব ৬ষ্ঠ ক্রম ১টি বটিকা দেন ইহা সেবনে কিছুদিন পর বালিকার ঋতু প্রকাশ হয় এবং মানসিক লক্ষণের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটে। একমাত্র ব্যারাইটা কার্ব্ব কয়েক মাত্রা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

হেলিবোরাস নাইগার (Helliborus Niger)

ইহা এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ। ইহা হইতে দুইটি উপকার পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে হেলিবোরিন এবং হেলিবোরিইন (Helleborin and Helleboreion) শেষোক্তটি হৃৎপিণ্ডের অবসাদক ও অন্ত্রের অতি বিরেচক—ভেদ বমন উৎপন্ন করিয়া হিমাঙ্গ অবস্থা আনয়ন করে। ভেদ অনেকটা ভিরেট্রাম এলবামের ন্যায় এবং হিমাঙ্গ অবস্থা ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ এবং চায়নার ন্যায়।

হেলিবোরিন মাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে, গতি বিধায়ক এবং স্পর্শ চেতনা উভয় শক্তিরই আংশিক পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ।

১। বিষাদপূর্ণ, উদাসীন, তন্দ্রাযুক্ত, নিস্তব্ধ, কোন বিষয়ে খেয়াল নাই, অচৈতন্যবৎ, সংজ্ঞাহীন—টাইফয়েডের পর, বালিকাদিগের ঋতু প্রকাশ কালীন অথবা ঋতু প্রকাশ হইয়া পুনরায় না হইলে।

২। খিট্‌খিটে, সহজেই বিরক্ত হয়। সান্ত্বনায় বিরক্ত এবং রাগান্বিত হয় (নেট্রাম), কেহ তাহাকে বিরক্ত করে ইহা ইচ্ছা করে না।

৩। মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ, থাকিয়া থাকিয়া আচ্ছন্নাবস্থায় চীৎকার দিয়া ওঠে, মস্তক বালিসে গুঁজিতে থাকে এবং এপাশ ওপাশ করে। হস্ত দ্বারা মস্তক চাপরায়।

৪। কোন দ্রব্য যেন চর্ব্বণ করিতেছে মুখের অবস্থা এইরূপ করিতে থাকে। ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থল চিরিয়া ফাটিয়া যায়, নাসা রন্ধ্র অপরিস্কার শুষ্ক।

৫। প্রস্রাব লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণ, কফিগুড়ার ন্যায় তলানি পড়ে। প্রস্রাব স্বল্প, অবরুদ্ধ এবং এলবিউমেন যুক্ত।

৬। আচ্ছন্ন অবস্থায় একটি হাত এবং একটি পা অনিচ্ছায় আপনা আপনি সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং সর্ব্বদা ওষ্ঠদ্বয়, কাপড়, অঙ্গুলির নখ, নাসারন্ধ্র খোঁটে (স্বাভাবিক অবস্থায় খোঁটে—আরামট্রি)

৭। শীতল জলের অত্যন্ত পিপাসা, জল দেখিলে হাত বাড়াইয়া গ্লাস আঁকড়াইয়া জল খাইতে চাহে।

৮। চক্ষু বিস্তারিত করিয়া একদিকে শূন্য দৃষ্টি করিয়া তাকাইয়া থাকে, আলোতেও কিছু প্রতি ক্রিয়া হয় না।

সাধারণ লক্ষণ।

১। মস্তক ব্যতীত সমুদায় শরীর শীতল, মস্তক এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশ উষ্ণ।

২। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, যেন মস্তিষ্কের কোন বিষয়ে বোধগম্য করিবার ক্ষমতা নাই।

৩। স্কার্লেটিনার পর চর্ম্ম রোগ অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্ক, বক্ষঃস্থল, নিম্নোদরে জল সঞ্চয় এবং উদরী (এপিস, জিঙ্কাম)।

৭। উদরাময়—মল জলবৎ অথবা পরিষ্কার বর্ণহীন সাদা জেলিসদৃশ, শ্লেষ্মাযুক্ত, চট্‌ চটে। দন্তোদ্গমন কালীন এবং তরুণ মস্তক শোথে প্রকাশ পায়।

৫। শিশু রুগ্ন দুর্ব্বল প্রকৃতির, চর্ম্মরোগ ধাতুগ্রস্থ এবং মস্তিষ্ক রোগ প্রবণ

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—হেলিবোরাস দ্বারা বিষক্ত হইলে মস্তিষ্কের কার্য্য করিবার ক্ষমতা অনেকটা লোপ পায়, বুদ্ধি বৃত্তিগুলি ভোঁতা হইয়া যায়, তন্দ্রা আনয়ন করে। মনকে আপন ইচ্ছা মত চালনা করিতে পারে না, রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধীরে ধীরে উত্তর দেয় যেন কথা বুঝিতে পারে নাই। দৃষ্টি শক্তিও ব্যতিক্রম ঘটে পরিষ্কার দেখিতে পায় না অথবা যাহা দেখে তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারে না। শ্রবণ শক্তিও দুর্ব্বল হয়, জিহ্বার স্বাদও ঈষৎ লোপ পায়, শরীরের যাবতীয় ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য অল্প বিস্তর অসাড় কার্য্যশূন্য হয়। পেশী সমূহের কার্য্যও দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়, কোন জিনিষ হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে অমনোযোগ হইলেই তাহা পড়িয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের পেশীও আংশিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, রোগী সমস্ত শরীর ভার ভার বোধ করে, ভীষণ শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় মনে হয় মস্তকের সম্মুখে অথবা চক্ষু দিয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়িবে।

টাইফয়েড জ্বর—হেলিবোরাসের টাইফয়েড জ্বরে প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। উল্লিখিত মস্তিষ্কের অবসাদ সহ নাসারন্ধ্র অপরিষ্কার কৃষ্ণবর্ণ শুষ্ক, জিহ্বা পীতবর্ণ এবং শুষ্ক অথচ পার্শ্ব লালবর্ণ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত, পানীয় দ্রব্য গলাধঃকরণকালীন ঢলঢল শব্দ হয়। জ্বর বৈকাল ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মুখমণ্ডল সময় সময় ফ্যাকাসে এবং অত্যন্ত শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষুদ্র হস্তে পাওয়াই যায় না, রোগী ওষ্ঠদ্বয় এবং কাপড় খোঁটে।

হেলিবোরাসকে Apathetic typhoid রোগে অর্থাৎ সংজ্ঞাশূন্য টাইফয়েড জ্বরে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। হেলিবোরাসের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে তন্দ্রাভাব, আচ্ছন্নতা, উদাসীনতা, সর্ব্বস্থলেই ইহা অল্প বিস্তর প্রকাশ থাকা উচিত। কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই, অচৈতন্যবৎ চিৎ হইয়া পদদ্বয় গুটাইয়া পড়িয়া থাকে, ডাকিলে, স্পর্শ করিলে, খোঁচা দিলে, চিমটি কাটিলে অর্থাৎ কিছুতেই সহজে সম্পূর্ণ সজাগ হয় না। এক কথায় যাহাকে stubborn silence বলা হয় তাহাই হেলিবোরাসে বর্ত্তমান থাকে। কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিলে উত্তর দিতেই পারে না, অথবা অস্পষ্টভাবে কিছু বলিতে চেষ্টা করে কিংবা ওষ্ঠদ্বয় নাড়াইতে নাড়াইতেই আবার তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। রোগী মুখ হাঁ করিয়া চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত অবস্থায় চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে, মস্তক বালিসে এপাশ ওপাশ করে। রোগীর শরীর এবং মন উভয়ই অত্যন্ত অবসন্ন হয়,—কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, পেশীর উপর মনের কর্ত্তৃত্ব থাকে না। প্রলাপ বিশেষ থাকে না, যদি কখন হয় তাহা নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির (Passive). বিড় বিড় করিয়া আচ্ছন্নাবস্থায় বকিতে থাকে। রোগী অনেকটা semi-idotic। রোগীকে বিশেষ ঝাঁকি ঝুঁকি দিয়া জাগাইয়া দিলে এবং জিজ্ঞাসা করিলে ভূত প্রেতের কথা বলে।

হেলিবোরাসের মস্তিষ্কের অবসাদ অনেকটা ফস্ফরিক এসিড, সুইট স্পিরিটস অফ নাইটার (sweet spirits of nitre) এবং ওপিয়মেও দেখা যায়। ফস্ফরিক এসিডের ন্যায় হেলিবারাস রোগীও উদাসীন, কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। যাহা তাহার অদৃষ্টে থাকিবে তাহাই হইবে. এইরূপ ভাব, মৃত্যুও ভয় পায় না। তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। ফস্ফরিক এসিড রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলেও ডাকিলেই সারা দেয়, এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। হেলিবোরাসে ফস্ফরিক এসিড অপেক্ষা অধিক তন্দ্রাভাব থাকে, অনেকটা ওপিয়মের ন্যায়, ডাকিলে শীঘ্র সারা দেয় না এবং এতদ্ব্যতীত ফস্ফরিক এসিডে হেলিবোরাসের ন্যায় পেশীর দুর্ব্বলতা পাওয়া যায় না। নাসিকার ধারে কৃষ্ণ বর্ণ রেখাও থাকে না।

সুইট স্পিরিট অফ নাইটার—(Sweet spirits of nitre)—হ্যানিমান এই ঔষধটি টাইফয়েড জ্বরে যখন রোগের একমাত্র লক্ষণ উদাসীনতা ব্যতীত আর কোন লক্ষণ অধিক প্রকাশ থাকিত না সেইরূপ স্থলে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিতেন। (when the keynote of the whole case is a sensorial apathy, there being, of course, no other symptoms present to indicate any other remedy) রোগী নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে সহজে জাগানো যায় না, জাগাইলেও পুনরায় তৎক্ষণাৎ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার হ্যানিমান এই ঔষধের কয়েক ফোঁটা অর্দ্ধ গ্লাস জলে দিয়া প্রত্যেক ২।৩ ঘণ্টা পর পর প্রতি ক্রিয়া অথবা অন্য কোন ঔষধের নির্ব্বাচিত লক্ষণ প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিতেন।

স্পীরিট অফ নাইটার, ফস্ফরিক এসিড এবং হেলিবোরাস এই তিনটী ঔষধ উদাসীনতায় যদিও প্রায় একই প্রকার কিন্তু কম বেশী রহিয়াছে। দুইটি স্পীরিট অফ নাইটার অপেক্ষা ফস্ফরিক এসিডে অধিক এবং তদপেক্ষা হেলিবোরাসে আরো অধিক।

ওপিয়ম—হেলিবোরাসের উদাসীনতাকে ওপিয়ম পরাস্ত করিয়াছে। ওপিয়মের উদাসীনতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এত অধিক উদাসীন এবং তন্দ্রাভাব অন্য কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। ওপিয়মে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা (cerebral congestion) অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে এতদ্ব্যতীত শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকা রবসদৃশ—এই লক্ষণদ্বয় একেবারেই হেলিবোরাসে নাই এবং ইহা ওপিয়মের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। হেলিবোরাসের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, শীতল এবং সময় সময় স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষাও অধিক শীতল এতদ্ব্যতীত কখন কখন গাঢ় নীলবর্ণ (blue) হয় এবং শীতল ঘর্ম্মে মুখমণ্ডল সিক্ত হইয়া যায়। নাড়ীর স্পন্দনেও এই দুইটি ঔষধে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাই—ওপিয়মে নাড়ী ভরাটে অথচ মৃদু (full and slow) আর হেলিবোরাসে ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল এমন কি হাতেই পাওয়া যায় না।

আর্ণিকা—তন্দ্রা এবং ঔদাসীন্যে এই ঔষধটিকেও চিন্তা করা উচিত। ইহাতেও অত্যন্ত তন্দ্রাভাব এবং উদাসীনতা রহিয়াছে।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড এবং সিনা—তরল দ্রব্য পান করিলে পাকস্থলীতে যাইবার কালীন ঢল ঢল শব্দ শুনা যায়। সিনাতে এই লক্ষণটি হুপিং কাশির সহিত বর্ত্তমান থাকে আর হাইড্রোসিয়ানিক এসিডে ফুসফুসের কিংবা মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হইতে প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত এই লক্ষণটি টাইফয়েডে ফসফরাসেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং কুপ্রামেও তরল দ্রব্য পানে ঢল ঢল শব্দ রহিয়াছে।

মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ (meningitis)—হেলিবোরাস মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রসোৎপাদন (exudation) হইলে ইহা নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা হয়। উল্লিখিত তন্দ্রাভাব এবং উদাসীনতা অনেকটা প্রকাশ থাকে, ইহাতে এতদ্ব্যতীত মস্তকে তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে, শিশু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে, বালিসে মস্তক

গুঁজিতে থাকে, মস্তক উষ্ণ এবং কপালের চর্ম্ম কোঁচকান। আপনা হইতেই অনিচ্ছায় একটি হাত একটি পা নাড়িতে থাকে এবং এই হস্ত ও পদের সঞ্চালন কোন কোন স্থলে ঠিক একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন এক স্থলে একটি রোগীতে প্রতি তিন মিনিট অন্তর অন্তর মস্তক এক পার্শ্বে ঝাঁকাইয়া উঠিতেছিল এবং হস্ত মস্তকে উঠাইতেছিল ও করুণভাবে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল এইরূপ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন (I remember one case in which every three minutes, the child's head was jerked to one side and the arm was thrown up over the head it would then utter a pitiful cry and become quiet again)। হেলিবোরাসে আরো দেখিতে পাওয়া যায় শিশুর অক্ষিগোলক (eyeballs) উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, কর্ণিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় না, শিশু যেন অর্দ্ধ নিমিলিতভাবে পড়িয়া থাকে, মুখমণ্ডল আরক্তিম আভাযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ ফ্যাকাসে হইয়া আইসে, শিশুকে জল পান করিতে দিলে শিশু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যেন কত তৃষ্ণার্ত্ত, গ্লাস হাত বাড়াইয়া আকড়াইয়া ধরে। শিশু কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা যদি মলত্যাগ হয় মল সাদা, স্বল্প এবং জেলির মত। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ স্বল্প এবং এলবিউমেন যুক্ত।

Head rolling from side to side on the pillow, with screams, great stupidity or soporous sleep, greedy drinking of water wrinkled forehead, with cold sweat, motion of jaws, as if chewing of something, dilated pupils and often cannot be made to see or hear or be made to sense anything at all continual motion of one arm and leg, while the other lies as if paralized, urine scanty or entirely suppressed sometimes sediment like coffee grounds.—Nash)

এপিস—টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহে হেলিবোরাসের পার্শ্বে এপিসকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এপিসে চীৎকার এবং মস্তিষ্কের উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক থাকে। এপিসে সময় সময় সঙ্কোচকপেশী (flexor muscle) সমূহের আক্ষেপ হয়। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি উর্দ্ধদিকে টানিয়া ধরে, হেলিবোরাসে এই লক্ষণটির প্রকাশ দেখা যায় না।

মস্তকশোথ—এই বিষয়ে হেলিবোরাসের সহিত ডিজিটালিসের অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয় ঔষধেই মস্তিষ্কের অত্যন্ত অবসাদ থাকে, উভয় ঔষধেই স্কালেটিনার পর শোথরোগে নির্ব্বাচিত হয় এবং উভয় ঔষধেই

রসোৎপাদন সহ মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ হয়, কিন্তু ডিজিটালিসে মূত্রস্বল্প, এলবিউমেন যুক্ত এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত ধীর এবং সবিরাম প্রকৃতির হয়, এতদ্ব্যতীত ডিজিটালিসে সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকিতে পারে।

জিঙ্কাম—কোন প্রকার পীড়কা ভালমত প্রকাশ না হইলে কিংবা লাট খাইয়া গেলে এবং তদহেতু মস্তকশোথ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জিঙ্কামকে চিন্তা করা উচিত। শিশু এত অধিক দুর্ব্বল প্রকৃতির যে পীড়কা গাত্রে দুর্ব্বলতা প্রযুক্তই প্রকাশ পাইতে পারে না। শিশু ভীত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে। জিঙ্কামে রোগী সর্ব্বদা পদদ্বয় সঞ্চালন করিতে থাকে, ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

শোথ—উল্লিখিত মস্তক শোথ ব্যতীতও হেলিবোরাস সর্ব্বাঙ্গ শোথ বিশেষতঃ উদরীতেও অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হয়। স্কার্লেটিনার পর, মূত্রপিণ্ড প্রদাহ হইয়া এইরূপ হইলে ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। মূত্র কৃষ্ণবর্ণ স্বল্প এবং রক্ত মিশ্রিত হেতু ধোঁয়া ধোঁয়া, প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে কফি গুড়ার মত তলানি পড়ে। মল সাদা জেলি সদৃশ শ্লেষ্মাযুক্ত এবং মলত্যাগকালীন অত্যন্ত কোঁথাইতে থাকে হেলিবোরাসে অত্যন্ত ঔদাসীন্যভাব এবং রোগীর দুর্ব্বলতা লক্ষণ এবং উদরীর সহিত প্রায়ই উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। রোগী শয়নাবস্থায় সহজে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে (ল্যাকেসিস এবং আর্সেনিকের বিপরীত)।

টেরিবিন্থিনা—ইহাও একটি হেলিবোরাসের সমকক্ষ ঔষধ। ইহারও শোথরোগ মূত্র পিণ্ডের রক্তাধিক্যতা অর্থাৎ মূত্র পিণ্ডের রোগের উপর নির্ভর করে। মূত্র পিণ্ড প্রদেশে কনকনানি যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং প্রস্রাব রক্ত মিশ্রিত বশতঃ ধোঁয়া ধোঁয়া হয়। জিহ্বা চকচকে লাল পালিস মাখান এবং কণ্টক শূন্য (as if varnished)।

আঘাত—মস্তকে ঘুসি মুষ্টাঘাত কোনপ্রকার ধাক্কা লাগা হেতু আঘাতে আর্ণিকার বিশেষ কোন কার্য্য না থাকিলে হেলিবোরাসের বিষয় চিন্তা করিবে। রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, চক্ষুর একটি তারা আর একটি অপেক্ষা বৃহৎ হয়, রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। হাটিবার সময় একটা পা ছেঁছড়াইয়া ছেঁছড়াইয়া লইয়া যায়। নাড়ীর গতি

প্রতি মিনিটে ৫০এর বেশী হয় না এবং রোগী সাধারণতঃ ৪টা হইতে ৮টার অধিক অসুস্থ হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—ইহার উচ্চক্রম ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার দেখা যায়। অধিকাংশ চিকিৎসকগণই উচ্চ ক্রমের পক্ষপাতী। ডাক্তার বেরিক নিম্নক্রম ৬xপ্রয়োগের ব্যবস্থা দেন।

রোগীর বিবরণ।

একটি ১৬ মাসের শিশুর ভেদের জন্য প্রথমতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হয়, পরে শিশু ক্রমশঃ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তন্দ্রাবস্থায় চমকাইয়া উঠিত ও চিৎকার করিত, নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়িয়াছিল এবং সর্ব্বদা যেন কোন খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতেছে এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। শিশুর মুখমণ্ডল স্ফীত, ফ্যাকাসে। প্রস্রাব স্বল্প এবং কৃষ্ণবর্ণ, শীতল ঘর্ম্মযুক্ত এবং কুঞ্চিত কপাল ইত্যাদি লক্ষণে ডাক্তার হোয়েন প্রথমতঃ নাক্সভমিকা ৩০ দিয়া তৎপর হেলিবোরাস ২০০ শক্তি প্রয়োগ করায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

২। এক ১২ বৎসরের বালিকার আরক্ত জ্বরের পর উদরী হয়। আরক্ত মুখমণ্ডল, ৯৬ বার নাড়ীর গতি, উপরের অক্ষিপুট, গণ্ডদেশ, শরীর এবং পদদ্বয় স্ফীত শোথযুক্ত, স্বল্প অণ্ডলাংযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ (কফি, চূর্ণ সদৃশ তলানিযুক্ত) প্রস্রাব। এতদলক্ষণে তাহাকে এপিস এবং আর্সেনিক সেবন করাইয়া কোন ফল না হওয়ায় ডাক্তার হোয়ান তাহাকে ২০০ শক্তির হেলিবোরাস ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইয়া তাহার নাড়ীর গতি ৮০, পদদ্বয়ের স্ফীতি, প্রস্রাব ইত্যাদি হ্রাস এবং সরল করিয়াছিলেন অথচ প্রস্রাবে এলবিউমেন কমে নাই। রাত্রি ১২টা হইতে টা পর্য্যন্ত তাহার অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয় তজ্জন্য তাহাকে আর্সেনিক ২বার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এইরূপ হেলিবোরাস এবং আর্সেনিক সেবন করিতে করিতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

চেলিডোনিয়াম (Chelidonium)

ইহার সম্পূর্ণ নাম চেলিডোনিয়াম মেজাস (Chelidonium Majus),.ইহা ছোট চারা গাছ বিশেষ। শিকড় সমেত সমুদায় গাছটি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধটির প্রধান কার্য্য তিনটী স্থানে প্রকাশ পায়—যকৃত, ফুসফুস এবং মূত্র পিণ্ড।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে ত্রিকোনে (মেরুদণ্ডের দিকে) সর্ব্বদা যন্ত্রণা (Constant pain under the lower and inner angle of right scapula—Kali C. Merc, under the left, Chenop. G.)

২। অত্যন্ত উষ্ণ তরল দ্রব্য পান করিবার ইচ্ছা, অত্যন্ত উষ্ণ না হইলে বমন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা (desire for very hot drinks, unless almost boiling, stomach will not retain it—Ars.)

৩। নিউমোনিয়ায় দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হয় এতদসহ যকৃতের উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে।

৪। দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণ কুক্ষি প্রদেশ, দক্ষিণ বাহু, দক্ষিণ পদ অর্থাৎ চেলিডোনিয়ামে দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হওয়া বিশিষ্টতা।

৫। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, শুষ্ক, গুটলে গুটলে ছাগলের নাদির ন্যায় (ওপিয়ম, প্লাম্বাম)।

৬। জিহ্বা পুরু পীত লেপাবৃত, ধার লালবর্ণ এবং দন্তের ছাপ যুক্ত (পডফাইলম। জিহ্বা বৃহৎ, থলথলে এবং দন্তের ছাপযুক্ত—মার্কারি)।

৭। মুখ মণ্ডল, কপাল, নাসিকা গণ্ডদেশ এবং সমুদায় গাত্র ত্বক ন্যাবাসদৃশ অত্যন্ত পীত বর্ণ।

সাধারণ লক্ষণ

১।' ঋতুর পরিবর্ত্তনে রোগ অথবা নূতন উপসর্গ প্রকাশ পায়।

২। দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধ স্নায়ুতে শূল যন্ত্রণা হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অশ্রুস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

৩। উদরাময়—রাত্রিতে, হড় হড়ে উজ্জল পীত অথবা কটা বর্ণ অথবা স'দা জলবৎ অথবা কর্দ্দম সদৃশ খস্ খসে এবং সময় সময় অসাড়ে হয়।

৪। যকৃতের রোগ সহ ন্যাবা এবং দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা।

৫। আক্ষেপযুক্ত কাশি, কাশিকালীন ক্ষুদ্র শ্লেষ্মা বটিকা মুখ হইতে ছিটকা য়া বহির্গত হইয়া যায়।

৬। যকৃত রোগ সহ পুরাতন ও পূতিগন্ধযুক্ত ক্ষত।

৭। পিত্তশূল সহ দক্ষিণ স্কন্ধাস্থিতে যন্ত্রণা (ভীষণ পিত্তশূল যন্ত্রণা—কার্ডুয়াস মেরি)।

মানসিক লক্ষণ—রোগী শীর্ণ, বিষন্ন চিত্ত, খিটখিটে ক্রন্দন ভাবাপন্ন, অস্থির এক স্থানে স্থির হইয় থাকিতে পারে না এবং সকল সময় মানসিক উদ্বিগ্ন।

যকৃত—চেলিডে নিয়ামের সর্ব্ব প্রধান কার্য্যই হইতেছে যকৃতের উপরে, যকৃতের সামান্য রক্তাধিক্য অবস্থা হইতে প্রদাহ ইত্যাদি সমুদায় রোগেই ইহা নির্ব্বাচিত হইতে পারে—চেলিডোনিয়াম নির্ব্বাচনের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ হইতেছে —দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে সর্ব্বদা যন্ত্রণা (Constant pain under the lower inner angle of right scapula), এই লক্ষণটি এই ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক ইহার উপর নির্ভর করিয়া ন্যাবা, কাশি উদরাময়, নিউমোনিয়া, রজঃকৃচ্ছ, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি যে কোন রোগেই চেলিডোনিয়াম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগের নামের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যে স্থলেই "দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে সর্ব্বদা যন্ত্রণা" এই লক্ষণটি পাওয়া যাইবে সেই স্থলেই চেলিডোনিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ কুক্ষি প্রদেশেও ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা যকৃত প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পাকস্থলী জানু এবং পদের নিম্নে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। চেলিডোনিয়ামে দক্ষিণ পার্শ্বই অধিক

আক্রান্ত হয় ইহাও দেখা যায় দক্ষিণ পদ বরফের ন্যায় শীতল বামপদ স্বাভাবিক। দক্ষিণ পার্শ্বের রোগ সম্বন্ধে লাইকোপোডিয়ামকে চেলিডোনিয়ামের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে কিন্তু লাইকোপোডিয়মে চেলিডোনিয়ামের ন্যায় দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায় না। চেলিডোনিয়মকে চিনিতে হইলে নিম্ন লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—

যকৃত প্রদেশে চাপ চাপ যন্ত্রণা, স্ফীতি, বিবৃদ্ধি এবং প্রদাহ। স্বাদ তিক্ত, চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ ন্যাবা সদৃশ। জিহ্বা পুরু পীত লেপে আবৃত এবং দন্তের ছাপযুক্ত (পডফাইলাম। মার্কারি—জিহ্বা থলথলে বৃহৎ)। মুখমণ্ডল হস্ত এবং গাত্র ত্বক পীত বর্ণ। মল কর্দ্দম সদৃশ অথবা গাঢ় পীত বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, প্রচুর এবং উদরাময় যুক্ত। মূত্র গাঢ় পীত বর্ণ, (পাত্রে প্রস্রাবের পীত বর্ণ দাগ লাগিয়া যায়) ক্ষুধা মান্দ্য, বিবমিষা অথবা পিত্ত বমন।

উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ চেলিডোনিয়ামের যকৃত রোগের বিশেষ পরিচায়ক এতদ সহ দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা থাকিলে চেলিডোনিয়ামকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। আর একটি লক্ষণ আমরা এই সঙ্গে যোগ করিতে পারি তাহা হইতেছে রোগীর পাকস্থলীতে বিশেষতঃ উষ্ণ পানীয় দ্রব্য ব্যতীত শীতল পানীয় সহ্য হয় না। যদিও দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা চেলিডোনিয়ামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ অনেক সময় এই লক্ষণ ব্যতীত কেবল উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ থাকিলেও চেলিডোনিয়াম নির্ব্বচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। দক্ষিণ স্ক্যাপুলার যন্ত্রণা বক্ষঃস্থলে বিস্তারিত হওয়া চেলিডোনিয়ামের একটি বিশেষত্ব (Dr, Guernsey says that a pain at the lower angle of the right scapula, running into the chest, is characteristic of it. It has become my own stock remedy for simple jaundice.)

চিনোপোডিয়াম এন্থেল—ইহাতেও চেলিডোনিয়ামের ন্যায় দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা রহিয়াছে কিন্তু ইহার যন্ত্রণা চেলিডোনিয়াম অপেক্ষা আরো নিম্নে এবং মেরুদণ্ডের সন্নিকট হয়।

র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস—ইহাতে বাম স্ক্যাপুলার সমুদায় কিনারা ব্যাপিয়া যন্ত্রণা হয় সময় সময় স্ক্যাপুলার নিম্নে ও বাম বক্ষঃস্থলের ভিতরেও যন্ত্রণা বিস্তারিত হয়।

লোবেলিয়া সিফিলিটিকা—বম স্ক্যাপুলার ভিতরের দিকের সমুদায় ধার ব্যাপিয়া যন্ত্রণা হয়, ক্রন্দনের পর বৃদ্ধি হয়।

চিনোপোডিয়ম গ্লসি—ইহাতেও চেলিডোনিয়ামের ন্যায় যন্ত্রণা রহিয়াছে কিন্তু পার্থক্য হইতেছে ইহার যন্ত্রণা বাম স্ক্যাপুলার নিম্নে হয় (lower inner angle of left shoulder blade)

ব্রাইওনিয়া—যকৃত রোগে ইহা অনেকটা চেলিডোনিয়ামের সমকক্ষ—উভয় ঔষধেই অত্যন্ত সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা রহিয়াছে, উভয় ঔষধেই দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে যন্ত্রণা রহিয়াছে, উভয়েরই মুখ তিক্ত স্বাদ রহিয়াছে, উভয়েরই জিহ্বা ঈষৎ পীত লেপাবৃত, উভয়েরই যকৃত স্ফীত কিন্তু বাহ্যেতেই ব্রাইওনিয়া চেলিডোনিয়াম হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে ব্রাইওনিয়ার মল হয়ত অত্যন্ত শক্ত শুষ্ক এবং কটা বর্ণ নতুবা তরল এবং তরল হইলে প্রচুর হয় ও papescent ও সঙ্গে সঙ্গে কলোসিন্থের ন্যায় উদরে শূল যন্ত্রণা থাকে। ইহা ব্যতীত ব্রাইওনিয়ায় যকৃতে যন্ত্রণা সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় এবং চাপে উপশম হয়।

লাইকোপোডিয়াম—চেলিডোনিয়ামের ন্যায় ইহাও একটি শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগে বৃহৎ ঔষধ কিন্তু ইহার সহিত চেলিডোনিয়ামের কোন ভ্রম হইবার সম্ভাবনা দেখি না—কারণ লাইকোপোডিয়ামে বাম কুক্ষিপ্রদেশে (left hypochondriac region) বায়ুর সমাবেশ হেতু গড় গড় শব্দ হয় এবং জিহ্বার স্বাদ ও বমন ইত্যাদি টক্ টক্ অম্বল এতদ্ব্যতীত লাইকোপোডিয়ামে যে যন্ত্রণা হয় তাহা অনেকটা কনকনানি, আর চেলিডোনিয়ামে সূচীভেদ বৎ।

স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে চেলিডোনিয়াম প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা-দক্ষিণ গণ্ডস্থলের অস্থিতে আরম্ভ হইয়া দন্তে এবং চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা দক্ষিণ চক্ষুর স্নায়ুতে (supra orbital nerves) হইতে থাকে এবং জলস্রাব হয় কিন্তু চেলিডোনিয়ামের স্নায়ুশূলের সহিত যকৃতের কোন প্রকার উপসর্গ থাকা চাই। নতুবা চেলিডোনিয়ামে বিশেষ কার্য্য পাওয়া যাইবে না। চেলিডোনিয়ামে যকৃতের রোগ হইতেই স্নায়ুশূল যন্ত্রণা উত্থিত হয় (It is a nuralgia dependent on disorder of the liver and not an idiopathic prosopalgia).

নিউমোনিয়া—বিলিয়াস নিউমোনিয়ার (Bilious pneumonia) চেলিডোনিয়াম একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিউমোনিয়ার দক্ষিণ ফুসফুস আক্রান্ত হইলে এবং তাহার সহিত যকৃতের প্রদাহ অথবা বিবৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে চেলিডোনিয়ামকে নিশ্চয়ই চিন্তা করিবে। চেলিডোনিয়াম এইরূপ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে।

এণ্টিমটার্ট—বিলিয়াস নিউমোনিয়ায় ইহার প্রয়োগও সময় সময় দেখা যায়। গাত্রত্বক, প্রস্রাব এবং বমন পীতবর্ণ হয়। পাঁজরার দক্ষিণ পার্শ্বে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। ফেনা ফেনা পীতাভ চট্‌চটে শ্লেষ্মা, বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ, হৃৎপিণ্ডের জোরে জোরে স্পন্দন।

কেলিকার্ব্ব—ইহাও একটি নিউমোনিয়ার উত্তম ঔষধ। রোগের প্রারম্ভে অধিক নির্ব্বাচিত হয় না, বক্ষঃস্থলে যখন প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়, কাশিতে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়ঘড়ানি শব্দ হয়—এইরূপ অবস্থায় ইহার বিষয় চিন্তা করিবে। কেলিকার্ব্বের যাবতীয় লক্ষণ শেষ রাত্রি ২।৩টার সময় বৃদ্ধি হয়। গয়েরের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূঁজ বটিকা ও তদসহ উর্দ্ধ অক্ষিপুটের স্ফীতি এবং নীল পাণ্ডুর (cyanotic) লক্ষণও বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

মার্কিউরিয়াস—ইহাও বিলিয়াস নিউমোনিয়ার একটি উত্তম ঔষধ বটে। মার্কিউরিয়াস সলের মল শ্লেষ্মা এবং কুন্থনযুক্ত মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে সকল সময় কুন্থন থাকে। চেলিডোনিয়ামে তাদৃশ লক্ষণ কিছুই নাই। ইহা ব্যতীত মার্কিউরিয়াসে গয়ারে সময় সময় ঈষৎ রক্তের রেখা থাকে এবং দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশ হইতে শরীরের পশ্চাৎ দিকে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় (sharp pains shooting through the lower portion of the right lung to the back.)

ব্রোঙ্কাইটিস—শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে বিশেষতঃ হাম এবং হুপিংকাশির পর হইলে ও যকৃতের কোন প্রকার রোগ বর্ত্তমান থাকিলে চেলিডোনিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে। অনেকে এইরূপ অবস্থায় ইহাকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়, বুকে চাপ চাপ বোধ হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইতে থাকে (fan like motion of

alaenasi—Lycopodium); এক পা শীতল আর এক পা উষ্ণ (লাইকো-পোডিয়াম)। দক্ষিণ স্ক্যাপুলার নিম্নে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। কাশি সাধারণতঃ তরল এবং ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত। গয়ের সহজে উঠে না।

পরিপাকক্রিয়া—জিহ্বা পীত লেপাবৃত এবং দন্তের ছাপযুক্ত (imprint of teeth), আস্বাদ তিক্ত, মুখ দুর্গন্ধ। উষ্ণ খাদ্য এবং পানীয় অধিক পছন্দ করে। বমন এবং বমনোদ্বেগ অত্যন্ত উষ্ণ জল পানে এবং পাকাশয় প্রদাহ আহারে ঈষৎ উপশম বোধ করে এতদসহ যকৃতের রোগ থাকিলেই চেলিডোনিয়ামকে উচ্চস্থান দিবে। শীতল জল সহ্য হয় না বমন হইয়া উঠিয়া যায়, অত্যন্ত উষ্ণ জল অধিক পছন্দ করে (desire for very hot drinks, unless almost boiling stomach will not retain it (Ars.)।

ব্রাইওনিয়া—ইহার সহিত চেলিডোনিয়ামের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ঔষধেই সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, রোগী নড়াচড়া করিতে পারে না। চেলিডোনিয়াম রোগী ব্রাইওনিয়ার ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়া অথবা শুইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাইওনিয়া রোগী যন্ত্রণা যুক্ত স্থান চাপ দিয়া শুইয়া থাকে। চাপে উপশম পায়, চেলিডোনিয়ামে স্পর্শ সহ্য হয় না—(Bryonia wants to lie on the painful side or wants to lie on the back if the pneumonia is mostly in the posterior part of the right lung. In Chelidonium he is worse from touch and motion). এতদ্ব্যতীত চেলিডোনিয়াম রোগীর চক্ষু এবং চেহারা পীতাভ হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলশক্ত গুট্‌লে গুট্‌লে, ছাগলের নাদির ন্যায় (ওপি, প্লাম্বাম)। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হয় (alternate constipation and diarrhoea)।

উদরাময়—মল উজ্জ্বল পীত অথবা ঈষৎ ধূসর বর্ণ হড়হড়ে, জলবৎ কিংবা থস্‌থসে ; পীতলেপাবৃত জিহ্বা ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণে ইহা অধিক উপযোগী। শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময় তৎসঙ্গে যকৃতের উপসর্গ থাকিলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। চেলিডোনিয়ামকে পৈত্তিক উদরাময়ে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। উদরাময়ের সহিত চক্ষু পীতবর্ণ হয়। মল কাদা কাদা, পিত্তশূন্য অথবা ঈষৎ পীত আভাযুক্ত অথবা সাদা হয়।

কাশি—কাশি লাগিয়া থাকে এবং কাশিকালীন দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভব হয় এবং বেদনা স্কন্ধাস্থিতে বিস্তারিত হয়। এইরূপ লক্ষণে চেলিডোনিয়াম উত্তম কার্য্য করে এবং রোগীকে আশঙ্কিত থাইসিস হইতে রক্ষা করে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম ৬×, ৬, ৩০ অধিক প্রয়োগ হয়। ইহা গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ নয়, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যকৃতের রোগে ব্রাইওনিয়ার অপব্যবহারে চেলিডোনিয়াম বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

আর্সে, লাইকো এবং সালফার—চেলিডোনিয়ামের পর উত্তম কার্য্য করে এবং চেলিডোনিয়ামের অনুপূরকরূপে ব্যবহার হয়।

রোগীর বিবরণ

১। এক ১৬ বৎসর বয়স্কা বালিকার দক্ষিণ স্ক্যাপুলার অস্থির নিম্নে সর্ব্বদা বেদনা লাগিয়া থাকিত, প্রত্যেক দিন দ্বিপ্রহরে সবুজ বর্ণের পিত্ত বমন এবং সম্মুখ কপালে বেদনা হইত। অনিদ্রা এবং ৭ মাস পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ ছিল। ডাক্তার থিওকোল্ড তাহাকে ৩।১ মাত্রা ৩০ ক্রম চেলিডোনিয়াম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৪ দিন পর তাহার, বমনেচ্ছা শিরঃপীড়া এবং অনিদ্রা দূর হইল বটে কিন্তু স্ক্যাপুলার নিম্নের বেদনা তখনও দূর হয় নাই। পর দিবস কেবল মাত্র কয়েকটি বটিকা দিয়া বিদায় করিয়া দেন—এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যে দক্ষিণ স্ক্যাপুলার যন্ত্রণা দূরীভূত হয় কিন্তু ঋতু স্রাব হইল না। ঋতু স্রাবের জন্য পালসেটিলা ২০০ এক মাত্রা এবং পরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের জন্য ও সম্মুখ কপালে বেদনার জন্য ব্রাইওনিয়া দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

কোনিয়াম (Conium)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম (conium maculatum) ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। গ্রন্থি স্ফীত হইয়া প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। আঘাত জনিত হইলে এবং কর্কট রোগ প্রবণ ব্যক্তিতে উত্তম কার্য্য করে।

২। স্তন মাসিক ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং পরে যন্ত্রণাযুক্ত এবং শক্ত হয় (ল্যাকক্যানা, কেলিকার্ব্ব)।

৩। শিরোঘূর্ণন বিশেষতঃ শয়নে এবং শয়নাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে কিংবা মস্তক সঞ্চালনে হয়। রোগী মস্তক ভয়ে স্থির করিয়া রাখে (vertigo especially when lying down or turning in bed, moving the head slightly or even the eyes, must keep the head perfectly still.)

৪। কাম ইচ্ছা দমন করিয়া রাখার দরুণ রোগের উৎপত্তি এবং মানসিক অবসাদ (Hypochondriasis) (Bad effects of suppressed sexual desire.)

৫। প্রস্রাব ত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট, প্রস্রাব সরল হয় না, আটকাইয়া আটকাইয়া হয় (Great difficulty in voiding urine, flow intermits, then flows again)। প্রোসটেট এবং জরায়ু দোষে এইরূপ হয়। (prostatic and uterine disease.)

৬। ঋতুস্রাব স্বল্প অবরুদ্ধ, বিলম্বে এবং অল্প দিন স্থায়ী। স্রাবের পূর্ব্বে, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বর্ণ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়—

স্রাব হইতে আরম্ভ করিলে মিশিয়া যায় (ডাল্কা)। শীতল পানীয় পানে কিংবা শীতল জলে হাত ডুবাইলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়—(ল্যাক ডি)।

৭। কাশি-—কণ্ঠনালীতে যেন একটি ক্ষুদ্র স্থান শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে তদহেতু এবং বক্ষঃস্থল ও গলাভ্যন্তরে চুলকাইতেছে এইরূপ কারণ হইতে কাশি হইতে থাকে। কাশি শুষ্ক এবং আক্ষেপ যুক্ত রাত্রিতে শয়নে এবং অন্তঃসত্বাবস্থায় অধিক হয়, কদাচিত দিনে হয়।

৮। দিনরাত ঘাম হয়। চক্ষু বুজিলেই অথবা নিদ্রা গেলেই ঘর্ম্ম হয়।

৯। চক্ষুর প্রদাহ নাই অথচ ভীষণ আলোকাতঙ্ক, আলোর দিকে বিশেষতঃ কৃত্রিম আলোর দিকে (artificial light) তাকাইতে পারে না।

১০। অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

১১। রোগী বিমর্ষ, উদাসীন, অলস, ঝগড়াটে এবং খিটখিটে।

সাধারণ লক্ষণ।

১। শ্বেত প্রদর—মাসিক ঋতু স্রাবের দশ দিন পর (বোরাক্স, বভিষ্টা) হয়। স্রাব ক্ষত কারক, দুগ্ধবৎ, রক্তযুক্ত, প্রচুর; গাঢ় এবং থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয়।

২। একলা থাকিতে ভয় পায় অথচ লোকজন ভালবাসে না (কেলিকার্ব্ব লাইকো)।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—মস্তিষ্ক মজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়—স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষতঃ গতি

বিধায়ক স্নায়ুর (motor nerve) অবসাদ অর্থাৎ পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। কিন্তু কোনায়ামের এবম্বিধ কার্য্য নিম্নাঙ্গে প্রথম আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে বিস্তারিত হইতে থাকে, সর্ব্বপ্রথম পদযুগল কার্য্য শূন্য হইয়া আইসে সঞ্চালন স্থগিত হয়, রোগী ইচ্ছামত পদযুগল নাড়াইতে পারে না—বিষাক্ত কার্য্য বৃদ্ধি হইতে থাকিলে উদর, অস্ত্র ইত্যাদি সমুদয় হিমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎপর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস আক্রান্ত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য বন্ধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথচ কোনায়ামে স্পর্শ চেতনা শক্তির কোন প্রকার হ্রাস হয় না। কোনায়ামের বিষাক্ত লক্ষণে মস্তিষ্কের কার্য্যের ব্যাঘাত শীঘ্র হয় না, অজ্ঞানভাব সর্ব্বশেষে উপস্থিত হয়, কারণ মৃত্যু শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের পক্ষাঘাত হেতু ঘটে।

পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা সংক্রেটিসকে এই কোনায়াম বিষ প্রয়োগে বিনষ্ট করা হইয়াছিল তাঁহার মৃত্যু ঘটনা হইতেও আমরা উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ প্রাপ্ত হই—তাঁহাকে বিষাক্ত করা হইলে সর্ব্বপ্রথম তিনি পদযুগলের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিলেন পদযুগল সঞ্চালন করিতে হাটিতে পারিতেছিলেন না, টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন পার্শ্বস্থিত অনুচর ধরিয়া ফেলেন। বিষ প্রয়োগকারী পাষণ্ড তখন তাঁহার নিকটেই ছিল সে সক্রেটিসকে তাঁহার পা জোড়ে টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পদের জোর আছে কি?" তিনি উত্তর করিলেন "না"। পরে পাষণ্ড তাঁহার পা টিপিয়া টিপিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত আসিলে সক্রেটিস বলিলেন হৃৎপিণ্ডে বিষের কার্য্য উঠিলেই আমার প্রাণ বায়ু নির্গত হইয়া যাইবে, ইহা বলিতে বলিতেই তাহার উদর শীতল এবং আড়ষ্ট হইয়া আসিল, তখন তিনি ক্রীটোকে বলিলেন "ক্রীটো! কুলোপিয়াস নামক এক ব্যক্তি একটি মোরগের মূল্য আমার নিকট পাইবে, তাহাকে তাহা দিয়া দিও"। ক্রীটো জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কিছু আপনার বলিবার আছে কি? ইহার উত্তরের পূর্ব্বেই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিল তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

কোনায়াম সেবন করিলে মস্তিষ্কস্থিত যাবতীয় গতিবিধায়ক স্নায়ুর অবসন্নতা উৎপাদন হয়, মস্তক ভার ভার, শিরোঘূর্ণন, চিন্তা করিতে অক্ষমতা সাধারণ জ্ঞানের ব্যতিক্রমতা, আস্বাদন লোপ, ঝাপসা দৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বার্দ্ধক্য হেতু শরীরের যাবতীয় যন্ত্রের অবসাদে কোনায়াম অনেক সময়

প্রয়োগ হয় এতদ্ব্যতীত ডিফথিরিয়া টাইফয়েড এবং হস্ত মৈথুন ইত্যাদি হেতু উদ্ভূত রোগেও ব্যবহার হয়।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ— কেনায়াম বিশেষতঃ বিবাহিত অথবা অবিবাহিতা বৃদ্ধ পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকদিগের রোগে এবং রজো নিবৃত্তির সময়ে কিংবা পরে স্ত্রী রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী অল্পতেই বিরক্ত হয়, খিটখিটে, অব্যায়ামী, শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ কাজ কর্ম্মে কিংবা পড়াশুনায় উদাসীন, অলস, কোন বিষয়ে ইচ্ছা নাই, স্মরণ শক্তি ক্ষীণ, মানসিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম, অবসাদ, সহজেই রাগান্বিত হয়, ঝগড়াটে, লোক সঙ্গ ভালবাসে না, অথচ একলা থাকিতে ভয় পায়।

পড়িয়া গিয়া কিংবা মুষ্ঠাঘাতে আঘাত জনিত গ্রন্থির স্ফীতিতে, কর্কট এবং গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত অথবা প্রবণতায় ইহা অধিক উপযুক্ত (complaints caused by a blow or fall, cancerous and scrofulous persons with enlarged glands.)

গ্রন্থির স্ফীতি (Glandular swelling)—গ্রন্থির উপর যথেষ্ট কার্য্য থাকায় কোনায়ামকে গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত ঔষধ বলা হয়। রোগীর ঠাণ্ডা লাগিয়া গ্রন্থির স্ফীত হয়, কোনোয়ামের গ্রন্থির স্ফীতির একটি বিশেষত্ব আছে তাহা হইতেছে, যে স্থলের গ্রন্থির স্ফীতিই হউক তাহা প্রস্তরবৎ অত্যন্ত শক্ত হয়, এই প্রকার শক্ত স্ফীতি স্ত্রীলোকদিগের স্তনে, জরায়ুতে এবং পুরুষ লোকদিগের অণ্ডকোষে সচরাচর অধিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল সময় এই প্রকার গ্রন্থির স্ফীতিতে যন্ত্রণা থাকে না, হইলেও মাঝে মাঝে সামান্য কণকনাণি যন্ত্রণা হয় আঘাত চোট, ঘুসি ইত্যাদি হেতু গ্রন্থির এই প্রকার স্ফীতি হইলেই এবং কর্কট রোগের সম্ভাবনা থাকিলে কোনায়ামকে অধিক উচ্চস্থান দেওয়া হয় এবং অধিক উপযুক্ত ঔষধ মনে করা হয় (many cases of lumps or swellings in the breast (for which conium seems to have a particular affinity) have disappeared under the action of this remedy. Even cancerous affections of breasts, uterus and stomach have been helped or cured, especially if the trouble seems to have originated in a blow or injury to that part.)

উল্লিখিত স্থান ব্যতীতও শরীরের অন্যান্য স্থানের গ্রন্থিও স্ফীত হয় এবং এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় স্থানের লসিকা গ্রন্থি (lymphatic glands) সমূহ তেঁতুল বিচিত্র ন্যায় সারি সারি গিট গিট আকারে পরিণত হয় (in the glands along the course of the lymphatics, we get a chain like knots)। ক্ষত যুক্ত স্থানের এবং স্তনের ফোঁড়ার চারি পার্শ্ব শক্ত হয় এবং noduls and lumps দ্বারা বেষ্টিত হয়। Lumps and nodules, induration and enlarged glands from under the skin all over the body.

সাইলিসিয়াতেও কোনিয়ামের ন্যায় স্তনের শক্ত এবং ভারি বোধ থাকে কিন্তু কোনিয়াম দক্ষিণ এবং সাইলিসিয়া বাম পার্শ্বের স্তনে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কার্ব্ব এনামেলিস—বগল, কুচকী, ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থির স্ফীতি বিশেষতঃ উপদংশ অথবা প্রমেহ রোগীতে প্রকাশ পাইলে কার্ব্ব এনামেলিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়। গ্রন্থি প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। ইহাতে গ্রীবা, স্তন, ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থিও আক্রান্ত হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। কার্ব্ব এনামেলিস যাহাদিগের সঞ্চালন ক্রিয়া দুর্ব্বল এবং নীল পাণ্ডুর (cynosis) ভাব প্রবল থাকে তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

ব্রোমিণ—ইহার গ্রন্থির স্ফীতিও প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। বিশেষভাবে চুয়ালের নিম্ন, গ্রীবা প্রদেশ (Thyroid, submaxillary parotid) ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন স্ফীতি হইলে এবং টিউবারকিউলার জাতীয় হইলেও ব্রোমিনকে একবার স্মরণ করিবে। ইহা এবম্প্রকার গ্রন্থির স্ফীতির একটি উত্তম ঔষধ। শরীরের যে কোন স্থলের গ্রন্থি আক্রান্ত হইতে পারে কিন্তু উল্লিখিত স্থানের হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ব্যাডিয়াগা—ইহাও প্রস্তরবৎ কঠিন কুচকিতে প্রয়োগ হয় কিন্তু জনিত হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

উল্লিখিত ঔষধ ব্যতীত মার্কিউরিয়াস প্রোটআইওড এবং মার্কিউরিয়াস বিনআইওড ইত্যাদির বিষয়ও চিন্তা করিবে।

পুংজননেন্দ্রিয়—কোনায়ামের পুংজননেন্দ্রিয়ে যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। লিঙ্গ অত্যন্ত শিথিল এবং দুর্ব্বল অথচ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা করি

প্রকৃত কার্য্যে অক্ষম স্ত্রীলোকের চিন্তায় অথবা স্পর্শেই বীর্য্যপাত হইয়া যায়। লিঙ্গোদ্রেক আংশিকরূপে হয় এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী হয় অথবা স্ত্রীলোকের গাত্র স্পর্শ করা মাত্রই আপনা হইতেই লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; তৎপর রোগী দুর্ব্বলতা এবং মনকষ্টে কষ্ট পায়। রোগীর এতদহেতু মনের অবস্থা ক্রমশঃ অবসাদ বায়ুরোগ গ্রস্থ (Hypochondriac) হয়, সকল সময় বিষন্ন চিত্ত, লোক সঙ্গ ভালবাসে না অথচ একলা থাকিতে ভয় পায়। মনের এইরূপ অবস্থা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েতেই অত্যন্ত অধিকরূপ সঙ্গমক্রিয়া অথবা অত্যন্ত abstemiousness হেতু অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত দমন করার দরুণ প্রকাশ পায় (Bad effects of suppressed sexual desire or non-gratification of sexual instinct or from sexual indulgence.) কাজে কাজেই কোনিয়ামকে বয়োপ্রাপ্ত অবিবাহিত পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েরই উত্তম ঔষধ বলা যাইতে পারে, এতদ সহিত যদি শিরোঘূর্ণন থাকে তাহা হইলে কোনায়ামকে উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

ডাক্তার হিউজ এই বিষয়ে বলিতেছেন—It is of frequent service in hypochondriasis starting from the sexual organs, as in that of uterine disease and that which occurs (in either sex) in connexion with enforced abstinence from sexual intercourse. Its characteristic mental symptoms are depression, timidity, taciturnity, aversion to society and at the same time a dread of being alone. স্ত্রীসহবাস কিংবা সঙ্গম ইচ্ছার অত্যন্ত ইচ্ছা অথচ তাহা হইতে পারিতেছে না এইরূপ অবস্থা হইতে মানসিক অবসাদ (Hypochondriasis) উত্থিত হইলে তাহাতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। যে সমুদায় পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সুস্থ বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত অধিকরূপ কামুক, হঠাৎ যদি সহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে তাহাদিগেতে বিশেষভাবে পুরুষ লোকে স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, কম্পন, মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখতা কিংবা কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে অক্ষমতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় উক্ত প্রকার স্ত্রীলোকের এবম্প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জরায়ু এব ডিম্বাশয়ে রক্তাধিক্যের সঞ্চার হয় এবং এপিস তাহাতে অধিব নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু হিষ্টিরিকেল ভাব থাকিলে কোনায়ামকে উচ্চস্থান দিবে

(mental symptoms trembling in widows and widowers, who have suddenly been deprived of their sexual relations)।

চক্ষু প্রদাহ—কোনায়াম স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহে ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব যে প্রদাহ যত অধিক হয় না কিন্তু আলোকাতঙ্ক সেই পরিমাণে অত্যন্ত অধিক হয় (Photophobia intense, out of all proportion to the objective signs of inflammation in the eye) যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং সামান্য আলোর স্পর্শ লাগিলে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। অন্ধকার ঘরে এবং চাপে উপশম হয় কৃত্রিম আলোকে চক্ষুর কষ্ট অধিক হয় ছাত্রেরা আলোর নিকট পড়িতে পারে না। কোনায়ামে স্মরণ রাখিবে প্রদাহ অধিক হয় না অথচ আলোকাতঙ্ক অত্যন্ত অধিক। স্বচ্ছাবরকে ক্ষত হইলেও হইতে পারে কিংবা না হইতে পারে। কোনিয়াম অক্ষিপুট পতনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (জেলসি, কষ্টিকাম, সিপিয়)। এতদ্ব্যতীত অক্ষিপুট এবং মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বে স্নায়ুশূল (ciliary neuralgia and prosopalgia) যন্ত্রণা হয়। ঠাণ্ডায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং যন্ত্রণায় গণ্ডস্থল গভীর লাল বর্ণ হয় ও ফুলিয়া উঠে।

ছানি (cataract)—আঘাত জনিত ছানি হইলে কোনায়ামকে অনেকে উচ্চস্থান প্রদান করেন।

কাশি—শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশির কোনায়াম একটি অতি ফলপ্রদ ঔষধ—। কণ্ঠনালীতে যেন একটি ক্ষুদ্র স্থান শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে অথবা গলাভ্যন্তর প্রদেশ চুলকাইতেছে এইরূপ বোধ হয় এবং তদহেতু রোগীর পুনঃপুনঃ আক্ষেপযুক্ত কাশি হইতে থাকে—কাশিতে কাশিতে রোগী বিরক্ত হইয়া পড়ে। শয়নাবস্থায়বৃদ্ধি হয় এবং শয্যায় উঠিয়া বসিলেই উপশম হয় (হাইওসিয়ামাস) কোনায়ামে কাশি দিনে অধিক হয় না। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় এইরূপ কাশিতেও কোনায়াম উত্তম কার্য্য করে (কষ্টিকাম, কেলিবাই)।

অর্ব্বুদ (Tumor) এবং **কর্কট রোগ** (scirrhous)—দূষিত কিংবা অদূষিত (Benign or malignant Tumour) যে কোন প্রকার

অর্ব্বুদই হউক কোনায়ামকে চিন্তা করা যাইতে পারে; কোনায়ামের অর্ব্বুদ প্রস্তরবৎ কঠিন হয় এবং যদি ইহার সহিত কোন প্রকার চোট কিংবা আঘাতের কারণ থাকে তাহা হইলে কোনায়ামকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে। গ্রন্থি ফুলিয়া ভীষণ শক্ত হয় এই প্রকার অর্ব্বুদ স্তনে, জরায়ুতে এবং অণ্ডকোষে অধিক হইতে দেখা যায় এতদ স্থান ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থিতেও হয়। যন্ত্রণা বিশেষ কিছু থাকে না, কখন কখন টনটনানি যন্ত্রণা হয় (It is perhaps the first remedy to be thought of in all cases of tumors scirrhous, or otherwise coming on after contusions, especially if they are of stony hardness and heavy feeling)। স্তন, জরায়ু অথবা অন্য স্থানের কর্কট রোগে (scirrhous) কোনায়ামে সকল সময় যন্ত্রণা থাকিলেও, সময় সময় হুলবিদ্ধবৎ কনকনানি যন্ত্রণাও হয়। হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা শুনিলে অনেকের হয়ত এপিসের কথা স্মরণ হইতে পারে কিন্তু প্রস্তরবৎ শক্ত স্ফীতির উপর এপিসের বিশেষ কোন কার্য্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না, যন্ত্রণা কিছু উপশম হইলেও হইতে পারে।

কোনায়ামের অর্ব্বুদের উপর এতাদৃশ কার্য্য আছে বলিয়াই, ইহাকে জরায়ুর অর্ব্বুদেও (fibrous tumour of the uterus) অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয় এবং এই প্রকার অনেক রোগী আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

জরায়ু গ্রীবার কর্কট রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। যদিও এই রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা কম তথাপি দেখা গিয়াছে কোনায়াম ব্যবহারে ইহার বৃদ্ধি অনেকটা হ্রাস করে এবং রক্তস্রাব কম করিয়া দেয়। কোনায়ামে জরায়ু গ্রীবা শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় (It has cured fibroid tumours of the uterus. It has restrained cancerous growth of the cervix. It is the most difficult to check of all the cancerous affection known. Conium is one of the remedies that will slow down that inflammation and restrain somewhat the haemorrhages. Conium has produced induration and infiltration of the cervix—Kent)।

ওষ্ঠ, জিহ্বা, নাসিকা, গণ্ডস্থল ইত্যাদি স্থানের এপিথিলিওমাতেও

কোনিয়াম নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু যে স্থানেরই হউক কোনায়াম প্রয়োগ করিতে হইলেই তৎসহিত কঠিনভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্ষতের নিম্নের গভীর প্রদেশ শক্ত হয় এবং গিট গিট আকার প্রাপ্ত হয় (ulcer about the lip with induration. Deep under the ulcer there will be hardness, and along all the vessels that send lymph towards that ulcer there will be a chain of knots)—

অর্ব্বুদের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহার নির্ব্বাচন শারীরিক ধাতু প্রকৃতিরই (constitution) উপর অধিক নির্ভর করে। হস্ত পদ শীতল, পদদ্বয়ে এবং মস্তকে ঘর্ম্ম। এই ঔষধে ফাইব্রস টিউমাসের যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায় যকৃতের এবং জরায়ুর টিউমারে ইহার উপকারিতা অনেক দেখা গিয়াছে। অনেক সময় দেখিয়াছি ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব অপেক্ষা ক্যালকেরিয়া আইওড অধিক উপকার করিয়াছে।

কার্ব্ব এনামেলিস—জরায়ুর টিউমারে এই ঔষধটি অধিক প্রচলিত ইহাতে টিউমার প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। টিউমারের কঠিনতাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব। সময় সময় অত্যন্ত বেদনা থাকে, আবার অনেক সময় বেদনা থাকেও না।

ফাইটোলেকা—স্তনের টিউমারে ইহা অধিক ব্যবহার হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

হাইড্রাসটিস—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জরায়ুর ফাইব্রোমাতে ইহাকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। ইহার কেবল বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ব্যবহারে অনেক রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। জরায়ুর ফাইব্রোমাতে ইহা অধিক উপকারী, বেদনা সকল সময় অধিক থাকে না।

শিরোঘূর্ণন—কোনায়াম শিরোঘূর্ণনের একটি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হেতুই ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। শিরোঘূর্ণন মস্তক এপাশ ওপাশ করিলেই বৃদ্ধি হয়। (বাম পার্শ্বে মস্তক পরিবর্ত্তনে শিরোঘূর্ণন হয়—কলোসিন্থ)। শয়ন কিংবা দণ্ডায়মান অর্থাৎ যে কোন অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেই শিরোঘূর্ণন

হয়, ইহাই হইতেছে কোরায়ামের শিরোঘূর্ণনের বিশেষত্ব। (The strongest characteristic I know from a Homoeopathic stand point, is its peculiar vertigo, which is much aggravated by turning the head sidewise, Turnir g over in bed is the same. Some say lying down in bed turning over, I have found that it is not so much the lying down as it is the turning of the head sidewise, whether in an upright horizontal posture—Nash.)

শিরোঘূর্ণনের ঔষধ সমূহ।

শিরোঘূর্ণন—মস্তকের পার্শ্ব পরিবর্ত্তণে—কোনায়াম, ক্যাল্‌কেরিয়া, কেলিকার্ব্ব।

„ „ সঞ্চালনে—ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া, কোনায়াম।

„ „ ঊর্দ্ধদৃষ্টে—পালস, সাইলিসিয়া।

„ „ নিম্নদৃষ্টে—ফস্ফ, স্পাইজেলিয়া, সালফার।

„ পুষ্পের ঘ্রাণে—নাক্স, ফস্ফ।

„ অনিদ্রা হেতু—ককুলাস, নাক্স।

„ সামান্য গোলযোগে—থেরিডিয়ন।

„ হাটাহাটিতে—নেট্রাম, মিউর, নক্স, ফস্ফ, পালস।

„ পুস্তক পড়িতে—নেট্রাম মিউর।

„ আহারের পর—গ্রেটিওলা, নাক্স, পালস।

„ যেন চক্রাকারে ঘুরিতেছে—ব্রাইওনিয়া, কোনায়াম, সাইক্লেমেন. পালস।

„ মূর্চ্ছা সহ—নক্স-ভমিকা

„ পদদ্বয় টলিতে থাকে—আর্জেণ্টাম নাই, জেলস, নক্স, ফস্ফ।

„ চক্ষু বুজিলে কিংবা অন্ধকারে—আর্জেণ্টাম নাই, ষ্ট্রেমো, থেরিডিয়ন।

„ দৃষ্টির অস্পষ্ট সহ—সাইক্লেমেন. জেলস. নক্স।

„ উপবেশন অবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হইলে—ব্রাই, ফস্ফ।

„ মস্তক নোয়াইলে—বেলেডোনা, নক্স, পালস, সালফার।

„ শয্যা হইতে দণ্ডায়মানে—ব্রাইওনিয়া, চেলিডোনি, ককুলাস।

,, উর্দ্ধে উঠিতে—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব।
,, নিম্নে অবতরণে—বোরাক্স, ফেরাম মেট।।
,, শুইয়া পড়িতে বাধা হয় - ব্রাইওনিয়া, ককুলাস, ফস্ফ।
,, মস্তকের পশ্চাদ্দেশে—জেলস, সাইলি, পেট্রোলি।
,, নিদ্রার পর—ল্যাকেসিস।
,, মাসিক ঋতুস্রাব আবদ্ধে—পালস, সাইক্লেমেন।

কোনায়ামের উল্লিখিত শিরোঘূর্ণন বৃদ্ধলোকদিগের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বয়সের অন্য সময়েও হয় এবং এতদ্প্রকার শিরোঘূর্ণনের সহিত ডিম্বাশয় এবং জরায়ুর রোগও প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

যদিও আমরা শয়ন এবং দণ্ডায়মান সকল অবস্থাতেই মস্তকঘূর্ণন কোনায়ামে দেখিতে পাই কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে বিশেষরূপে শয়নাবস্থায় এবং শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে (when lying down or turning in bed) অত্যন্ত অধিকরূপ হয়। এতদ্ব্যতীত মস্তক অথবা চক্ষু সামান্য সঞ্চালনেও শিরোঘূর্ণন হয়। এতদভয়ে রোগী মস্তক স্থিরভাবে রাখে।

প্রস্রাব—প্রস্রাব সরলভাবে হয় না, আটকাইয়া আটকাইয়া হয় অর্থাৎ প্রস্রাব হইতে হইতে আটকাইয়া যায় (ক্লিমেটিস)। কোনায়ামে প্রস্রাবের এবম্প্রকার অবস্থা প্রোস্‌টেটিক গ্রন্থির (Prostatic gland) বিবৃদ্ধি অথবা জরায়ুর রোগ বশতঃ প্রকাশ পায়।

ঋতুস্রাব—স্বল্প, অবরুদ্ধ, বিলম্বে এবং অল্পদিন স্থায়ী ঋতুস্রাব কালীন গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল লাল ফুস্কোড়ি প্রকাশ পায় এবং স্রাব হইতে থাকিলে মিশিয়া যায় (ডাক্কামারা) এতদ্ব্যতীত ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা ঠাণ্ডা পানীয় পান করিলে অথবা শীতল জলে হস্ত ডুবাইলে ফুস্কোড়ি সমূহের প্রকাশ স্থগিত হইয়া যায় (ল্যাকডি) কোনায়ামে ঋতুস্রাব কালীন আর একটি লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায় তাহা হইতেছে প্রত্যেক ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে স্তনদ্বয় ভারী বড় এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় ও সামান্য সঞ্চালনে অথবা হাটাহাটিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

শ্বেত প্রদর—ঋতুর দশদিন পূর্ব্বে দেখা দেয় (বোরাক্স, বভিষ্টা)। স্রাব ক্ষতকারক, দুগ্ধবৎ, রক্তযুক্ত, প্রচুর এবং গাঢ়।

ঘর্ম্ম—রাত্রিতে কিংবা দিবসে নিদ্রিতাবস্থায় অথবা চক্ষু বন্ধ করিলেই ঘর্ম্ম হয়। (স্যাম্বুকাসেন বিপরীত), ইহা কোনায়ামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্য কোন ঔষধে এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—কোনায়াম গভীর ক্রিয়াশীল এন্টিসোরিক ঔষধ। সচরাচর উচ্চক্রম ৩০, ২০০ এবং তদূর্দ্ধ ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয়। নিম্নক্রম ব্যবহার ইহার দেখা যায় না।

কোনায়ামের পর স্তনের অর্ব্বুদে দূষিত আশঙ্কায় সোরিণাম উত্তম কার্য্য করে (followed well by Psorinum in tumors of mammae with threatening malignancy).

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, শয়নে. শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ও উপবেশনে এবং কামেচ্ছা দমনে।

রোগীর বিবরণ।

১। বহুদিনের কথা, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলেঘাটায় একটি রোগী দেখিতে যাই, রোগী একজন স্ত্রীলোক, বয়স ৩০।৩২ হইবে, কিঞ্চিৎ মোটা। স্ত্রীলোকটির দক্ষিণ স্তন প্রদাহ হইয়া প্রস্তরবৎ শক্ত হইয়াছে এবং ফুলিয়া অত্যন্ত বৃহৎ আকার হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অল্প জ্বরও হইতেছে। যন্ত্রণাও অত্যন্ত রহিয়াছে, যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। এতদ লক্ষণে আমি প্রথমতঃ তাহাকে কার্ব্ব এনামেলিস ৩০ কয়েক মাত্রা দিয়া চলিয়া আসি, তাহার দুই দিন পর সংবাদ পাইলাম কিছুই উপকার হয় নাই। তৎপর ফাইটোলেক্কা দিলাম তাহাতেও কিছুই ফল পাইলাম না, অনেক জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম স্তনে আঘাত পাইয়াছিল। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কোনায়াম ২০০ শক্তি এক মাত্রা দিয়া চলিয়া আসি এবং জানিতে পারি ঔষধ সেবনের পর দিবস হইতে স্তনের প্রদাহ এবং স্ফীতি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। এক স্ক্রফিউলাস ধাতুযুক্ত স্ত্রীলোক, তাহার গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থিসমূহ

স্ফীত ছিল। সূর্য্যের আলোকও সহ্য করিতে পারিত না এবং কৃত্রিম আলোক একেবারেই সহ্য হইত না অথচ তাহার চক্ষুতে কোন প্রদাহ লক্ষণ ছিল না। ডাক্তার ইগার্ট তাহাকে কোনায়াম ২০০ ক্রম দিয়া সপ্তাহের মধ্যেই আরোগ্য করেন। ২ মাস পর দেখা গেল তাহার গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থি সমূহও বিলীন হইয়া গিয়াছে।

৩। একব্যক্তির আঘাত প্রযুক্ত ছানি হয়। সে কিছুই দেখিতে পাইত না —অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পর তাহার পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদহেতু ডাক্তার বেইস তাহাকে নিম্নক্রম কোনায়াম প্রয়োগ করেন এবং তাহাতে তাহার পদদ্বয়ের উপকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর দৃষ্টিও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আইসে। (Dr. Bayes.)

৪। এক অবস্থাপন্ন বৃদ্ধব্যক্তির প্রমেহ রোগ হইয়াছিল সে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম ঔষধের পিচকারী লওয়াতে তাহার পূঁজপড়া আরোগ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ দেখা দেয় অর্থাৎ তাহার মূত্রনালীর পথ দিয়া একটি সরু ক্যাথিটারও প্রবেশ করিতে পারিত না। সে অনেক রকম চিকিৎসা করিয়াছিল কিন্তু কোন উপকার না পাওয়াতে অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে ডাক্তার হোয়েন তাহাকে প্রতি রাত্রিতে একবার করিয়া ২০০ ক্রমের কোনায়াম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহার পর সে আটমাস আর ডাক্তার হোয়েনের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। ৮ মাস পর সে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারকে বলিয়াছিল যে, কোনায়াম দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল বলিয়া এতদিন আইসে নাই কিন্তু আবার প্রস্রাব আটকাইতেছে, অতএব আপনি আর কিছু ঔষধ দেন। ডাক্তার হোয়েন পুনর্ব্বার ২০০ ক্রমের কোনায়াম দিলেন তাহাতে আবার সে উপকৃত হইয়াছিল (সরল ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

৫। এক নারীর স্তনে স্কীরাস টিউমার হইয়াছিল। উহা একটি মুরগীর ডিমের মত বড় হইয়াছিল। উহা শক্ত ও অসমান ছিল। ডাক্তার মীডার তাহাকে ২৪ ক্রমের সাইলিসিয়া ২ মাসের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় নাই, পরে ৬নং কোনায়াম ব্যবহার করাতেও কোন উপকার দৃষ্ট হয় নাই। শেষে কোনায়াম ৩০ ক্রম দিবসে ৪ বার করিয়া

সেবন করাতে ৬ মাসের পর সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল এবং তৎপর ৬ বৎসর আর কোনরূপ তাহার কষ্ট হয় নাই। (সরল ভৈষজ্য রত্নাবলী)।

এমোনিয়াম্ কার্ব্ব (Ammonium Carbonicum)

ইহাকে কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়াও বলা হয়। ইহার কতক ব্যবহার আপনারা সকলেই অল্প বিস্তর দেখিয়া থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের মূর্চ্ছা হইলে যে Smelling saltএর (স্মেলিং সল্ট) আঘ্রাণ দেওয়া হয় ইহা তাহাই কিন্তু আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এমন কার্ব্ব একটি বৃহৎ ঔষধ এবং এন্টিসোরিক (Anti Psoric).

সর্ব্বসাধারণ লক্ষণ।

১। প্রাতঃকালে হস্ত মুখ প্রক্ষালন কালীন (আর্নিকা, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, কেলি কার্ব্ব) এবং আহারের পর নাসিকা হইতে বিশেষতঃ বাম নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব হয়।

২। রাত্রিতে নাসিকা বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ নাক সাঁটিয়া যায় মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লইতে হয়। ডিপথিরিয়া এবং বহুদিনের সর্দ্দি প্রযুক্ত শিশুদিগের নাক সেঁটে যাওয়াতে এমন কার্ব্ব অধিক নির্ব্বাচিত হয় (হেপার, নাক্স, স্যাম্বুকাস)।

৩। ঋতু স্রাবের প্রারম্ভে কলেরার ন্যায় ভেদ বমি লক্ষণ প্রকাশ পায় (বভিষ্টা, ভিরেট্রাম)

৪। কাশি শুষ্ক, গলা খুস খুস করিয়া আরম্ভ হয় যেন ধূলা প্রবেশ করিয়াছে, প্রত্যেক দিন শেষরাত্রি ৩।৪ টার সময় বৃদ্ধি হয় (কেলিকার্ব্ব)।

৫। ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয় ও যন্ত্রণা যুক্ত। স্রাবে জানুদ্বয় হাজিয়া যায়, রাত্রিতে এবং উপবেশনকালীন স্রাব অধিক হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

১। মুর্চ্ছা প্রবণতা রুগ্ন স্ত্রীলোক, সহজেই মুর্চ্ছা হয়, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে স্মেলিং সল্টের শিশি রাখে।

২। হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোক অব্যায়ামী হেতু নানান প্রকার রোগে ভোগে (with various troubles consequence of leading sedentary life).

৩। রক্তস্রাব ধাতু দোষ (Haemorrhagic diathesis) রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ঘন রক্তের লোহিত কণিকার অপকর্ষতা (degeneration of red blood corpuscles). ক্ষত গেংগ্রিন (gangrene) প্রমুখীন।

৪। সহজেই শীতকালে সর্দ্দি হয়।

৫। শিরঃপীড়া মনে হয় মস্তক যেন পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে কপাল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

৬। গণ্ডদেশের ক্ষত দুর্গন্ধযুক্ত সহজেই গ্রেংগ্রিনে পরিণত হয়।

৭। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনসহ শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, পরিশ্রমে, উপরে আরোহণে এবং উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয়।

৮। বায়ু স্ফিতীর (Emphysema) এমন কার্ব্ব একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৯। শিশু স্নান করিতে চায় না (এন্টিমক্রুডাম, সালফার)।

১০। নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য জাগিয়া উঠিতে হয়।

রোগী এবং ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—

এমন কার্ব্ব বিশেষভাবে হৃষ্টপুষ্ট মোটা থলথলে শরীর বিশিষ্ট অলস প্রকৃতির স্ত্রীলোক যাহারা বহু কর্ম্ম কিংবা পরিশ্রম করিতে বিমুখ তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। নাক্সভমিকা এবং সালফার যদিও অব্যায়ামী (sedentary) স্বভাববশতঃ রোগের উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু নাক্স এবং সালফার রোগী স্বভাবতঃ কৃশ প্রকৃতির এবং এমন কার্ব্ব মোটা অলস প্রকৃতির এতদ্বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ বিপরীত।

এমোনিয়াম সল্ট ঔষধসমূহ রক্তের উপর যথেষ্ট কার্য্য উৎপন্ন করে, কারণ দেখা যায় যদি এমোনিয়াম কার্ব্ব অধিক মাত্রায় সেবন করা যায় তাহা হইলে scurvy রোগের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়—মুখ, নাক, পেট হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে এমোনিয়ামসল্টে রক্ত disintigration প্রাপ্ত হয় এবং পেশী সমূহও ক্রমশঃ কোমল থলথলে শিথিল এবং শীর্ণ হইয়া থাকে।

এমোনিয়াম সল্টে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ভীষণভাবে আক্রান্ত হয় এবং টিস্থ সমুদায় অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত হয়। প্রদাহ এত প্রবল হয় যে সামান্ত জ্বলন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ বিস্তার করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্তর ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং স্থানে ক্ষত উৎপন্ন করে কাজে কাজেই এমোনিয়াম সল্ট নাসিকা, গলদেশ এবং কণ্ঠনলী এই প্রকার স্থান সমূহের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতে প্রযোগ হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। সমুদায় এমোনিয়াম সল্টগুলি ক্ষতকারক (acrid) এবং যেস্থানে স্পর্শ হয় তাহা হাজিয়া যায়, ইহা ইহাদিগের স্বভাব। এমন কার্ব্ব যদিও মোটা লোকদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয় ও শীতকালে অল্পতেই সর্দ্দি হয় এবং যাহাদিগেতে ঔষধের প্রতিক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পায় না এবং যাহারা কথায় কথায় উত্তেজক ঔষধ (stimulants) ইচ্ছা করে তাহাদিগের প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিতেও ইহা একটি উত্তম ঔষধ (This remedy seems particularly useful in constitutionally delicate women who faint easily and want some kinds of smelling salts around them most of the time. They are weak, with deficient re-action and generally of the lymphatic temperament, such patients want stimulants especially such stimulants as act through olfactory nerves, like spirits of Ammonia, Camphor, Musk and Alcohol etc.—Dr. Guernsey).

শীতাঙ্গ (Scurvy)—এমন কার্ব্ব অধিক দিন ব্যবহার করিলে scorbutic অর্থাৎ শীতাঙ্গ অবস্থা উৎপন্ন করে এবং জীবনীশক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। রক্তের টিস্থ সমুদায় degeneration অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং

কৃষ্ণবর্ণের রক্তস্রাব হয়, রক্ত শীঘ্র চাপ বাঁধে না, তরল অবস্থায় থাকে ক্ষত শীঘ্র গেংগ্রিনে পরিণত হয়। দন্তের মাড়ী শিথিল এবং ক্ষতযুক্ত হয়, এই প্রকার শীতাঙ্গ লক্ষণসহ বিলেপী জ্বর (Hectic fever) প্রকাশ পাইতে পারে।

হৃৎকম্পন—যে স্থলে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাই হইতেছে প্রধান কারণ যান্ত্রিক কোন দোষ থাকে না, কেবলমাত্র শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডের দরুণ রোগী হৃৎকম্পনে (palpitation) কষ্ট পাইতে থাকে এবং তদহেতু কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না, সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে হয়, সেইরূপ স্থলে এমন কার্ব্ব উৎকৃষ্ট কার্য্য করে। ডাক্তার কেণ্ট একবার এই প্রকার একটি রোগী লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলেন (রোগীর বিবরণ দেখ)।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—(dilatation of heart)—এমন কার্ব্বে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ব্যতীত যান্ত্রিক দোষও (organic mischief) পরিলক্ষিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণেও (dilatation of heart) এমন কার্ব্ব প্রয়োগ হয় রোগী উঁচু স্থানে যেমন পাহাড়ে কিংবা দোতলায় উঠিতে পারে না হৃৎপিণ্ডের ভীষণ কম্প হয় এমন কি কম্পন শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যায় এবং সন্ধ্যালনেই বৃদ্ধি হয় মাঝে মাঝে কাশি হয় এবং কাশির সহিত সময় সময় সামান্য সামান্য রক্তও উঠে। বেশী উষ্ণ ঘর পছন্দ করে না, কারণ উষ্ণ ঘরে কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। হৃৎপিণ্ডের এই প্রকার অবস্থায় নীলপাণ্ডুর (cyanotic) লক্ষণ থাকিতে পারে।

ব্রোঙ্কাইটিস এবং ক্ষয়কাস—পুরাতন ব্রোঙ্কাইটিসে এমন কার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়, যখন Bronchial tube সমূহ অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রাপ্ত হয় এবং ক্রিয়া শূন্য হইয়া আইসে ও Emphysemর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। ফুসফুসে প্রচুর শ্লেষ্মা রাশীকৃত হয় Bronchial tube সমূহের প্রসারণ হয় (dilatation)। এইরূপ অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ হইয়া আইসে, সর্ব্বদা কাশিতে থাকে কিন্তু শ্লেষ্মা কিছুই উঠে না কিংবা উঠিলেও তাহা অতি সামান্য এবং কষ্টে। তন্দ্রাভাব এবং এমন কি প্রলাপের ন্যায় বির বির বকা বর্ত্তমান থাকে। শেষ রাত্রি ৩।৪টার সময় রোগের বৃদ্ধি হয়।

ক্ষয় কাশের শেষ অবস্থায় সাময়িক উপশমের এমন কার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আইসে এবং বক্ষঃস্থলের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ বর্ত্তমান থাকে। জোরে কাশ দিতে পারে না এবং বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা হেতু শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না (এণ্টিম টার্ট, ষ্টেনাম)।

ঋতুস্রাব এবং শ্বেতপ্রদর স্রাব—এমন কার্ব্বে মাসিক ঋতুস্রাব কালীন ঋতুর প্রারম্ভেই এক অদ্ভূত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহার ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ তাহা হইতেছে—কলেরার ন্যায় প্রচুর তরল ভেদ (বভিষ্টা, ভিরেট্রাম)। ঋতুর প্রথম দিনেই প্রচুর ভেদ হইতে থাকে, সময় সময় কলেরা বলিয়া ভ্রম হয়। ঋতুস্রাবের রক্ত কাল ক্ষতকারক, স্থান হাজিয়া যায় এবং চাপ চাপ ও সময়ের পূর্ব্বে হয়।

শ্বেত প্রদর স্রাবও ক্ষতকারক এবং জলবৎ তরল। নিম্নোদরে এবং যোনি দেশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ইহা ব্যতীত সমুদায় বস্তিদেশে টাটানি যন্ত্রণা হয় এবং এই টাটানি ঋতুস্রাব কালীন অধিক হয়। সময় সময় এত অধিক যন্ত্রণা হয় মনে হয় যেন বস্তি কোটরের মধ্যদেশ সম্পূর্ণ কাঁচা (raw)।

হাঁপানি—এমন কার্ব্বে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যেরূপ শ্বাস কষ্ট হয়, সেরূপ শ্বাস কষ্ট হাঁপানির দরুণও হয়। কাজে কাজেই হাঁপানিতেও (Asthma) এমনকার্ব্ব প্রয়োগ হইতে পারে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে উষ্ণ ঘরে হাঁপানির টান অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে, দম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়া আইসে, রোগীকে শীতল খোলা বাতাসে লইয়া যাইতে হয়। ইহা স্মরণ রাখিবে এমনকার্ব্ব রোগীর শ্বাসকষ্ট গরমে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডার উপশম হয় কিন্তু শরীরের এবং মস্তকের কষ্ট ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

সর্দ্দি—এমন কার্ব্ব সর্দ্দির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের রাত্রে নাক সেঁটে যায়, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হাসপাস করিতে থাকে; জাগিয়া উঠে মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে। সর্দ্দিতে নাসিকা এবং ওষ্ঠ হাজিয়া যায় ও গলদেশ জ্বালা করে। শিশুদিগের নাক সেঁটে যাওয়ার এমনকার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (হেপার, নাক্স, স্যাম্বুকাশ)।

কাশি—কাশি শুষ্ক এবং গলা সুর সুর করে ও স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে

বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হেতু চাপ চাপ বোধ হয় এবং ঘড় ঘড় শব্দ হয়। নাসিকারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত এবং কাঁচা। নাসিকা হইতে কখন কখন শিশুদিগের নীল আভাযুক্ত শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। (কেলিবাই, নেট্রাম আর্স)। কাশি শেষ রাত্রে ৩।৪টার বৃদ্ধি হয় (কেলিকার্ব্ব)। বৃদ্ধ লোকদিগের হৃদস্পন্দন এবং দুর্ব্বলতা ঠিক ঐ সময়েই অধিক হয়, সঙ্গে সঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম এবং শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে, নাড়ীর অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হয় এমন কি প্রায় লোপ প্রাপ্ত হয়, মুখ মণ্ডল রক্তশূন্য এবং শীতল হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—প্রাতঃকালে হাতমুখ প্রক্ষালন কালীন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (nosebleed when washing the face and hands in the morning) ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ। ঠাণ্ডায়, শীতল জলের স্পর্শে রক্তস্রাব হয়, উত্তাপে বন্ধ হইয়া যায়, পুনরায় আবার প্রক্ষালন কালীন রক্ত নির্গত হয়। এই স্থলে ঠাণ্ডায় রক্তস্রাব হয় অথচ হাঁপানি ইত্যাদি ঠাণ্ডায় উপশম হয়, ইহা স্মরণ রাখিবে। এমনকার্ব্ব রোগীর মানসিক এবং শারীরিক সমুদায় লক্ষণই স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় ঠাণ্ডা সহ্য হয় না শীতল জলে স্নানে শরীরময় লাল দাগে (Red mottled spots) পূর্ণ হইয়া উঠে এবং হৃৎস্পন্দনও স্নানের পর বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া বিশেষভাবে ঋতুস্রাব কালীন মস্তক অবনত করিলে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়ায় কপাল যেন ফাটিয়া যাইতে চাহে।

বিসর্প, স্কার্লেট ফিবার, মূত্রনাশ বিকার (Erysepelas, scarlet fever, uraemia)—এতদ রোগ হেতু রক্ত বিষাক্ত হইয়া নিম্ন লক্ষণ সমুহ প্রকাশ পায়; এবং এমনকার্ব্ব প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়—ভীষণ দুর্ব্বলতা ও শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট, প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইবে এইরূপ ভাব, তন্দ্রা ও তৎসহ ফুস্ফুসে ঘড় ঘড়ানি শব্দ, রক্তে oxygenএর অভাব হেতু ওষ্ঠদ্বয় নীল এবং জিহ্বা কটাবর্ণ ও রক্তহীন, গাত্র চর্ম্মে কাল শিরার ন্যায় নীল চাপ চাপ দাগ, গ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি এবং মুখমণ্ডলের স্ফীতি (awful prostration, great dyspnoea, as if heart were giving out every moment, drowsiness with rattling of large bubbles in the lungs, bluish or purplish blue of the lips

from lack of oxygen in the blood and brownish coluor of of the tongue, with this there is an unusual pachy condition of the surface due to paralytic condition of blood yessels, enlargement of glands and puffiness of face) এই প্রকার অনেকটা কার্ব্বনিক এসিড দ্বারা রক্ত বিষাক্তের পরিচয় বলিয়া মনে হইতে পারে এবং এই প্রকার অবস্থা মূত্রনাশ বিকারে (uraemia), ফুসফুসে শ্লেষ্মার আধিক্য অর্থাৎ যে কোন রোগই হউক যাহাতে অক্সিজেন (oxygen) এর অভাব দৃষ্ট হয় তাহাতেই প্রকাশ পাইতে পারে এবং এমনকার্ব্ব ব্যবহারে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

আর্সেনিক, এন্টিমটার্ট এবং কার্ব্বভেজের সহিত উপরোক্ত অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। আর্নিকার টাইফয়েড অবস্থার লক্ষণও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

Oedema of lungs কিংবা বায়ুস্ফীতিতেও (Emphysema) উল্লিখিত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে এবং এমনকার্ব্ব বায়ুস্ফীতিরও (Emphysema—Effusion of air into the cellular tissue) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঝিল্লিপ্রদাহ, মস্তিষ্ক কশেরুকা মজ্জাগত

(Cerebro spinal meningitis) মস্তিষ্ক কশেরুকা মজ্জাগত ঝিল্লিপ্রদাহের প্রারম্ভে এমন কার্ব্বের প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। কখন কখন উক্ত রোগের প্রারম্ভে রোগী হঠাৎ এত অধিক বিষাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিক্রিয়াহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সমুদয় শরীর শীতল এবং নীল হইয়া যায় এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। এইরূপ অবস্থায় এমনকার্ব্ব প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া (re-action) আনয়ন করে এবং তৎপর উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে সমুদায় রোগ নিরাময় হয়। Cerebro spinal meningitis ব্যতীত অন্যান্য রোগে যেমন টাইফয়েড, ডিফথিরিয়া, স্কার্লেটিনা ইত্যাদিতে এমনকার্ব্ব প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়া থাকে। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও রোগী যদি ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ব্যতীত কোন প্রকার রোগ না থাকে, এমনকার্ব্ব সেইরূপ স্থলে প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়া উপযুক্ত ঔষধের লক্ষণপ্রকাশ করিয়া থাকে।

সর্পদংশন (Snake Bite)— এমনকার্ব্ব ল্যাকেসিসের inimical অর্থাৎ ইহারা পরস্পর প্রয়োগ হইতে পারে না। ল্যাকেসিস উচ্চক্রম প্রয়োগে যদি রোগ উপশম হইতেছে দেখা যায়; সেইরূপ স্থলে এমন কার্ব্ব প্রয়োগ করিলে হয়ত এমন কার্ব্বের কোন ফলই হইবে না কিম্বা ল্যাকেসিসের কার্য্যের ব্যাঘাত করিবে। ল্যাকেসিস অত্যন্ত নিম্নক্রম প্রয়োগে যদি রোগী তদহেতু বিষাক্ত হয় সেইরূপ স্থলে এমনকার্ব্ব তাহার বিঘ্নরূপে (antedote) কার্য্য করিবে, কাজে কাজেই ল্যাকেসিস অর্থাৎ সর্প দ্বারা দংশিত হইলেও এমন কার্ব্ব উচ্চক্রম প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়। কারণ সর্প দংষ্ট লোকের চেহারার প্রতি এবং এমন কার্ব্বের রোগ তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে উহাদের মধ্যে অনেক লক্ষণের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। ডাক্তার কেণ্ট বলেন—এতদকারণ বশতঃই এমনকার্ব্ব সর্পদংশনে প্রায়ই ব্যবহার হয় এবং যদিও সর্ব্বত্রই ইহার দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না কিন্তু অনেক স্থলে যশ উপার্জ্জন করিয়াছে, নতুবা সর্পদংশনের ঔষধরূপে ইহা কখনই ব্যবহার হইত না। ডাক্তার কেণ্ট আরো বলিতেছেন কেবল সর্প বিষের বিষয় বলিয়াই ইহা যেন প্রয়োগ না হয়। কোন কারণ বশতঃ কিংবা কোন জীব জন্তুর দংশন হেতু রক্ত বিষাক্ত হইলে এবং কৃষ্ণবর্ণ তরল রক্তস্রাব থাকিলে এমনকার্ব্বের বিষয় চিন্তা করা উচিত। প্রায় সমুদায় সর্পদংশনেই রক্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধে না (If you will examine the appearance of people who have been bitten by snakes and then examine the pathogenesis of the remedy you will see a great similarity between them. It is well known that this remedy has had repeated use in snake-bites. Evidently it did not save all of them, but it must have done something or other for these cases or it would not have established so great a reputation for itself. Give it not as an antedote but when indicated in blood poisoning and animal bites with zymosis with a tendency to black liquid bleeding as Elaps. Running through the snake poisons there is a bleeding of black blood that will not coagulate—Dr. Kent).

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রমই অধিক প্রয়োগ হয়। ডাক্তার হিউজ অত্যন্ত নিম্নক্রম ৩x,৬xইত্যাদির পক্ষপাতী কিন্তু আমরা ৬, ৩০ ব্যবহার করি, সময় সময় ২০০ ক্রমও ব্যবহার করি।

প্রতিবন্ধক—(Inimical)—ল্যাকেসিসের গুণ নষ্ট করে।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়, সাঁৎসেতে ঋতুতে, স্নানে, ঋতুস্রাব কালীন, ঠাণ্ডা জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালনে, শেষ রাত্রি ৩।৪টায়।

রোগের উপশম—নিম্নোদরে চাপ দিয়া শয়নে, যন্ত্রণাযুক্ত স্থানে, শুষ্ক ঋতুতে।

ককুলাস ইণ্ডিকাস (Cocculas Indicus)

ককুলাস ইণ্ডিকাস এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ। ইহার সিদ্ধান্তকরণ মহাত্মা হ্যানিমান সম্পাদন করেন।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। গাড়ীতে, নৌকায়, রেলে আরোহণে এমন কি চলন্ত রেল নৌকা ইত্যাদি দর্শনে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়। (বমনোদ্বেগ উপশম হয়--নাইট্রিক এসিড)

২। নিদ্রাহীনতা, মানসিক উত্তেজনা এবং অধিক রাত্রি জাগরণে কনভালসন পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। এক ঘণ্টা নিদ্রা না হইলেই শরীর দুর্ব্বল বোধ করে।

৩। ঋতু স্রাবের পরিবর্ত্তে অথবা এক ঋতু স্রাব হইতে আর এক ঋতু স্রাবের মধ্যবর্ত্তি সময়ে শ্বেত প্রদর প্রকাশ পায়।

৪। রজঃকৃচ্ছ্রতা—নিম্নোদরে ভীষণ প্রস্তর ঘর্ষণবৎ যন্ত্রণা হয়। ঋতু স্রাব কালীন রোগী এত অধিক দুর্ব্বল বোধ করে যে নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না (এলিউ, কার্ব্ব এনা)। ঋতু স্রাব কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ।

৫। শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ঘাড়ে হয়, মেরুদণ্ডে বিস্তারিত হয় মনে হয় যেন দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্রেক বর্ত্তমান থাকে। মস্তক নিম্নে রাখিয়া অথবা চিৎ হইয়া শয়নে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। রোগী মস্তক এক পার্শ্বে করিয়া শয়ন করে।

৬। সময় শীঘ্র শীঘ্র অতিবাহিত হয় (ধীরে ধীরে অতিবাহিত হয়—আর্জেণ্টাম নাই, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা)

৭। নিম্নোদর বায়ুতে ফাঁপিয়া উঠে এবং সঞ্চালনে প্রস্তর ঘর্ষণবৎ যন্ত্রণা বোধ হয়।

সাধারণ লক্ষণ।

মাসিক ঋতুস্রাব এবং অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থায় যাহারা অধিক ভোগে ও অবিবাহিত এবং সন্তানহীনা স্ত্রীলোক এই ঔষধটি অধিক কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত যাহারা হস্তমৈথুন কিংবা সঙ্গম ক্রিয়ায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং ভাব প্রধানা (Romantic) অনিয়মিত ঋতুস্রাব যুক্ত বালিকা দিগেতেও উত্তম কার্য্য করে।

২। খাদ্য দ্রব্যে অরুচি এবং মুখে ধাতু দ্রব্যবৎ স্বাদ।

৩। সমুদায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইলে শরীরে যথেষ্ট বল প্রয়োগ করিতে হয়।

৪। কাহারো প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না, সহজেই বিরক্ত হয় কথা শীঘ্র শীঘ্র বলে।

৫। শিরোঘূর্ণন শয্যা হইতে উত্থানে মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় (শয্যায় শয়নে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে—কোনায়াম)।

ফিজিও লজিকেল কার্য্য—তিনটি প্রধান স্থানে ইহার

কার্য্য প্রকাশ পায় প্রথমতঃ মস্তিষ্ক কশেরুক গতি বিধায়ক স্নায়ুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া কনভালসন এবং পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। দ্বিতীয়তঃ ভেগাসের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া প্রবল বমন এবং মূর্চ্ছা আনয়ন করে এবং তৃতীয়তঃ ডিম্বাশয় এবং জরায়ুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ (Spasm) এবং চেতনাধিক্য (Hyperaesthesia) উপস্থিত করে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি ককুলাস ইণ্ডিকাস দ্বারা বিষাক্ত হইলে মেরুদণ্ডের অবসন্নতা উৎপাদন করতঃ গতিবিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত অবস্থা উপস্থিত হয়। কাজে কাজেই কশেরুক মজ্জার রোগ বশতঃ পক্ষাঘাতের ককুলাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের প্রারম্ভেই মেরুদণ্ডের কটি দেশ আক্রান্ত হইলেই ইহার বিষয় চিন্তা করা উচিত। কটিদেশ (Small of the back) দুর্ব্বল বোধ হয় যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে। হাটিতে পারে না, হাটিতে গেলে পদক্ষম চলে না। সমুদয় নিম্নাঙ্গই পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উরুদেশে যন্ত্রণা হয়। পদদ্বয়ের তলা অসাড় বোধ হয়। প্রথমতঃ একটি হস্ত তৎপর অপর হস্ত দুর্ব্বল হয়। কখন কখন উভয় বাহুই একসঙ্গে পক্ষাঘাত হয় এবং ভারী বলিয়া বোধ হয়। It is especially indicated in the cases when the lumber region of the spine is affected, there is weakness in the small of the back as if paralized, the small of the back gives out when walking. We find these symptoms common enough in women with menstrual difficulties, when the back gives out in the morning, after venereal excesses and also from loss of sleep. ককুলাসে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কেন্দ্রে অধিক কার্য্য প্রকাশ করে। বুদ্ধিবৃত্তির উপর ইহার তত কার্য্য নাই (It acts rather on the voluntary muscles than the intellectual powers—Dr. Pareria.)।

গ্রীবাদেশের পেশীর (cervical muscles) দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। মস্তক ভারী হইয়া যায়, এতদ্দেশের পেশী মস্তকের ভার ধারণ করিতে যেন অক্ষম। (ক্যালকেরিয়া ফস, ভিরেট্রাম এলবম)। কটিদেশে পক্ষাঘাত সদৃশ যন্ত্রণা হয়। এক কথায় বলিতে হইলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে ককুলাস ইণ্ডিকাসে বিষাক্ত হইলে সমুদয় স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। তদ সহিত হস্ত

পদের অসাড় বোধ, কম্পন, চলৎশক্তির অক্ষমতা ইত্যাদির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। ককুলাসের এই প্রকার লক্ষণ রজঃকৃচ্ছ্রতা, অত্যধিক স্ত্রী সহবাস এবং নিদ্রাহীনতা হেতু প্রকাশ পাইতেও দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ—ককুলাসের মনের এবং শরীরের অবস্থা অনেকটা এসিডফসের ন্যায়—ককুলাসে নিদ্রাহীনতা হইতে এবং এসিডফসে অত্যধিক রেতঃ প্যাতের দরুণ হয়। ককুলাস রোগী নিস্তেজ ধীর, নির্ব্বোধের ন্যায় কোন কার্য্যে তৎপরতা নাই, সর্ব্বদাই শুইয়া বসিয়া থাকে, কথার উত্তর ও ধীরে ধীরে দেয়। কথা বুঝিতেও সময় লাগে। সমুদায় বিষয়েই নিশ্চেষ্টতা কথা মনে থাকে না, কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, স্মরণ শক্তি হীন, কথার প্রতিবাদে বিরক্ত হয়। শরীরকে কোন কার্য্যে খাটাইতে চাহে না। সঙ্গে সঙ্গে শিরোঘূর্ণন মস্তিষ্কের বিকৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়। নিদ্রাহীনতা হেতু এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ককুলাসকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া এবং বমন—ককুলাস ইণ্ডিকাসে শিরোঘূর্ণনের সহিত মনের অবস্থারও গোলযোগ উপস্থিত হয়। মাদকদ্রব্য পান করিলে যে প্রকার হয় সেই প্রকার বোধ হয়। শয্যা হইতে উঠিলে মস্তক চক্রাকারে ঘূড়াইতে থাকে রোগী পুনরায় বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। মস্তক ঘূর্ণন খাদ্যদ্রব্য আহারে এবং পানে বৃদ্ধি হয়। মস্তক ঘূর্ণনের সহিত বমন এবং বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে—মস্তকের এতদ সমুদয় লক্ষণই গাড়ী, নৌকা, জাহাজ, রেল ইত্যাদি যানে আরোহনে এবং চলন্ত নৌকা রেল ইত্যাদি দর্শনে বৃদ্ধি হয়। সামুদ্রিক বমনে (see sickness) ককুলাসকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়। বমন ভাব অত্যন্ত অধিক হয় অনেক সময় বমন হইতেও থাকে ও সময় সময় রোগী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। এতদসহ শিরোঘূর্ণন বিশেষ ভাবে মস্তক উত্তলন করিতে হইলেই অধিক হয়। (nausea extending to the point of vomiting and accompanied by faintness and by severe vertigo when l.fting the head is a characteristic symptom—Dunham.)

ব্রাইওনিয়াতেও শয্যা হইতে গাত্রোত্থানে শিরোঘূর্ণন লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ব্রাইওনিয়াতে পাকস্থলীর দোষ হইতে পারে। ককুলাসে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত মস্তিষ্ক কশেরুকা স্নায়ুর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উৎপন্ন হয়—ককুলাসে মস্তক খালি খালি

অথবা দুর্ব্বলতা বোধ লাগিয়া থাকে (sensation of emptiness or weakness) ইহা ককুলসের একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ এবং ইহা মস্তক, নিম্নোদর, উদর বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ শরীরের সমুদায় ফাঁপা স্থানে প্রকাশ পায়। ককুলাসে শিরোঘূর্ণনের সহিত বমনেচ্ছা এবং বমন বর্ত্তমান থাকা বিশেষ প্রয়োজন—ইহা ব্যতিরেকে ককুলাস শিরোঘূর্ণনে কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়।

মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়ার (occipital headache) ককুলাস ইণ্ডিকাস একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। যন্ত্রণা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরাগুলি যেন টানিয়া রহিয়াছে এবং মনে হইতেছে একবার খুলিতেছে আবার বন্ধ হইতেছে (alternately opening and closing) সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ থাকে যেন নদীর উপর রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মাসিক ঋতুস্রাব কালীন এবং মস্তকের পশ্চাতে ভার দিয়া শয়নে বৃদ্ধি (aggravated lying on back of head)। জেলসিমিয়াম—পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ায় ইহাও একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ায় আমরা এই দুইটি ঔষধকে অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকি।

জুগলানস্ ক্যাথারটিকা—অথবা জুগলানস্ সিনেরিয়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে তীব্র যন্ত্রণায় ইহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় (This I consider to be the best remedy for sharp pains in the occipital region) এতদ সহ বমন, দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশে বেদনা এবং যকৃতের উপসর্গ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

রজঃশূল—ককুলাসে ঋতুস্রাব প্রচুর অথবা স্বল্প হয়, কিন্তু ঋতুস্রাব স্বল্প এবং শূল যন্ত্রণা যুক্ত হইলেই ইহাকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। রজঃশূলের সহিত উদরে ভীষণ যন্ত্রণা থাকে—যেন প্রস্তর খণ্ডের ঘসাঘসি হইতেছে। পেট বায়ুতে ফাঁপিয়া উঠে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে রোগী দাঁড়াইতে, হাটাহাটি করিতে কিংবা জোড়ে কথা বলিতে পারে না। শূল যন্ত্রণা মধ্য রাত্রিতেই অধিক হয়, যন্ত্রণায় রোগীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। যন্ত্রণা উদ্গারে ঈষৎ যদিও উপশম হয় কিন্তু পুনরায় বায়ুর সমাবেশ হইয়া উৎপন্ন হয়। কার্ব্ব এনামেলিসেও এই প্রকার দুর্ব্বলতা দেখা যায় কিন্তু রজঃস্রাবের সহিত তাহা উপস্থিত হয়, এবং রজঃস্রাবে রোগী দুর্ব্বল বোধ করে (In Carbo anamalis—the flow weakens her.)

স্রাব কৃষ্ণবর্ণ উদরের যন্ত্রণার সহিত সর্ব্বদা কটি দেশেও যন্ত্রণা থাকে এই কটি শূল কক্কুলাসের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। কটিদেশে এই প্রকার যন্ত্রণা হয় মনে হয় পদদ্বয় পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হাটিতে গেলেই পদদ্বয় টলিতে থাকে এবং এতদসহ শরীরের নানা স্থান খালি খালি শূন্য বোধ হয়। কক্কুলাস রোগী সাধারণতঃ দুর্ব্বল এবং খিট্‌খিটে প্রকৃতির।

ক্যামোমিলা—ইহা রজঃশূলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহারও রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু ক্যামোমিলা রোগী ভীষণ খিট্‌খিটে, রাগী, অল্পতেই বিরক্ত বোধ করে এবং সহ্য গুণ অতি অল্প, সামান্য যন্ত্রণাতেই মাগো বাবাগো করিয়া চীৎকার করিতে থাকে।

পালসেটিলা—রজঃশূল এবং স্বল্প ঋতুস্রাবের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—কিন্তু পালসেটিলা রোগী শান্ত প্রকৃতির এবং ক্রন্দনশীলা। স্রাব একবার বেশী একবার কম এইরূপ হয় (flow is usually fitful)। যন্ত্রণার সহিত শীত শীত ভাব থাকে, যতই অধিক যন্ত্রণা হয় ততই শীত ভাবও অধিক বৃদ্ধি হয়।

পেট ফাঁপা—কক্কুলাস রজঃশূল এবং বায়ুর সমাবেশ অথবা বায়ুর আবদ্ধ হেতু পেট ফাঁপার সচরাচর প্রয়োগ হয়। পেট ফাঁপা সহ উদরে ভীষণ যন্ত্রণা হয়—এবং যন্ত্রণা রাত্রিতেই অধিক হয়। বায়ু পেটে একবার এপাশ একবার ওপাশ করিয়া বেড়ায় এবং বায়ু নিঃসরণে কষ্ট যন্ত্রনার সাময়িক এবং সামান্য উপশম হয়। বায়ু নিঃসরণ হইলে পুনরায় আবার বায়ুর সমাবেশ হয়।

কক্কুলাসে বায়ু আবদ্ধ হইয়াই শূল যন্ত্রণা হয়। (ভুক্ত দ্রব্য পচন হেতু হইলে কার্ব্বভেজ চিন্তা করিবে)। বায়ুর সমাবেশ হেতু বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ করে। রোগীর নিদ্রা হয় না অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তার উদ্রেক হইয়া সজাগ করিয়া রাখে।

শ্বেত প্রদর—ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে কিংবা ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে শ্বেত প্রদর প্রকাশ পায়। ঋতুস্রাব স্বল্প হইয়া অবশেষে শ্বেত প্রদরে পরিণত হয়। স্রাব মাংস ধোয়া জলবৎ অথবা রক্তাম্বু সদৃশ।

নিদ্রাহীনতা ও পক্ষাঘাত—কক্কুলাসে সময় মত নিদ্রা

যাইতে না পারিলে, ভীষণ শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং এমন কি পক্ষাঘাতের লক্ষণ উপস্থিত করে। ককুলাস রোগী সাধারণতঃ অত্যন্ত নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির—সমুদায় কার্য্যেই নিশ্চেষ্ট ভাব, হাত পা যেন খেলেই না, অত্যন্ত ধীর, সজীবতা লক্ষণ অত্যন্ত কম। মানসিক এবং শারীরিক উভয় বিষয়েই এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোনরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বিলম্বে উত্তর দেয়, শরীরের কোনস্থান স্পর্শ করিলে বিলম্বে সারা পায়। এতদ্ব্যতীত ককুলাস রোগী মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম অধিক সহ্য করিতে পারে না। পেশীর কার্য্য কারিতা ক্ষমতা হ্রাস হয়। অল্প পরিশ্রমেই শরীর ক্লান্ত এবং অবসাদ হইয়া পড়ে। এই প্রকারে ক্রমশঃ পক্ষাঘাত অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। ককুলাসে রাত্রি জাগরণ এবং নিদ্রাহীনতা হইতেই এইরূপ অবস্থা উদ্ভূত হয়—স্ত্রী তাহার স্বামীর রোগ সুশ্রূশায়, কন্যা তাহার পিতার সেবায় রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া এবং মনের উদ্বিগ্নতায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শারীরিক শক্তি, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি নিস্তেজ হইয়া আইসে। পদদ্বয়, হাঁটু, কটিদেশ এবং শরীরের যাবতীয় পেশী সমূহ দুর্ব্বল হয়,—অধিক দিবস এই প্রকার রাত্রি জাগরণে এবং মানসিক উদ্বিগ্নতায় ককুলাসে পক্ষঘাতের লক্ষণ উপস্থিত হয় (Sickness brought about in this manner is analogous to that caused by the Cocculas poison and hence Cocculas from the time of Hahnemann to the present time has been a remedy for complaints from nursing, not exactly complaints that come on in the professional nurse, for Cocculas needs the combination of vexation, anxiety and prolonged loss of sleep such as you have in mother and daughter who is nursing, or the nurse when she takess on the anxiety felt by a member of the family, a wife nursing her husband through typhoid or other long spell of sickness.—Kent)। নিদ্রাহীনতা হইতে রোগ উৎপন্ন হইলে এবং তদস্থলে ককুলাস প্রয়োগ করিতে হইলে,—নিদ্রাহীনতার সহিত বিরক্তি ভাব এবং উদ্বিগ্নতা থাকা উচিৎ। আমরা পেশাদার—সুশ্রূশাকারিণীদিগের মধ্যে মাতা কিংবা কন্যার কিংবা নিকট আত্মীয়ের ন্যায় মানসিক উদ্বিগ্নতা, চিন্তা এবং ভাবনা আশা করিতে পারি না। রাত্রি জাগরণ, রোগীর সেবা সুশ্রূশা এবং রোগীর জন্য চিন্তা ভাবনা ইত্যাদিতে শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া

পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—এইরূপ স্থলে ককুলাস নির্ব্বাচিত হয়। নিদ্রাহীনতা হইতে কনভালসন, নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি স্নায়ু মণ্ডলের রোগ প্রকাশ পায়। ডিফ্‌থিরিয়ার পর পক্ষাঘাতেও ককুলাস উত্তম কার্য্য করে। একবার ডাক্তার মুর এই প্রকার একটি রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন রোগী একটি অল্প বয়স্ক বালক নিম্নাঙ্গ ডিফ্‌থিরিয়ার পর পক্ষাঘাত হইয়া গিয়াছে এবং আরোগ্যের কোন আশা নাই। ডাক্তার মুর রোগীর সমুদায় লক্ষণ পরিষ্কাররূপে দেখিয়া বরং রোগের কারণ জানিতে পারিয়া তাহাকে একমাত্রা ককুলাস ইণ্ডিকাস সি, এম, প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

পাকাশয় লক্ষণ—সমুদায় খাদ্যদ্রব্যে যেন ঘৃণা বোধ। মুখের স্বাদ ধাতু দ্রব্যবৎ অথবা তিক্ত অথবা টক্ টক্, কোন দ্রব্যেই রুচি নাই, রোগীর খাদ্য দ্রব্যের চিন্তায় কিংবা রন্ধন ঘরের খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে বমনের উপক্রম হয় (কলচিকম)। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকবার আহারের পর পাকাশয়ে আক্ষেপিক কিংবা খামচানি বেদনা হয় তৎসঙ্গে মুখে জল উঠে শ্বাস কষ্ট এবং মেজাজ খিট্‌খিটে হয়।

আক্ষেপ (Spasm)—ককুলাস মস্তিষ্ক কাশেরুক স্নায়ু মণ্ডলের (cerebro spinal nervous system) অবসাদ প্রযুক্ত অথবা অধিক দিবস নিদ্রাহীনতা, অধিক রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি হেতু আক্ষেপ হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (It is especially useful when spasmodic symptoms ensue as a result of prolonged loss of sleep)। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগে এইরূপ আক্ষেপ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ জনিত আক্ষেপেও ককুলাস নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ অবস্থায় রোগী চক্ষু বুজিয়া থাকে।—চক্ষু খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়—অক্ষি গোলক আবদ্ধ চক্ষুর ভিতর দ্রুতরূপে একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতেছে। ককুলাস সচরাচর দুর্ব্বল এবং স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকে অধিক কার্য্য করে।

অন্ত্রবৃদ্ধি—ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্যযুক্ত umbilical hernia নাভিভ্রমিকায় আরোগ্য না হইলে ককুলাস ইণ্ডিকাসের বিষয় চিন্তা করিবে। ককুলাস ইণ্ডিকাস এইরূপ অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর নিম্নক্রম এবং ৩০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—আহারে, পানে, নিদ্রায়, ধূমপানে, কথোপকথনে, গাড়ী নৌকা প্রভৃতি চলন্ত যানে আরোহণে এবং দর্শনে।

রোগীর বিবরণ

এক নারী অত্যন্ত স্নায়বীক এবং হিষ্টিরিক্যাল ছিল। সংন্যাস রোগে হঠাৎ তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে সে উন্মাদগ্রস্ত হয়, অল্প শব্দেই তাহার অসহ্য বোধ হইত। তাহার মস্তক গরম, চক্ষু আরক্ত এবং বহির্গমনশীল ছিল। তাহার নিদ্রা হইত না এবং শিরঃপীড়া ছিল, বেদনা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইত। বেলেডনা সেবনে কতক এবং তৎপরে নাক্স সেবনে আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী উপকার বোধ হইয়াছিল। পরে যখন ডাঃ বোয়েস শুনিলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নৌকায় ভ্রমণকালে তাহার ঐরূপ স্নায়বিক লক্ষণ হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তিনি ককুলাস তৃতীয় ক্রম সেবনের ব্যবস্থা দেন এবং উহা সেবন করাতে রোগী শীঘ্র আরোগ্য হইয়াছিল (ভৈষজ রত্নাবলী)।

২। এক নারীর প্রসবের ১৫ দিবস পরে অত্যন্ত প্রবলভাবে উদরাময় হয়, তজ্জন্য তাহার স্তনদুগ্ধ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং শিরো ঘূর্ণন (যেন সকল পদার্থ ঘুরিতেছে), মাথার ভিতর শূন্য বোধ (তজ্জন্য কিছুই মনে থাকে না), উদর মধ্যে ঐরূপ শূন্য বোধ, গলাধঃকরণ কালে গলার বাম ভাগে যেন কিছু আটকে আছে এইরূপ অনুভব, পাকাশয়ের উপর সর্ব্বদা মোচড়ানি ও চাপ বোধ, মেরুদণ্ডে পর্য্যন্ত ঐরূপ যন্ত্রণার বিস্তৃতি, ইত্যাদি লক্ষণে ককুলাস ৬ সেবনে রোগী এক সপ্তাহের মধ্যেই আরোগ্য হইয়াছিল—(ভৈষজ রত্নাবলী)

অরম ট্রিফাইল্লাম (Arum Triphyllum)

ইহার বাংলা নাম ওল। ইহা ডাক্তার লিপি প্রুভিং করেন। ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একবার আমেরিকার কোন সহরে স্কার্লেট (Scarlet) ফিবার বহু ব্যাপিরূপে (epidemic) প্রকাশ পায় এবং তাহাতে প্রায় সমুদায় রোগীই মারা যায়। হোমিওপ্যাথি এবং অন্যান্য চিকিৎসায়ও শতকরা মৃত্যু অত্যন্ত অধিক ঘটে। তখন অরম ট্রিফাইল্লামের কেবল পরীক্ষা চলিতেছিল। একবার একটি ক্ষুদ্র গলিতে একটি দরিদ্র পরিবারের ৫টি শিশু সন্তানের স্কার্লেট ফিবার হয় এবং চিকিৎসক তদবধি যে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতেছিলেন তাহার উপর আর বিশ্বাস রাখিতে না পারায়, অরম ট্রিফাইল্লাম প্রয়োগ করেন—এবং ইহাতে অতি আশ্চর্য্য ফল পাইয়া তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করেন—অরম ট্রিফাইল্লামই হইতেছে স্কার্লেট ফিবারের একটি অব্যর্থ ঔষধ এবং তখন হইতেই ইহাকে নিম্ন লক্ষণযুক্ত স্কার্লেট ফিবার ডিপথিরিয়া এবং অন্যান্য জ্বরেও টাইফয়েড লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে একটি উত্তম ঔষধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সর্ব্বদা নাক খুঁটিতে থাকে। খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বহির্গত হইয়া পরে তথাপি খুঁটিতে থাকে (Constant picking at the nose until it bleeds).

২। ওষ্ঠাধর খুঁটিতে থাকে, খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে। (Picks lips until they bleed).

৩। নখ দাঁত দিয়া খুটিতে থাকে—ঘা করিয়া ফেলে, রক্ত-বাহির হইয়া পড়ে (bites nails until fingers bleed).

রোগী ক্ষতযুক্ত কাঁচা রক্তস্রাবী স্থানগুলি পর্য্যন্ত খুঁটিতে থাকে। যন্ত্রণায় চেঁচাইতে থাকে তথাপি খুঁটিতে ছাড়ে না (Picks and bores into the raw bleeding surface though very painful। Scream with pain but keep up the boring (in Scarlatina, diptheria, typhoid)

৫। নাসিকার শ্লেষ্মা স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকারক, নাসিকা, ওষ্ঠদ্বয়, নাসিকার পার্শ্ব হাঁজিয়া ক্ষত হইয়া যায়।

৬। মুখের লালাস্রাবও অত্যন্ত ক্ষতকারক। মুখবিবর, জিহ্বা, সমুদায় স্থান ক্ষত হইয়া যায় এবং এমন কি রক্ত পর্য্যন্ত নির্গত হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্বরভঙ্গ—গান গাহিতে গাহিতে অথবা চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিতে গলার স্বর বসিয়া যায়। গলদেশের স্বর যন্ত্রের উপর কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না, উচ্চ স্বরে গান গাহিতে হইলে কিংবা কথা বলিতে গলার স্বর বিকৃতি ঘটে।

২। শিশু গলদেশের এবং মুখ বিবরের যন্ত্রণা এবং ক্ষতের জন্য খাদ্য দ্রব্য অথবা পানীয় কিছুই আহার করিতে চাহে না।

৩। তরল জলবৎ সর্দ্দিস্রাব থাকা সত্ত্বেও নাসিকা সাঁটিয়া যায়। (এমন কার্ব্ব স্যাম্বুকাস) হাঁচি রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়।

স্কার্লেট ফিভার—অরম ট্রিফাইল্লামের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে—রোগী সর্ব্বদা নাসারন্ধ্র এবং ওষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়া খুঁটিতে থাকে, রক্তস্রাব হইলেও বিরত হয় না—(Constant picking at the nose until it bleeds Picks lips until they bleed)।

নাসিকা এবং মুখ হইতে ক্ষয়কারক তরল শ্লেষ্মাস্রাব হয় তৎস্পর্শে নাসারন্ধ্র এবং উর্দ্ধ ওষ্ঠ হাজিয়া ঘা হইয়া যায় কিন্তু ঘনস্রাব তত ক্ষতকারক নয়। জিহ্বা ফুলিয়া ওঠে, জিহ্বা কণ্টক সমূহ বৃহৎ, লাল এবং খস্‌খসে হয়। গলদেশে যন্ত্রণা হয় এবং তালুমূল প্রদাহ হইয়া স্ফীত হয়, অনেক সময় এতদলক্ষণ সমূহের সহিত শুষ্ক কাশি বর্ত্তমান থাকে, কাশিতে গলায় এমন লাগে যে শিশু গলা হাত দিয়া ধরিয়া থাকে। মুখ হইতে যে লালা স্রাব হয় তাহাতে মুখ বিবরের চারিপার্শ্ব এবং ওষ্ঠদ্বয় ক্ষত বিদীর্ণ হয় ও এমন কি রক্ত পর্য্যন্ত নিঃসৃত হয়। লালা অত্যন্ত ক্ষতকারক, ঘা হইয়া মামড়ি পড়ে, শিশু মুখ হাঁ করিতে পারে না।—অরাম ট্রিফাইল্লামকে এককথায় ক্ষতকারক ঔষধ বলা যাইতে পারে। শিশু সর্ব্বদা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া খুঁটিতে থাকে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলে, তথাপি খুঁটিতে ছাড়ে না। রোগ বেশী বাড়াবাড়ি না হইলে প্রস্রাব সরল এবং প্রচুর হয় নতুবা প্রস্রাব হ্রাস হইয়া আইসে, প্রস্রাব অধিক হইলে জানিতে হইবে ঔষধের কার্য্য হইতেছে। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় প্রস্রাব হ্রাস হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া মূত্র বিকার লক্ষণ (uraemia) প্রকাশ পায়। শিশু অজ্ঞানাবস্থায় শয্যায় এপাশ ওপাশ ছটফট করিতে থাকে এবং শরীরের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অথবা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি দিয়া পুনঃপুনঃ খুঁটিতে থাকে এবং প্রস্রাব সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক অল্প বিস্তর আক্রান্ত হয় রোগী এপাশ ওপাশ করে ও মস্তক বালিশে গুঁজিতে থাকে (boring the head into the pillow)। এইরূপ অবস্থায় অরাম ট্রিফাইল্লাম প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া আইসে।

অরাম ট্রিফাইল্লামে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মস্তিষ্ক প্রদাহের সহিত গলদেশ, মুখ বিবর অথবা নাসারন্ধ্রে উল্লিখিতরূপ খোঁটা লক্ষণ না থাকিলে এই ঔষধ কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়।

স্কার্লেটিনা এবং ডিফথিরিয়ার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

নাইট্রিক এসিড—স্কার্লেটিনার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থায় প্রথমতঃ নাইট্রিক এসিডই অধিকরূপ ব্যবহার হইত। ইহার স্রাব সমূহ ভীষণ ক্ষয় কারক, এত অধিক ক্ষয় কারক আর কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না, অরম ট্রিফাইল্লাম অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক। নাসিকা হইতে স্রাবে নাসারন্ধ্র এবং ওষ্ঠ হাঁজিয়া যায় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গলদেশে অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণা হয় গলদেশ ডিফথিরিয়া সদৃশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ কিংবা পীতাভ সাদা দুর্গন্ধযুক্ত ঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে। রোগ ডিফথিরিয়া কিংবা স্কার্লেটিনা হউক গণ্ডদেশের অভ্যন্তর প্রদেশ, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বার পার্শ্বে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং এতদসহ ভীষণ ক্ষয় কারক তরল জলবৎ লালা স্রাব বর্ত্তমান থাকে নাড়ীর গতিও সবিরাম হয়। ডিফথিরিয়াতে উক্তপ্রকার ক্ষয়কারক স্রাব থাকিলে এবং যখন রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পাকস্থলী আক্রমণ করে তখন অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা নাইট্রিক এসিডকেই প্রাধান্য দিবে। গলদেশের কৃত্রিম ঝিল্লি বিস্তারিত হইয়া পাকস্থলী আক্রান্ত হয় কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না কিন্তু গলদেশ এবং নাসিকার কৃত্রিম ঝিল্লির দরুণ রোগী যাহা আহার কিংবা পান করে, তদ সমুদায়ই ছিটকাইয়া নির্গত হইয়া পড়ে এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ও পাকস্থলীতে অস্বস্থি বোধ করে। ইহাতে ওষ্ঠ এবং নাসারন্ধ্র ক্ষত হইলেও অরাম টিফাইল্লামের ন্যায় সর্ব্বদা অঙ্গুলি দিয়া খোঁটা লক্ষণ অধিক বর্ত্তমান থাকে না।

মিউরেটিক এসিড—স্কার্লেটিনা এবং ডিফথিরিয়ার বৃদ্ধি অবস্থায় ইহাও একটি উপযুক্ত ঔষধ—ইহার অবসন্নতা দুর্ব্বলতা অত্যন্ত ভীষণ, রোগীর এপাশ ওপাশ করিবার ক্ষমতা থাকে না, প্রাতঃকালে ১০।১১টার সময় রোগের বৃদ্ধি হয়। মুখের ভিতর ক্ষতে পূর্ণ হইয়া যায় এবং ক্ষতগুলি গভীর ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, যে যে স্থানে ক্ষত হয়, মনে হয় ক্ষত গভীর হইয়া স্থান ছিদ্র করিয়া ফেলিবে। মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হয় এবং নাড়ীর গতিও অনেকটা সবিরাম প্রকৃতির।

রোগ যখন উৎকট আকার ধারণ করে এবং রোগী ভীষণ দুর্ব্বল হয়, সেইরূপ স্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনের সহিত, এলকোহল (alcohol)

জলের সহিত মিশ্রত করিয়া কুলকুচি করিতে কিংবা মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দেওয়া উচিৎ। ডাক্তার গ্র্যাভোল এইরূপ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুমোদন করেন।

লাইকোপোডিয়াম—স্কার্লেটিনা এবং ডিফথিরিয়ার লাইকোপোডিয়ামে অনেকটা অরাম ট্রিফাইল্লামের ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও অরাম ট্রিফাইল্লামের ন্যাসিকা স্রাব যদিও রহিয়াছে কিন্তু তত ক্ষত কারক নহে। নাসিকার গোড়াতে অথবা চক্ষুর উপরে ভার ভার বোধ এবং শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। নাসিকা এমন সাঁটিয়া যায় যে শিশু রাত্রিতে নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, রোগী ট্রিফাইল্লামের ন্যায় নাসিকার ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া খুঁটিতে থাকে। কিন্তু লাইকোপোডিয়ামের ডিপথিরিয়ার বিশেষত্ব যে ডিফথিরিয়ার ঝিল্লি দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হইতে থাকে এবং রোগী নিদ্রার পরই এমন কি সামান্য তন্দ্রার পরও অত্যন্ত খারাপ বোধ করে। হঠাৎ রোগী যেন ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে চমকাইয়া ওঠে এবং কাঁদিতে থাকে এবং কিছুতেই কান্না থামাইতে পারা যায় না। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে। রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইলে দেখিতে পাওয়া যায় শিশু অজ্ঞানাবস্থায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া থাকে, নিম্ন চুয়াল পড়িয়া যায়, প্রস্রাব স্বল্প কিংবা অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং লাল বালুকা কণা তলানি পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত হয় এবং নাসিকার পক্ষদ্বয় সঙ্কোচিত এবং বিস্তারিত হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে নাসিকা ধ্বনিও (snoring) হয়। গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ক্ষত এবং স্ফীত হয়।

এইলান্থাস—ইহার নাসিকা স্রাবও অরামট্রিফাইল্লামের ন্যায় অনেকটা ক্ষত কারক। মুখের লালা স্রাবে এবং নাসিকার সর্দ্দি স্রাবে ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখ বিবরের চারিপার্শ্ব হাজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। গলদেশের বাহ্যিক এবং ভিতর প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে। এইলান্থাস রোগী তন্দ্রাযুক্ত এবং স্থির হইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকে আর অরাম ট্রিফাইল্লাম রোগী ছটফট, অস্থির, এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এতদলক্ষণ ব্যতীত এই দুইটি রোগীতে আর অধিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এইলান্থাসে গাত্রে যে পীড়কা (rash)

বহির্গত হয় তাহা অসম্পুর্ণ, সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না এবং দেখিতে লোহিত অথবা নীল আভাযুক্ত।

ব্যাপ্টিসিয়া -ইহা টাইফয়েডের ঔষধ বলিয়াই চির পরিচিত কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ডিফথিরিয়াতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার বিশেষত্বই হইতেছে ভীষণ দুর্গন্ধস্রাব। মলমূত্র, ঘর্ম্ম লালা ইত্যাদি সমুদায়ই অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত মনে হয় যেন গলদেশে কোন প্রকার গলিত ক্ষত (gangrene) হইয়াছে। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ এবং রোগী নেশা খোরের ন্যায় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল।

রাসটক্স—রোগের বরং বাড়াবাড়ি অবস্থায় যখন ঝিল্লির কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় রক্তমাখা লালাস্রাব নিঃসৃত হয় তখন রাসটক্স নির্ব্বাচিত হয়। রাসটক্সের এতদলক্ষণের সহিত গ্রীবা প্রদেশের গ্রন্থির প্রদাহ হয় এবং প্রদাহের বর্ণ বিসর্পের ন্যায় ঘোর লালবর্ণ হয় (dark erysipelatous hue)।

ফাইটোলেক্কা—রোগের প্রারম্ভে শীত শীত বোধ এবং কটিদেশে যন্ত্রণা হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, শয্যায় শয়নাবস্থা হইতে উপবেশন করিতেই অনেক সময় মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। গলদেশ ঘোর লাল বর্ণ বেগুণে আভাযুক্ত হয় এবং অত্যন্ত জ্বালা থাকে। উষ্ণ দ্রব্য পানে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

এপিস—ডিপ্থিরিয়ার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—রোগের প্রারম্ভ হইতেই রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অপরাহ্ন ৩টায় জ্বর এবং তন্দ্রা বোধ করে, নাড়ীর গতি ১৩০।১৪০ বার হয় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রথমতঃ গলার অভ্যন্তর প্রদেশ এবং তালুমুল লাল চকচকে হয় যেন লাল বার্নিস করা হইয়াছে। উভয় তালুমুল অথবা প্রায় অধিকাংশ সময় দক্ষিণ তালুমূলে কৃত্রিম ঝিল্লি আরম্ভ হইয়া বাম তালুমূলে বিস্তারিত হয় এবং চামড়ার ন্যায় পুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাও ফুলিয়া ওঠে, মনে হয় গলদেশ যেন ফুলিয়া পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বার বার গলধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু গলধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ হয়। আলজিহ্বা অর্থাৎ সমুদায় গলদেশ তরল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ স্ফীত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে পর্য্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় আবার কোন কোন স্থলে কিছুমাত্র গন্ধ হয় না। জ্বরে পিপাসা থাকে না।

আর্সেনিক—ডিফ্থিরিয়ার বাড়াবাড়ি অবস্থায় ইহার বিষয় চিন্তা করিবে। গলদেশের ভিতর এবং বাহির অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং কৃত্রিম ঝিল্লি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ হয় ও দুর্গন্ধযুক্ত। নাসিকা হইতে তরল জলবৎ ক্ষতকারক স্রাব হইতে থাকে—এবং গলদেশের স্ফীতি অনেকটা এপিসের ন্যায় হয়। মধ্য রাত্রিতেই রোগের বৃদ্ধি হয় এবং রোগী অত্যন্ত অস্থির ছট্‌ফট্ করিতে থাকে ও অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রস্রাব হ্রাস হইয়া আইসে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য অথবা দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ উদরাময় থাকে।

কেলিপারমাঙ্গানেট—ডিফ্থিরিয়ার ঝিল্লি ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। গলদেশ তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ স্ফীত হয় এবং নাসিকা হইতে তরল স্রাব হইতে থাকে। কেলিপারমাঙ্গানেটের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্বই হইতেছে দুর্গন্ধতা।

ল্যাকেসিস—ইহাতে ডিফথিরিয়া বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। ইহাতে আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে শুধু শুধু গলাধঃকরণ করিতে গলদেশে আঘাত লাগে অথচ খাদ্য দ্রব্য খাইতে কষ্ট বোধ হয় না। সকল সময় গলদেশের বাম পার্শ্বে যেন কি একটি দ্রব্য দলা পাকাইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক গলাধঃকরণে নিচে নামিয়া আইসে, আবার উপরে ঠেলিয়া ওঠে, নিদ্রাভঙ্গের পর মনে হয় গলদেশে যেন সুঁচ লাগিয়া রহিয়াছে এবংশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তালুমূল অধিক স্ফীত হইলে, তরল দ্রব্য উদরে না গিয়া নাক দিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে। গলদেশের বর্ণ ঘোর বেগুনে আভাযুক্ত হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। ল্যাকেসিসে সমুদায় উপসর্গ নিদ্রার পরই বৃদ্ধি হয় এবং গলদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়।

বেলেডোনা—ইহা ডিফথিরিয়ার প্রকৃত ঔষধ নয় বরং রোগের প্রারম্ভে যখন স্থান অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয় তখন ইহার বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গের অরমট্রিফাইল্লাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা এবং বক্তাদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। উকিল কিংবা ব্যারিষ্টার কোন মোকদ্দমার বিচারপতির নিকট আইন বিষয়ে যখন একাধিক্রমে ৩।৪ ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে থাকে। বক্তৃতা করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সামান্য

বিশ্রাম পাইয়া বাহিরে গিয়া এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া আবার বক্তৃতা করিতে উঠিয়া গলার স্বর দেখা যায় বসিয়া গিয়াছে কিংবা বিকৃত হইয়া গিয়াছে এবং আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার বাহির হইতেছে না, এমন কি তাহার বক্তব্য শেষ করা কঠিন হইয়া পড়ে - এইরূপ অবস্থায় অরাম ট্রিফাইল্লাম অতি উত্তম কার্য্য করে। এক মাত্রায় তৎক্ষণাৎ গলা পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং বক্তাও তাহার বক্তব্য পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে পারেন। (At times when a lawyer has had a long case and he is making a final effort, and has been speaking three or four hours, and while in a sweat has got into a draft or gone out, he finds himself hoarse and cannot finish his speech a dose of Arum Triphyllum will enable him to go on with his speech in a voice as clear as a bell. It clears up the hoarseness.—Dr. Kent).

বক্তা এবং গায়কগণ স্বর যন্ত্রের অত্যন্ত পরিচালনা করার এবং অত্যন্ত জোর দিয়া উচ্চ স্বরে কথা বলায়,—বক্তৃতা করিতে করিতে কিংবা গান গাহিতে গলায় সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই গলার স্বর বসিয়া যায় এবং অরাম ট্রিফাইল্লাম এইরূপ অবস্থার একটি অব্যর্থ ঔষধ।

বক্তা কিংবা গায়ক যতই চেষ্টা করুক গলার স্বর আর পরিষ্কার হয় না—যেন মনে হয় স্বর যন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব নাই (Voice uncertain, uncontrollable changing continually, now deep, now hoarse Etc)। অরাম ট্রিফাইল্লামে আর একটি লক্ষণ এতদবিষয়ে দেখা যায় তাহা হইতেছে রোগীর একটি কথা গলা হইতে পরিষ্কার বাহির হইতেছে না অথচ আর একটি কথা পরিষ্কার বাহির হইতেছে (রোগীর বিবরণে দেখ)।

রাসটক্স—রাসটক্সেও দেখিতে পাওয়া যায়—উচ্চস্বরে কিংবা জোর গলায় বক্তৃতা কিংবা গান গাহিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া গেলে গলার স্বর বসিয়া যায়,—কিন্তু রাসটক্সে প্রথমতঃ গলার স্বর পরিষ্কার না হইতে পারে কিন্তু যতই অধিক কথা বলা যায় ততই অধিক পরিষ্কার হইয়া আইসে অর্থাৎ স্বর যন্ত্রের ক্রমাগত পরিচালনায় গলার স্বর পরিষ্কার হইতে থাকে।

গ্র্যাফাইটিস—ইহাও গায়কদিগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহাতেও স্বর যন্ত্রের উপর গায়কের যেন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, সঙ্গীত গাহিতে গেলেই গলার স্বর বসিয়া যায়।

সিলিনিয়াম—সঙ্গীত গায়কদিগেতে এই ঔষধটিও প্রায়ই প্রয়োগ হয়। গান গাহিতে না গাহিতেই অর্থাৎ অতি অল্প সময়ে স্বর বসিয়া যায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—অরাম ট্রিফাইল্লাম নিম্নক্রম ব্যবহার হয় না এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগও হয় না—ইহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার সম্ভাবন। উচ্চ ক্রম ৩০,২০০ শক্তি নির্ব্বাচিত হয় এবং কার্য্যও অতি সত্বর পাওয়া যায়। (Should not be given low or repeated often as and effects often follow. The higher potencies most prompt and effective—Dr. Allen.)

সমগুণ ঔষধ সমূহ—শুষ্ক কাশিতে হেপার এবং নাইট্রিক এসিডের পর; প্রাতঃকালে স্বর ভঙ্গে এবং বধিরতায় কষ্টিকম এবং হেপারের পর অরম ট্রিফাইল্লাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রোগীর বিবরণ

একজন রোগী আমার ডাক্তারখানায় আসিত এবং অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিত, তাহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ স্বরে বলিত এই ফুস্ ফুস্‌টি সম্পূর্ণ গিয়াছে (This lung is all gone, talking in a whisper) কিন্তু এই ফুস্ ফুস্‌টি খুব ভাল আছে" —this one is a very good one talking in a strong voice) শেষোক্ত কথাটি বেশ জোরে বাহির হইল। একটি কথা আস্তে বাহির হইত অথচ আর একটি কথা জোরে বাহির হইত ইহা একটি অদ্ভুত লক্ষণ বলিয়া মনে হইত। ডাক্তার কেণ্ট তাহাকে অরাম ট্রিফাইল্লাম দিয়া আরোগ্য করেন।—ডাঃ কেণ্ট

রডডেনড্রন (Rhododendron)

ইহার সম্পূর্ণ নাম রডডেনড্রন ক্রিসেনথাম (Rhododondron Chrysanthum)। ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ শুষ্ক পাতা এবং ফুলের কুঁড়ি হইতে মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ডাক্তার (Scidel) ইহার সিদ্ধান্তকরণ সম্পাদন করেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তি যাহারা ঝড় তুফান বিশেষতঃ বজ্রপাতে শঙ্কিত ভীত হয় এবং যাহাদিগের ঝড় তুফানের পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি হয় তাহাদিগেতে রডডেনড্রন উত্তম কার্য্য করে।

২। দন্তশূল,—ঋতুর পরিবর্ত্তনে, প্রবল বায়ু এবং ঝটিকাতে বৃদ্ধি হয় (worse from change of weather, thunder storm, windy weather).

৩। বাতের যন্ত্রণা বিশ্রামে, স্যাঁৎসেতে এবং শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি হয়। সন্ধিস্থল স্ফীত এবং অত্যন্ত প্রদাহ হয়, যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে আর এক সন্ধিস্থলে সরিয়া বেড়ায়। রাত্রিতে ঝড় তুফানে অত্যন্ত ভীষণ হয়।

৪। প্রমেহের পর কিংবা বাতের দরুণ ঠাণ্ডা লাগিয়া অণ্ডকোষ স্ফীত এবং কঠিন হয় (ক্লিকেটিস)। একশিরাও হয় এবং অণ্ডকোষে পেষণবৎ যন্ত্রণা হয় (আরাম মেটা)।

৫। গেঁটে বাত—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অধিক হয়, সূত্রময় টিস্থর সমাবেশ হইয়া স্ফীত এবং শক্ত হয় (Gout with fibrous deposit in great toe-joint), পায়ের কড়া (bunion) বলিয়া ভ্রম হয় (কলচিকম, লেডাম)।

সাধারণ লক্ষণ

১। পায়ের উপর পা না রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পারে না (Cannot get asleep or remain asleep unless the legs are crossed)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—রোগী অত্যন্ত স্নায়ু প্রধান, বজ্রের ধ্বনি, বিদ্যুতের চমকানি, মেঘের গর্জ্জনে স্নায়ু সমুদায় এত অধিক চঞ্চল হইয়া উঠে যে, রোগী উদ্বিগ্ন ভীত হইয়া কাঁপিত থাকে এবং স্থান হইতে পালাইতে কিংবা নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চায়। ইহা বায়ু মণ্ডলের একটি Electric পরিবর্ত্তন জনিত রোগীর স্নায়ু মণ্ডল আক্রান্ত হইয়া মানসিক লক্ষণেরও এবম্বিধ লক্ষণ প্রকাশ করে, কাজে কাজেই রোগীর তাবৎ উপসর্গ মেঘের কড় কড় গর্জ্জনে, বজ্রপাতে, বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফসফরাস, নেট্রাম কার্ব্ব, নাইট্রিক এসিড, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি ঔষধেও এই প্রকার Electric পরিবর্ত্তন হেতু মানসিক লক্ষণের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত রডডেনড্রন রোগীর স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, অতি সহজেই কথা ভুলিয়া যায়, কথা বলিতে বলিতে কি কথা বলিতেছে তাহা ভুলিয়া যায়। কাজ কর্ম্মে মন লাগে না, কাজ কর্ম্মে বিমুখ। মদ্য পানে অতি সহজেই শরীর খারাপ হয়।

বাত—রডডেনড্রন—বাত এবং গাউটের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঝড় তুফানের দিন অথবা স্যাঁৎসেতে ভিজা দিনে ইহার বাতের যন্ত্রণা এবং উপসর্গ বৃদ্ধি হয় কিন্তু একটি কথা ইহাতে স্মরণ রাখিবে যে ইহার যন্ত্রণা এবং উপসর্গ ও শরীরের গ্লানি বিশেষতঃ ঝড় তুফান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ হয়, ঝড় তুফান আরম্ভ হইলে বরং উপশম বোধ করে এবং বাত যন্ত্রণা বিশেষ-ভাবে thunder stormএ অধিক হয় (Like Dulcamara its strongest characteristic is in its modality "aggravation in wet stormy weather but Rhododendron is particulary worse before the storm, after the storm breaks out the patient feels better) যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে, মেঘের গর্জ্জনে কড় কড় নিনাদে লোমকূপ শিহরিয়া ওঠে, অর্থাৎ ঝড়ের পূর্ব্বাবস্থায় রোগীর বাতের যন্ত্রণা ইত্যাদি সমুদায়ই বৃদ্ধি হয় অথচ ঝড় তুফান আরম্ভ হইলে হ্রাস হয়।

রডডেনড্রন বিশেষরূপ পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। বাতজনিত গাউটে (Rheumatic gout) এবং পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির শক্ত স্ফীতির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ (It is one of the best remedies for what has been termed rheumatic gout and for a hard rheumatic swelling of the big-toe-Joint, often mistaken for bunion)। এতদ্ব্যতীত রডডেনড্রন বিশেষতঃ cervical and thoracic muscleএর বাতের এবং হস্ত পদদ্বয়ের অঙ্গুলির স্নায়ুশূলেরও একটি উপযুক্ত ঔষধ। যন্ত্রণা একস্থান হইতে অন্য স্থানেও সরিয়া বেড়ায়। আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠে, শরীরের যে কোন স্থানেও হইতে পারে। রডডেনড্রন বৃদ্ধ লোক-দিগের যাহারা বহুদিন হইতে গেঁটে বাতে ভুগিতেছেন তাহাদিগেতে অতি শীঘ্র সাময়িক উপকার করে। রডডেনড্রন রোগী ঝড় তুফান হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে বলিতে পারে—কারণ যাবতীয় রোগ ঝড় তুফান হইবার পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধি পায় রডডেনড্রনের বাতের যন্ত্রণা ঝড় তুফান হইবার পূর্ব্বে ঠাণ্ডায়, স্যাঁৎসেঁতে ঋতুতে, বিশ্রামে এবং রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয়। ঝড় তুফান আরম্ভ হইলে, উত্তাপে, সঞ্চালনে উপশম হয়। এই প্রকার লক্ষণ আমরা অনেকটা রাসটক্স, ডালকামরা, লেডামেও দেখিতে পাই—

রাসটক্স—ইহাতেও সঞ্চালনে এবং উত্তাপে বাতের যন্ত্রণা উপশম হয়—কিন্তু রাসটক্সে প্রথম সঞ্চালনে অর্থাৎ সঞ্চালন আরম্ভ করা মাত্র প্রথমে একটা যন্ত্রণা বোধ হয় তৎপরে ক্রমাগত সঞ্চালনে আর বোধ হয় না (First movoment aggravates the pain । Continued motion only relieves) আর রডডেনড্রনে সকল সময়ই সঞ্চালনে উপশম বোধ করে—moving relieves atonce) রাসটক্সে যন্ত্রণা সন্ধ্যার সময় কিংবা সন্ধ্যার পর ৭।৮টা এবং রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয় রডডেনড্রনে যদিও রাত্রিতে বৃদ্ধি রহিয়াছে কিন্তু প্রাতঃকালেই অধিক বৃদ্ধি হয়। রাসটক্সে ঝড় তুফান বৃষ্টির পর বৃদ্ধি হয়, রডডেনড্রনে ঝড় তুফান বৃষ্টির পূর্ব্বে বৃদ্ধি হয়। রডডেনড্রনের বাত রাসটক্স অপেক্ষা কিছু গভীর বলিয়া মনে হয়। উভয় ঔষধেই পেশী বন্ধনী ইত্যাদি সমূহ যদিও আক্রান্ত হয় কিন্তু রডডেনড্রনে তদপেক্ষা আরো গভীরস্থল বিশেষতঃ বাহু এবং পদদ্বয়ের অস্থি ও অন্যান্য অস্থিও আক্রান্ত হয়। কাজে কাজেই এই দুইটী ঔষধের নির্ব্বাচনে অনেক সময় অত্যন্ত ভ্রমে পড়িতে হয়।

ডালকামারা—ইহাতে যদিও ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে ঋতুতে রোগ বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইহার আক্রমণ অত্যন্ত হঠাৎ হয়। গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ঋতুর পরিবর্ত্তনে শীতের আগমনে অথবা গ্রীষ্মকালে যখন দিবসে গরম রাত্রিতে ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে এই প্রকার ঋতুতে রোগ প্রকাশ পায় (symptoms aggravated at every cold change in weather or when the weather becomes colder or in the summer when the days are hot and the nights are cold and damp)। ডালকামরাকে প্রকৃত বাতের ঔষধ বলিতে পারা যায় না ইহাতে স্ফীতি কিংবা প্রদাহ হয় না কেবল যন্ত্রণা টাটানি আড়ষ্টভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। গ্রীবা প্রদেশ শক্ত আড়ষ্ট হয়, সন্ধিস্থল বিশেষতঃ হস্তপদ কনকন করে অথবা গলায় ব্যথা হয়। রাসটক্সের ন্যায় ইহারও যন্ত্রণা সঞ্চালন এবং উত্তাপে উপশম হয়।

লেডাম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থল সমূহ রডেডেনড্রনের ন্যায় যদিও ইহাতে আক্রান্ত এবং শক্ত হয় কিন্তু লেডামের যন্ত্রণা টাটানি ইত্যাদি সমুদায় সঞ্চালনে উত্তাপে রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় আর ঠাণ্ডায়, পাখার বাতাসে, শীতল বরফবৎ জলে উপশম হয়। রডডেনড্রনে ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় সঞ্চালনে উপশম পায় কাজে কাজেই এই দুইটি ঔষধ নির্ব্বাচনে কোন প্রকার গোলমাল হইবার কারণ নাই।

স্যাঁতসেতে ভিজা ঋতুতে রোগ বৃদ্ধি হয়—ডালকামারা, নেট্রাম সাল্ফ, রডডেনড্রন, রাসটক্স এবং নাক্সমশ্চেটা।

একশিরা এবং অণ্ডকোষ প্রদাহ (orchitis)—পুরাতন অবস্থায় এবং যখন অণ্ডকোষ অত্যন্ত শক্ত অবস্থায় পরিণত হয় তাহাতে রডডেনড্রন অধিক নির্ব্বাচিত হয়। অণ্ডকোষ প্রদাহের সহিত কোন প্রকার বাতের কারণ থাকিলে ইহাকে অনেকে অধিক উপযুক্ত ঔষধ মনে করেন। পুরাতন অবস্থায় প্রায়ই যন্ত্রণা থাকে না। কেবল স্ফীত হইয়া শক্ত হইয়া থাকে, যন্ত্রণা হইলে বৃষ্টি বাদলের দিনই হয়। তরুণ অবস্থায় অণ্ডকোষে কণকনানি এবং পেষণবৎ যন্ত্রণা হয় ও যন্ত্রণা নিম্নোদর এবং জানু প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং হস্ত দিয়া স্পর্শ করা যায় না, ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করে। দক্ষিণ অণ্ডকোষ অধিক আক্রান্ত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ঠাণ্ডা স্থানে বসিয়া অথবা প্রমেহ-

স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া অণ্ডাকাষের প্রদাহ হয়। উত্তাপে এবং সঞ্চালনে যন্ত্রণা উপশম বোধ করে বিশ্রামে অধিক হয়। এই ঔষধে হাইড্রোসেল বিশেষত বালকদিগের হাইড্রোসেল আরোগ্য সংবাদ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

অরমমেটালিকাম—ইহাতেও অণ্ডকোষ অত্যন্ত শক্ত অবস্থায় পরিণত হয়, কিন্তু অরম সচরাচর উপদংশ দোষ থাকিলে কিংবা তদহেতু হইলে এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্লিমেটিস—ইহা অনেকটা রডডেনড্রনের ন্যায় কিন্তু অণ্ডকোষ প্রদাহের সহিত সচরাচর কোষরজ্জু প্রদাহ হইলেই আমি ক্লিমেটিসকে প্রাধান্য দিয়া থাকি।

স্পঞ্জিয়া—প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া অণ্ডকোষ স্ফীত শক্ত এবং প্রদাহিত হইলেই স্পঞ্জিয়াকে অনেকে উচ্চ স্থান প্রদান করেন। অণ্ডকোষ এবং কোষরজ্জুতে পেষণবৎ এক প্রকার যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা শরীরের এবং বস্ত্রের সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু একশিরায় আমাদিগের সর্ব্ব প্রথম ঔষধই হইতেছে পালসেটিলা এবং হেমামেলিস। হেমামেলিস বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হয়। কোষরজ্জুতে অথবা অণ্ডকোষে ভীষণ যন্ত্রণা হইলে হেমামেলিসে আশু উপকার হয় (Pulsatila stands at the head of the list, and next to it we may rank Hammamelis. The latter drug should be used both locally and internally. It relieves the intense soreness and enables the patient to attend to his duties—Farrington.)

মার্কিউরিয়াস সল—অণ্ডকোষ প্রদাহের সহিত পীতাভ সবুজ প্রমেহ স্রাব বর্ত্তমান থাকিলে ইহাকে চিন্তা করা যাইতে পারে।

শিরঃপীড়া—প্রাতে শয্যায় মস্তকে বাতের ভীষণ যন্ত্রণা হয় সঞ্চালনে এবং মস্তক উষ্ণ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত রাখিলে উপশম বোধ করে। শিরঃপীড়া মদ্যপানে, স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় এবং শিরঃপীড়া ঝড় তুফান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই হয়

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—যন্ত্রণা আহারকালীন এবং আহারের পর উপশম হয়, ইহা রডডেনড্রনের একটি বিশেষ লক্ষণ।

চক্ষুর রোগ—ডাক্তার এলেন এবং নর্টনের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় এক রোগীর গ্লোকোমার (glaucoma) যন্ত্রণা ঝড় তুফানের পূর্ব্বে বৃদ্ধি হইত এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া রডডেনড্রন প্রয়োগ করায় গ্লোকোমা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুর্ব্বের দৃষ্টিও ফিরিয়া আইসে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি সচরাচর অধিক প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—ঝড় তুফানে, প্রবল বায়ুতে, ঝড় তুফান অশনিপাতের পূর্ব্বে (on the approach of thunder storm), বৃষ্টি বাদলের দিনে। বিশ্রামে, ঠাণ্ডায়, স্যাঁৎসেতে আর্দ্র ঋতুতে।

রোগের উপশম—মস্তক উষ্ণ বস্ত্রতে আবৃত করিলে, **শুষ্ক উত্তাপে** এবং সঞ্চালনে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ব্রাইও, কোনায়াম, ক্যালকেরিয়া, লেডাম, লাইকোপোডিয়াম, সিপিয়া, রাসটক্স।

রোগীর বিবরণ

বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, গঠন হৃষ্টপুষ্ট। প্রায় ১০।১২ বৎসর হইতে উভয় অণ্ডকোষ ফুলিয়া শক্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রমেহ রোগ হইতেই ইহা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কারণ প্রমেহ রোগের স্রাব বন্ধ হওয়ার পর হইতে ইহা দেখা দিয়াছে। কোন প্রকার যন্ত্রণা কিংবা টাটানি ছিল না। অণ্ডকোষ স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা ৪ গুণ বৃহৎ হইয়াছিল এক হস্তে সমস্ত স্থান ধরিতে পারা যাইত না পালসেটিলা, ক্লিমেটিস ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বিনা অস্ত্রে আরোগ্য হইবে না বলিয়া হতাশ হইয়া আর কোন চিকিৎসা করে নাই কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকায় আবার চিকিৎসা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট আইসে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম অণ্ডকোষটি অত্যন্ত শক্ত হইয়া গিয়াছে অথচ যন্ত্রণাদি কিছুই

নাই। বিশেষ কোন লক্ষণ না পাইয়া এবং রোগী কিঞ্চিৎ বাত ধাতুগ্রস্থ জানিয়া তাহাকে রডডেনড্রন ২০০ শক্তি একমাত্রা দিয়া এক সপ্তাহ পর আবার সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলাম, এক সপ্তাহ পর রোগীর নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম—স্ফীতি কিঞ্চিৎ কম বলিয়া মনে হইতেছে কতকগুলি বটিকা দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আবার এক সপ্তাহ পর সংবাদ দিতে বলিলাম। রোগী এইরূপে প্রায় ২ মাসের মধ্যে একমাত্র রডডেনড্রন দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এখন পর্য্যন্ত তিনি ভাল রহিয়াছেন। রডডেনড্রন দ্বারা আমি এইরূপ আরো দুইটি রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

সাইকুটা ভিরোসা (Cicuta Virosa)।

ইহাকে কেহ কেহ সিকিউটা ভিরোসাও বলেন। ইহা জার্ম্মাণী ও পশ্চিম ফ্রান্সের জলাশয় তীর ও আর্দ্র ভূমিখণ্ড জাত ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। মুকুলোন্মুখ চারা গাছের সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। কনভালসন—ভীষণরূপ হয় হস্তপদ এবং সমুদায় শরীর বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়, জ্ঞান থাকে না। আক্রমণের বিরাম কালীন সামান্য স্পর্শে, গোলমালে কিংবা ঝাঁকিতে কনভালসনের পুনরাবৃত্তি হয়।

২। সুতিকাক্ষেপ (Puerperal convulsion)—পুনঃ পুনঃ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় এমন কি, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত থাকে, মনে হয় রোগী যেন মরিয়া গিয়াছে শরীরের ঊর্দ্ধ অংশ আক্রান্ত হয়, প্রসবের পর পর্য্যন্ত আক্রমণ থাকে।

৩। মৃগী রোগ—Diaphragm এর আক্ষেপ হেতু পেট ফুলিয়া উঠে, চিক্‌কির দেয়, মুখমণ্ডল লাল অথবা নীল হয়, দাঁত লাগিয়া যায়, জ্ঞান শূন্য হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেঁকিয়া যায়, রাত্রিতে অধিক হয়।

৪। অস্বাভাবিক ক্ষুধা—খড়ি মাটি, কয়লা কাঠ, কয়লা অর্থাৎ অপাচ্য খাদ্য দ্রব্য খাইবার আকাঙ্ক্ষা (এলিউমিনা, সোরিনাম)।

৫। মস্তিষ্ক কিংবা মেরুদণ্ডে পুরাতন আঘাত কিংবা স্নায়ুতে পেরেক বিদ্ধের দরুণ আক্ষেপ (spasm), ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি প্রকাশ পায় (হাইপারিকাম)।

৬। ইকজিমা—বিশেষতঃ চিবুকে প্রকাশ পায়। রস নিঃসৃত হইয়া শক্ত মামড়িতে পরিণত হয়, চুলকানি কিছুই থাকে না।

সাধারণ লক্ষণ

১। পুস্তক কিংবা কোন কিছু পড়া কালীন অক্ষরগুলি মনে হয় উল্টাইয়া যাইতেছে অথবা উপরে উঠিতেছে কিংবা নীচে নামিতেছে এবং কখন কখন অদৃশ্য হইয়াও যায়।

২। দন্তোদ্গম কালীন শিশু দাঁতে দাঁতে অথবা মাড়ি ঘর্ষণ করে অথবা চোয়াল চাপিয়া রাখে।

৩। পুঁজবটী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি পরস্পর পরস্পর জড়িত হইয়া বিস্তারিত হয়। মুখমণ্ডল, মস্তক, ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থলে এবং চিবুকে প্রকাশ পায়—পীতবর্ণ মোটা মামড়ি পড়ে এবং সময় সময় জ্বালাও করে।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—সাইকুটা ভিরোসার কার্য্য স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অত্যন্ত অধিকরূপ পরিলক্ষিত হয়, মস্তিষ্ক—কশেরুক—মজ্জার (cerebo

spinal cord) উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া ধনুষ্টঙ্কার, মৃগীবৎ আক্ষেপ, চোলালবদ্ধ ক্ষণিক এবং বলবৎ খেচুনি প্রকাশ করে।

মানসিক লক্ষণ—এক এক সময় কাহাকেও এবং কোন লোককেও যেন চিনিতে পারে না অথচ ইহারা সকলেই পরিচিত লোক কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে অথবা স্পর্শ করিলে সমুদায় কথার শুদ্ধ ভাবেই দেয়। রোগী নিজেকে অল্প বয়স্ক শিশু বলিয়া মনে করে। পরিচিত লোককে অপরিচিত বলিয়া মনে করে—মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে—নিজের বাড়ী ঘর সমুদায় তাহার নিকট অপরিচিত বোধ হয়। নিজের বিষয়েই ঠিক রাখিতে পারে না নিজেকেই ভুলাইয়া ফেলে। দৃষ্টি অথবা ঘ্রাণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলির বিকৃতি ঘটে। মানসিক জড়তা—কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না মন যেন সকল সময় খালি খালি। নেট্রাম মিউরেও অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় রোগী তাহার সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া যাইতেছে কিন্তু তৎপরদিন তাহার এই কার্য্যের বিষয়ে কিছুই খেয়াল থাকে না। নাক্স মশ্চেটায়ও এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে রোগী কাজকর্ম্ম সমুদায়ই করিতেছে অথচ মন সর্ব্বদা খালি খালি।

ধনুষ্টঙ্কার এবং কনভালসন—ইহার প্রধান কার্য্যই হইতেছে আক্ষেপ (convulsion) উৎপন্ন করা। শরীরের স্নায়ুসমূহ অত্যন্ত অধিকরূপ উত্তেজিত হইয়া থাকে, স্পর্শ অথবা চাপ দিলেই আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এই ঔষধটির কনভালসন শরীরের মধ্য হইতে আরম্ভ হইয়া চারিদিক ছড়াইয়া পড়ে এবং মস্তক, মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় প্রথমতঃ আক্রান্ত হয় (The convulsons extend from centre to circumference. The head, face and eyes are first affected)। ইহা ব্যতীত কখন কখন কনভালসন মস্তক এবং গলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নে বিস্তারিত হয়। সমুদায় শরীর যেন কনভালসনে উন্মুখীন হইয়া রহিয়াছে সামান্য উত্তেজনার আক্ষেপে সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়া ওঠে, স্পর্শ, উত্তেজনা ইত্যাদি স্নায়ু মণ্ডলের সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই—গলদেশ কিংবা অন্ন নালীতে সামান্য উত্তেজনার কারণ হইলে কিংবা মৎস্যের কাঁটা লাগিয়া গেলে তদস্থলে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া শরীরের অন্যান্য অংশেও বিস্তারিত হয়। পূর্ব্বে পেরেক কিংবা

কাঁটা ফুটিয়া গিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে সাইকুটাই ব্যবহার হইত কিন্তু ইদানিং সেই স্থলে হাইপারিকম এবং লেডামকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

সাইকুটা ভিরোসার কনভালসনে অনেক সময় নিস্পন্দ বায়ু রোগ অর্থাৎ Catalepsy সহসা প্রকাশ পায়। আক্রমণ অবস্থায় রোগী কি বলিয়াছিল অথবা কি হইয়াছিল তাহা কিছুই মনে করিতে পারে না এবং সম্মুখস্থ লোকদিগকে চিনিতে পারে না। এই প্রকার অবস্থা কখন কখন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, সকল আক্রমণে হয় না।

সাইকুটা ভিরোসা একটি অতি বৃহৎ মস্তিষ্ক মাজ্জেয় উদ্দীপক ঔষধ (cerebro spinal irritants)। ইহার কনভালসনে রোগীর শরীর দুমড়াইয়া বেঁকিয়া নানা প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু এই প্রকার অবস্থার ভিতরও একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে, মস্তক,—ঘাড় এবং মেরুদণ্ড পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থায় পরিণত হয় সাইকুটা ভিরোসার কনভালসনের ইহাই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমেরিকার ডাক্তার বেকার একবার এই রোগ সংক্রামক ব্যাধি রূপে প্রকাশ পাইলে তিনি সাইকুটা ভিরোসার দ্বারা সমুদায় রোগীকেই আরোগ্য করিয়াছিলেন, একটি রোগীরও মৃত্যু হয় নাই বরং তিনি সাইকুটা ভিরোসাকে এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলেন (It is on this account that it was tried for cerebro spinial meningitis. Dr. Baker of Moravia cured during an epidemic of this terrible disease sixty cases of all degrees of malignancy without the loss of a single case. He thinks it is as near a specific for this disease as can be—Nash)। ইহাকে এক কথায় ধনুষ্টঙ্কারের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ বলিলেই হয়। আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কারেও ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দাঁত লাগিয়া যায় সমুদায় শরীর আড়ষ্ট হইয়া পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া যায় হস্ত পদ কনভালসনে ভীষণ ঝাঁকাইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। মুখে ফেনা উঠে, জ্ঞান থাকে না। মুখ গভীর লাল বর্ণ হয়, চক্ষু এক দৃষ্টে হইয়া থাকে, স্পর্শ মাত্রই, গোলমাল ইত্যাদি সামান্য কারণেই কনভালসনের পুনরাবৃত্তি হয়। কনভালসনের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সাইকুটা ভিরোসার কনভালসন সময় সময় এত অধিক হয় যে মৃগী রোগ

বলিয়া মনে হয়। সাইকুটা ভিরোসা মৃগী রোগেরও একটি অতি উত্তম ঔষধ। সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি সামান্য কারণেই এমন কি উদরে যন্ত্রণা হইলেই কিংবা স্পর্শ করিলেই তাহা হইতেও কনভালসন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয় (He is extremely sensative to touch and tuch and drafts bring on convulsions—Kent) সাইকুটা ভিরোসার কনভালসন যেমন শরীরের মাঝখান হইতে শরীরের আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিস্তারিত হয় সেই প্রকার উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয় (কুপ্রামের বিপরীত)। কুপ্রামের কনভালসান শরীরের প্রান্তদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ভিতর দিকে বিস্তারিত হয় অর্থাৎ প্রথমতঃ অঙ্গুলিতে খিল ধরা আরম্ভ হইয়া তৎপর হস্ত বক্ষঃস্থল ইত্যাদি স্থান হইয়া সর্ব্ব শরীরময় হয় আর সাইকুটা ভিরোসার মস্তক চক্ষু গলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে বিস্তারিত হয় এবং ক্রমশঃ সমুদায় শরীরময় ভীষণ কন্‌ভালসন হয় (The convulsions of Cuprum spreads from the extremities to the centre ie the little convulsions, merely cramps, are first felt in the fingers and then in the hands and later in the chest and whole body. In Cicuta the little convulsions of the head, eyes and throat spread down the back to the extremities with violent convulsions—Kent)।

কৃমি কিংবা আঘাত হেতু কনভালসনের সিনা কিংবা আর্ণিকায় বিশেষ উপকার না হইলে সাইকুটার বিষয় চিন্তা করিবে, যদ্যপি কনভালসন অত্যন্ত প্রবলরূপ হয়। সমস্ত প্রকার কনভালসনই ক্ষণিক, বলবৎ, মৃগী সদৃশ, নিস্পন্দ বায়ুরোগ, কৃমি, সূতিকা ইত্যাদি যে কোন কারণবশতঃই হউক—যদি অত্যন্ত ভীষণ হয়—তাহা হইলে সাইকুটা ভিরোসাকেই প্রাধান্য দিবে। ইহাই স্মরণ রাখিবে সাইকুটা ভিরোসার কনভালসন অত্যন্ত ভয়াবহ হয় (All sorts of convulsions—tonic, clonic, epileptc, cataleptic, worm, puerperal, etc.—if of a very violent character, should call to mind Cicuta—Nash)

ধনুষ্টঙ্কারে সাইকুটা ভিরোসার সমগুণ ঔষধসমূহ—

নাক্সভমিকা—ইহাকে ধনুষ্টঙ্কারের একটি অতি উচ্চ ঔষধ বলা হয়,—ইহাতে অনেকটা সাইকুটা ভিরোসার ন্যায় লক্ষণই প্রকাশ পায়—কিন্তু ইহার বিশেষত্ব'যে,—আক্রমণ অবস্থায় রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। আর সাইকুটা ভিরোসায় জ্ঞান থাকে না (কুপ্রাম, ক্যাম্ফর)। নাক্সভমিকায় কনভালসন কালীন গাত্রের বর্ণ নীল কিংবা ঈষৎ বেগুনে আভাযুক্ত হয় এবং কনভালসনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অত্যন্ত খিটখিটে হয়, সাইকুটা ভিরোসা রোগী বিমর্ষ উদ্বিগ্ন হয়। The effects of Nux generally correspond equally to single organs and systems. According to these statements Nux Vomica must be an excellent remedy in tetenus, if there is any truth in the homoeopathic law—Baehr)

কুপ্রাম মেটালিকাম—ইহাতেও সাইকুটার ন্যায় আক্রমণাবস্থায় জ্ঞান থাকে না কিন্তু ইহাতে শরীর আড়ষ্ট হইয়া সম্মুখদিকে বেঁকিয়া যায় এবং চুয়াল বন্ধ হইয়া যায়।

ক্যাম্ফর—ইহাতেও জ্ঞান থাকে না। নিম্ন চোয়াল শক্ত আড়ষ্ট হইয়া মুখ হাঁ হইয়া থাকে। সমুদায় শরীর অত্যন্ত শীতল থাকে।

হাই পারিকাম—স্নায়ুতে আঘাত লাগিয়া কিংবা পেড়েক বিদ্ধ হইয়া হইলে—হাইপারিকামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। আঘাতের যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে এবং তদহেতু ধনুষ্টঙ্কারের সম্ভাবনা হইলে হাইপারিকামের সহিত ভিরেট্রাম ভিরেডির বিষয় চিন্তা করিবে। যদি ক্ষতে পূঁজ হয় অথবা পূঁজস্রাব বন্ধ হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে—বেলেডনা, সিকুটা, সাইলিসিয়া চিন্তা করিবে।

এসিড হাইড্রো—ইহার আক্রমণ অনেকটা নাক্সভমিকার ন্যায় চুয়াল বন্ধ হইয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস অনেকক্ষণ পর পর হয়।

মস্কাস—নবজাত শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্কারে ইহাকে ডাক্তার বেয়ার অতি উচ্চস্থান দেন, যদি শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিক থাকে তাহা হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মৃগী রোগ—সাইকুটা ভিরোসা মৃগী রোগের একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। diaphragm এর আক্ষেপবশতঃ পেট ফুলিয়া উঠে, রোগী আক্রমণের পূর্ব্বে চিক্‌কির দেয়, মুখমণ্ডল নীল অথবা লাল হয়, দাঁত লাগিয়া যায়, জ্ঞান শূন্য হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া ভীষণরূপ বেঁকিয়া যায়। রাত্রিতে অধিক হয়। শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হয়—এমন কি কিছুক্ষণ বন্ধ হইয়া থাকে, মনে হয় যেন রোগী মরিয়া গিয়াছে। শরীর, গ্রীবা, মেরুদণ্ড পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থা ধারণ করে।

ইকজিমা—নাপিতের ক্ষুরে ক্ষৌরকার্য্য করিবার পর দাড়ি এবং জুলপি (whiskers) স্থানে ফুসকুড়ি প্রকাশ পায়। ইহাকে Barbers itch বলা হয়। মুখ মণ্ডলের যে যে স্থানে দাড়ি জন্মায় সেই স্থানে শক্ত শক্ত গুচ্ছাকারে ইকজিমা সদৃশ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন চোয়ালের গ্রন্থি স্ফীত হয়। It has troubles from shaving, it is useful in such eruptions as comes in the whiskers—Barbers itch) গণ্ডদেশ এবং চিবুকের ইকজিমায় ইহা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। সাইকুটা ভিরোসার ইকজিমা চুলকায় না। ইকজিমা হইতে রস নিস্থত হইয়া নেবুর রংএর ন্যায় শক্ত মামড়িতে পরিণত হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—নিম্নক্রম অপেক্ষা উচ্চ ক্রমই অধিক প্রয়োগ হয়, সচরাচর ৩০,২০০ শক্তিই অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, হাইপারিকাম, নাক্স, ষ্ট্রিকনাইন।

রোগের বৃদ্ধি—স্পর্শে, বায়ুর ঝাপটায়, আঘাতে, তামাকের ধুঁয়াতে, তামাক সেবনে (ইগ্নেসিয়া)।

রোগীর বিবরণ

এক আড়াই বৎসরের শিশুর জ্বর হইয়া মস্তক উষ্ণ হয়, শয়ন করিলেই তাহার মস্তকে ঘর্ম্ম প্রকাশ হইত (ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের মত), শিশুটি একটু

থলথলে এবং মোটাও ছিল। জ্বরে মস্তক অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিলেই হঠাৎ তড়কা হইত। হস্তপদ খেঁচা, মুখে ফেনা উঠা, চক্ষু কপালে তোলা, এবং এপাশে ওপাশে মস্তক চালা ইত্যাদি লক্ষণ ছিল। আক্ষেপের পর শিশু অত্যন্ত ক্রন্দন করিত ও তাহার চক্ষুর তারা বিস্তারিত থাকিত এবং শিশু অস্থির ও ভয় পাইয়া অপরের গাত্র বস্ত্র ধরিয়া টানিত। এই অবস্থার লক্ষণে ডাক্তার মিলার তাহাকে সিকুটা ২০০ ক্রম প্রয়োগ করিয়া শীঘ্র আরোগ্য করিয়াছিলেন। (ভৈষজ্য রত্নাবলী)

———

সূচীপত্র

ঔষধের নামানুযায়ী

সূচীপত্র

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিকস।

চতুর্থ খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী

ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক ঃ—

এস্ এন্, রায়

দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

৮৫।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

Printed by N. N. Das.

From pages 698 to 889 at the Bee Press

33 Guru Prosad Chowdhury Lane

Calcutta.